অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব:

২ শামুয়েল

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

নবীদের কিতাব : ২ শামুয়েল

ভূমিকার জন্য ১ ও ২ শামুয়েল কিতাবের ভূমিকা দেখুন।

কিতাবখানির প্রধান আয়াত: "তখন দাউদ বুঝলেন যে, মাবুদ ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে তাঁকে সুস্থির করেছেন এবং তাঁর লোক ইসরাইলের জন্য তাঁর রাজ্যের উন্নতি করেছেন" (৫:১২)।

প্রধান প্রধান লোক: দাউদ, যোয়াব, বৎশেবা, নাথন ও অবশালোম।

দ্বিতীয় শামুয়েলের রূপরেখা:
১. বাদশাহ্‌ তালুত ও যোনাথনের জন্য দাউদের বিলাপ-গাথা (২শামু ১)
ক. হযরত দাউদ এহুদার বাদশাহ্‌ হলেন (২:১-৩:৫)
খ. সমস্ত ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দাউদ (৩:৬-৫:৫)
২. দাউদের রাজত্ব (৫:৬-৮:১৮)
ক. বাদশাহ্‌ দাউদের জেরুশালেম দখল (৫:৬-১৬)
খ. দাউদের হাতে ফিলিস্তিনীদের পরাজয় (৫:১৭-২৫)
গ. জেরুশালেমে শরীয়ত-সিন্দুক আনায়ন (৬ অধ্যায়)
ঘ. বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে আল্লাহ্‌র ওয়াদা (৭ অধ্যায়)
ঙ. বাদশাহ্‌ দাউদের বিজয় (৮ অধ্যায়)
৩. দাউদের রাজত্বের উপর থেকে সমস্ত বাধা দূরীকরণ (৯-২০ অধ্যায়)
ক. মফীবোশতের প্রতি দাউদের দয়া (৯ অধ্যায়)
খ. অম্মোনীয় ও অরামীয়দের পরাজয় (১০:১-১৯; ১২:২৬-৩১)
গ. বাদশাহ্‌ দাউদের গুনাহ্‌– বাদশাহ্‌ দাউদের বিরুদ্ধে নবী নাথনের অভিযোগ (১১:১-১২:২৫)
৪. দাউদের রাজত্বের প্রতি অবশালোমের চ্যালেঞ্জ (১৩-২০ অধ্যায়)
ক. অম্লোনের ঘৃণার কাজ ও অবশালোমের প্রতিশোধ গ্রহণ (১৩ অধ্যায়)
খ. অবশালোমের পরাজয় (১৪-১৯ অধ্যায়)
গ. বাদশাহ্‌ দাউদের বিরুদ্ধে শেবের বিদ্রোহ (২০ অধ্যায়)
৫. দাউদের কাহিনীর নানা দিক (২১-২৪ অধ্যায়)
ক. তালুতের অবিচারের কারণে বনি-ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধ (২১:১-১৪)
খ. ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ (২১:১৫-২২)
গ. বাদশাহ্‌ দাউদের প্রশংসা-কাওয়ালী (২২ অধ্যায়)
ঘ. বাদশাহ্‌ দাউদের শেষ কথা (২৩:১-৭)
ঙ. বাদশাহ্‌ দাউদের প্রধান প্রধান বীরের তালিকা (২৩:৮-৩৯)
চ. বাদশাহ্‌ দাউদের আদম-শুমারী ও দাউদের গুনাহের শাস্তি (২৪ অধ্যায়)

জবুর শরীফের মধ্যে ১ ও ২ শামুয়েলের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ

১ শামুয়েল	ঘটনা	জবুর
১৯:১১	দাউদের গৃহ ঘিরে ফেলা হল	৫৯
২১:১০-১১	আখীশ কর্তৃক দাউদ ধৃত হলেন	৫৬
২১:১২-২২:১	দাউদ আখীশের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন (জবুর ৩৪ অধ্যায়ের শিরোনামে আখীশকে আবিমালেক নামে সম্বোধন করা হয়েছে)	৩৪
২২:১; ২৪:৩	দাউদ গুহায় অবস্থান করলেন	৫৭; ১৪২
২২:৯-১৯	ইদুমীয় দোয়েগ	৫২
২৩:১৪-১৫	এহুদার প্রান্তর	৬৩
২৩:১৯	দাউদ সীফের লোকদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন	৫৪
২ শামুয়েল	**ঘটনা**	**জবুর**
৮:১-১৪	জর্ডান অঞ্চলে বিজয় লাভ	৬০
১১-১২ অধ্যায়	উরিয়ের গৃহের বিরুদ্ধে	৫১
১৫-১৭ অধ্যায়	অবশালোমের বিদ্রোহ	৩
১৫-১৭ অধ্যায়	এহুদার প্রান্তর	৬৩
২২ অধ্যায়	সমস্ত শত্রুর উপরে জয়লাভ	১৮

বাদশাহ্ তালুত ও যোনাথনের জন্য দাউদের বিলাপ-গাথা

১ ১ তালুতের মৃত্যুর পরে দাউদ
আমালেকীয়দের পরাজিত করে সিক্লগে
ফিরে আসলেন এবং সিক্লগে দুই দিন থাকলেন;
২ পরে তৃতীয় দিনে তালুতের শিবির থেকে এক
জন লোক এল, তার কাপড় ছেঁড়া ও মাথায় মাটি
ছিল। দাউদের কাছে এসে সে ভূমিতে উবুড় হয়ে
সালাম করলো। ৩ দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা
করলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বললো
আমি ইসরাইলের শিবির থেকে পালিয়ে এসেছি?
৪ দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, সংবাদ কি? আমাকে
বল দেখি! সে জবাবে বললো, লোকেরা যুদ্ধ
থেকে পালিয়ে গেছে; আবার লোকদের মধ্যেও
অনেকে পতিত হয়েছে, মারা পড়েছে এবং
তালুত ও তাঁর পুত্র যোনাথনও মারা পড়েছেন।
৫ পরে দাউদ সেই সংবাদদাতা যুবককে জিজ্ঞাসা
করলেন, তালুত ও তাঁর পুত্র যোনাথন যে মারা
পড়েছেন, তা তুমি কিভাবে জানলে? ৬ তাতে সেই
সংবাদদাতা যুবক তাঁকে বললো, আমি
ঘটনাক্রমে গিল্‌বোয় পর্বতে উপস্থিত হয়ে-
ছিলাম, আর দেখ, তালুত বর্শার উপরে ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং রথ ও ঘোড়-সওয়ারেরা
চাপাচাপি করে তাঁর খুব কাছে এসেছিল।
৭ ইতোমধ্যে তিনি পিছনে মুখ ফিরিয়ে আমাকে
দেখে ডাকলেন। ৮ আমি বললাম, এই যে আমি।
তিনি আমাকে বললেন, তুমি কে? আমি বললাম,
আমি এক জন আমালেকীয়। ৯ তিনি আমাকে
বললেন, আরজ করি, আমার কাছে দাঁড়িয়ে
আমাকে হত্যা কর, কেননা আমার মাথা ঘুরছে,
আর এখনও প্রাণ আমাতে সম্পূর্ণ রয়েছে।
১০ তাতে আমি কাছে দাঁড়িয়ে তাঁকে হত্যা
করলাম; কেননা পতনের পরে তিনি যে জীবিত
থাকবেন না, এ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম; আর
তাঁর মাথায় যে মুকুট ও বাহুতে যে বলয় ছিল,
তা নিয়ে এই স্থানে আমার মালিকের কাছে
এসেছি।
১১ তখন দাউদ তাঁর নিজের কাপড় ছিঁড়লেন
এবং তাঁর সঙ্গীরাও সকলে তা-ই করলো।
১২ আর তালুত, তাঁর পুত্র যোনাথন, মাবুদের
লোকেরা ও ইসরাইলের কুল তলোয়ারের
আঘাতে মারা যাওয়াতে তাঁদের বিষয়ে তাঁরা
শোক ও মাতম করলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা
রাখলেন। ১৩ পরে দাউদ ঐ সংবাদদাতা যুবককে
বললেন, তুমি কোথাকার লোক? সে বললো,
আমি এক জন প্রবাসীর পুত্র, আমালেকীয়।
১৪ দাউদ তাকে বললেন, মাবুদের অভিষিক্ত
ব্যক্তিকে সংহার করার জন্য তোমার হাত তুলতে
তুমি কেন ভয় পেলে না? ১৫ পরে দাউদ
যুবকদের এক জনকে ডেকে হুকুম করলেন, তুমি
কাছে গিয়ে একে আক্রমণ কর। তাতে সে তাকে
আঘাত করলে সেই যুবক মারা গেল। ১৬ আর

[১:১] ১শামু ২৬:১০; ১খান্দান ১০:১৩।
[১:২] ১শামু ৪:১২; আইউ ২:১২; ইহি ২৭:৩০।
[১:৬] আয়াত ২১; ১শামু ২৮:৪।
[১:৮] ১শামু ১৫:২; ২৭:৮; ৩০:১৩, ১৭।
[১:৯] কাজী ৯:৫৪।
[১:১০] ২বাদশা ১১:১২।
[১:১১] পয়দা ৩৭:২৯; শুমারী ১৪:৬।
[১:১৩] ১শামু ১৪:৪৮।
[১:১৪] ১শামু ১২:৩; ২৬:৯।
[১:১৫] ২শামু ৪:১২।

১:১ মৃত্যুর পরে। দেখুন ইউসা ১:১; কাজী ১:১; ২বাদশাহ্ ১:১ আয়াত। এখানে ১ শামুয়েলের কাহিনী বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। ১ ও ২ শামুয়েল প্রকৃতপক্ষে একটি কিতাব (১ শামুয়েলের ভূমিকা দেখুন)।

দাউদ আমালেকীয়দের পরাজিত করে সিক্লগে ফিরে আসলেন। দেখুন ১ শামু ৩০:২৬ আয়াত। সিক্লগের বিষয়ে ১ শামু ২৭:৬ এর নোট দেখুন।

১:২ তার কাপড় ছেঁড়া ও মাথায় মাটি ছিল। দেখুন ১ শামু ৪:১২ আয়াতের নোট। আরও দেখুন ইউসা ৭:৬; প্রেরিত ১৪:১৪ আয়াতের নোটসমূহ।

১:৮ এক জন আমালেকীয়। ৩য় আয়াত থেকে উপসংহার টানার প্রয়োজন নেই যে, এই আমালেকীয় তালুতের সৈন্য-বাহিনীর একজন সদস্য। তার বিবৃতি অনুসারে সে "ঘটনাক্রমে গিল্‌বোয় পর্বতে উপস্থিত ছিল।" এটি সেরকম নির্দোষ ভাব প্রদর্শন করে না যেভাবে তা ফুটে উঠেছে। সে হয়তো মৃত সৈন্যদের কাছে পড়ে থাকা মূল্যবান সামগ্রী এবং অস্ত্র লুট করার জন্য সেখানে ছিল। তালুতের মৃত্যুর খবর একজন আমালেকীয়ের দেওয়া ছিল অনাকাঙ্খিত (দেখুন ১ শামু ১৫ আয়াত)।

১:১০ কাছে দাঁড়িয়ে তাঁকে হত্যা করলাম। ১ শামু ৩১:৩-৬ আয়াতের সাথে আমালেকীয়দের কাহিনীর অসংগতি রয়েছে, যেখানে তালুতকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তিনি নিজেই নিজেকে মেরে ফেলেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, সেই আমালেকীয়ের পুরস্কারের আশায় তালুতের এমন মৃত্যুর খবরটি বানিয়ে বলেছিল (দেখুন ৪:১০)। দাউদের প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে ভুল জ্ঞান তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (দেখুন ১৫ আয়াত)।

তাঁর মাথায় যে মুকুট ও বাহুতে যে বলয় ছিল। স্পষ্টতই তালুতের কাছে ফিলিস্তিনীদের আগেই সে পৌঁছেছিল (দেখুন ১ শামু ৩১:৮-৯)।

১:১১ দাউদ তাঁর নিজের কাপড় ছিঁড়লেন। ২য় আয়াত দেখুন।

১:১২ তাঁরা শোক ও মাতম করলো। দাউদ এবং তাঁর লোকেরা নিকটপ্রাচ্যের রীতি অনুসারে (দেখুন পয়দা ২৩:২; ১ বাদশাহ্ ১৩:৩০; ইয়ার ২২:১৮) তাদের দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রাখলেন। দেখুন ১ শামু ৩১:১৩ আয়াতের নোট।

১:১৩ আমালেকীয়। লোকটি সম্ভবত দাউদের সাথে আমালেকীয়দের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের খবর জানতো না (দেখুন ১ম আয়াত; ১ শামু ৩০; আরও দেখুন ১ শামু ১৫:২ আয়াতের নোট)।

১:১৪ দাউদের সঙ্গে ইসরাইলের রাজপদের যে সম্পর্ক ও তিনি এই পদকে যে গভীর পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখেন তা এই আমালেকীয় কিছুই বুঝতে পারে নি (১ শামু ২৪:৬ এবং এর নোট দেখুন)। *মাবুদের অভিষিক্ত* ১ শামু ৯:১৬ এর নোট দেখুন।

১:১৫ একে আক্রমণ কর। তালুতের মৃত্যুতে দাউদ কোন আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করলেন না এবং যাকে তিনি মনে করেছিলেন তাঁর হত্যাকারী তাকে দোষী চিহ্নিত করে মৃত্যুদণ্ড দিলেন (১০

দাউদ তাকে বললেন, তোমার রক্তপাতের
অপরাধ তোমার মাথায় অর্পিত হোক; কেননা
তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে,
তুমিই বলেছ, আমিই মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তিকে
হত্যা করেছি।
১৭ পরে দাউদ তালুতের ও তাঁর পুত্র
যোনাথনের বিষয়ে বিলাপের এই গান গেয়ে
মাতম করলেন; ১৮ এবং এহুদার সন্তানদেরকে
এই ধনুর্গীত শিখাতে হুকুম দিলেন। দেখ, তা
যাশের গ্রন্থে লেখা আছে।
১৯ হে ইসরাইল, তোমার উচ্চস্থলীতে তোমার
তেজ নিহত হল!
হায়! বীরগণ ধ্বংস হলেন।
২০ গাতে সংবাদ দিও না,
অস্কিলোনের পথে প্রকাশ করো না;
পাছে ফিলিস্তিনীদের কন্যারা আনন্দ করে,
পাছে খৎনা-না-করানোদের কন্যারা উল্লাস
করে।
২১ হে গিল্‌বোয়ের পর্বতমালা,
তোমাদের উপরে শিশির বা বৃষ্টি না পড়ুক,
উপহারের ক্ষেত না থাকুক;
কেননা সেখানে বীরদের ঢাল অশুদ্ধ হল,
তালুতের ঢাল তেলে অভিষিক্ত হল না।

[১:১৬] মথি ২৭:২৪-২৫; প্রেরিত ১৮:৬।
[১:১৭] ইহি ৩২:২।
[১:১৮] ইউসা ১০:১৩।
[১:১৯] জবুর ২৯:১; ৪৫:৩।
[১:২০] মীখা ১:১০।
[১:২১] দ্বি:বি ১১:১৭; জবুর ৬৫:১০; ১৪৭:৮; ইশা ৫:৬; ইয়ার ৫:২৪; ১৪:৪; আমোস ১:২।
[১:২২] ইশা ৩৪:৩, ৭; ৪৯:২৬।
[১:২৩] দ্বি:বি ২৮:৪৯।
[১:২৪] কাজী ৫:৩০।
[১:২৬] ইয়ার ২২:১৮; ৩৪:৫।

২২ নিহতদের রক্ত ও বীরদের চর্বি না পেলে
যোনাথনের ধনুক ফিরে আসত না,
তালুতের তলোয়ারও অমনি ফিরে আসত
না।
২৩ তালুত ও যোনাথন জীবনকালে প্রিয় ও
মনোহর ছিলেন,
তাঁরা মরণেও বিচ্ছিন্ন হলেন না;
তাঁরা ঈগলের চেয়ে বেগবান ছিলেন,
সিংহের চেয়ে বলবান ছিলেন।
২৪ ইসরাইল-কন্যারা! তালুতের জন্য কাঁদ,
তিনি রক্তিম রংয়ের রমণীয় পরিচ্ছদে
তোমাদেরকে ভূষিত করতেন,
তোমাদের পোশাকের উপরে সোনার
অলংকার পরাতেন।
২৫ হায়! সংগ্রামের মধ্যে বীরেরা মারা
পড়লেন;
যোনাথন তব উচ্চস্থলিতে হত হলেন।
২৬ হ্যাঁ, ভাই যোনাথন! তোমার জন্য আমি
ব্যাকুল।
তুমি আমার কাছে অতিশয় মনোহর ছিলে;
তোমার ভালবাসা আমার পক্ষে চমৎকার
ছিল,
রমণীদের ভালবাসার চেয়েও বেশি ছিল।

আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ৪:১০)।

১:১৬ তোমার রক্তপাতের অপরাধ তোমার মাথায় অর্পিত হোক। আমালেকীয়ের নিজের তৈরি সাক্ষ্য তার মৃত্যুদণ্ডের কারণ ছিল (দেখুন ইউসা ২:১৯; ১ বাদশাহ্‌ ২:৩৭ আয়াত)।

১:১৭ মাতম করলেন। নেতা, বীর এবং রাজকীয় শহরের পতনের জন্য বিলাপ সঙ্গীত রচনা করা নিকট প্রাচ্যের একটি সাধারণ রীতি ছিল (২ খান্দান ৩৫:২৫ আয়াত এবং এর নোট দেখুন)।

১:১৮ ধনুর্গীত। সম্ভবত যখন দাউদ তাঁর লোকেদের এই বিলাপ সঙ্গীতটি শিখিয়েছিলেন তখন তারা নিজেদের শক্তিশালী করার জন্য ধনুকের সাহায্যে শক্তভাবে অনুশীলন করেছিলেন (ইসরাইলের সবচেয়ে ব্যবহৃত অস্ত্র; উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ২২:৩৫; ১ শামু ১৩:২২ এবং এর নোট) যাতে তাদেরকে আর এই ধরনের পরাজয় না দেখতে হয় (দেখুন ইহি ২১:৯ আয়াতের নোট)।

যাশের গ্রন্থে। ইউসা ১০:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৯ তোমার তেজ নিহত হল। সম্ভবত এটি যোনাথনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (২৫ আয়াত দেখুন, ২:১৮; ১ খান্দান ১২:৮)। হিব্রুতে তালুত এবং যোনাথনকে (২২-২৩ আয়াত) নির্দেশ করে "আপনাদের গৌরব" বলা হয়েছে।

উচ্চস্থলীতে। (২৫ আয়াত; ১ শামু ৩১:১,৮ এবং নোট দেখুন; আরও দেখুন ১ শামু ২৮:৪ আয়াতের নোট)।

হায়! বীরগণ ধ্বংস হলেন। দাউদের বিলাপের প্রসঙ্গ (২৫,২৭ আয়াত দেখুন)। দাউদের কথায় তালুতের প্রতি কোন তিক্ততা ছিল না বরং তাতে ছিল তালুত এবং যোনাথনের ভাল গুণ এবং সাফল্যের কথা স্মরণ করা। যাহোক, "ধ্বংস" প্রাপ্ত তালুতের প্রতি দাউদের বিলাপ সঙ্গীত হচ্ছে তালুতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং ১ শামু ২;১-১০ আয়াতে হান্নার গীত এবং ২ শামু ২২ অধ্যায়ে দাউদের গীতের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়।

১:২০ গাতে সংবাদ দিও না, অস্কিলোনের পথে প্রকাশ করো না। যেহেতু বেশিরভাগ ফিলিস্তিনী শহরগুলো ইসরাইলের সীমানার সবচেয়ে কাছে এবং সবচেয়ে দূরে, তাই গাত এবং অস্কিলোন দ্বারা সমস্ত প্যালেস্টাইনকে বোঝানো হচ্ছে। দাউদ চাননি যেন আল্লাহ্‌র নিয়মের লোকেদের শত্রুরা যেন ইসরাইলের পরাজয়ে আনন্দ না করে (তিনি জানতেন যে, তারা তা করবে; দেখুন ১ শামু ৩১:৯-১০) এবং তা করলে প্রভুর নামের বিরুদ্ধে তিরস্কার করা হবে। (দেখুন হিজ ৩২:১২; শুমারী ১৪:১৩-১৯; দ্বি:বি। ৯:২৮; আরও দেখুন ইউসা ৭:৯; মীখা ১:১০ এবং নোটসমূহ)।

খৎনা-না-করানোদের। দেখুন ১ শামু ১৪:৬ এর নোট।

১:২১ গিল্‌বোয়ের পর্বতমালা। ১ শামু ২৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন। গভীর দুঃখ প্রকাশ হিসেবে দাউদ আড়ম্বরপূর্ণভাবে যে স্থানে ইসরাইল পরাজিত হয়েছিল এবং তালুত এবং যোনাথনকে হত্যা করা হয়েছিল তার উপর অভিশাপ উচ্চারণ করলেন (এই রকম আরও আড়ম্বরপূর্ণ অভিশাপের জন্য দেখুন আইউব ৩:৩-২৬; ইয়ার ২০:১৪-১৮ আয়াত)।

তেলে অভিষিক্ত হল না। চামড়ার ঢালে তেল মাখানো হতো তা সংরক্ষণের জন্য (ইশা ২১:৫ দেখুন)।

১:২৩ তাঁরা মরণেও বিচ্ছিন্ন হলেন না। যদিও যোনাথন দাউদের প্রতি তাঁর পিতার ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতার সাথে সাথে ইসরাইলের রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

১:২৬ রমণীদের ভালবাসার চেয়েও বেশি ছিল। দাউদ এটি বলতে চাচ্ছেন না যে বৈবাহিক ভালবাসা তাদের বন্ধুত্বের ভালবাসার চেয়ে নিচুমানের, আর এই ভালবাসার মধ্যে কোন যৌন সম্পর্কও যুক্ত ছিল না। দাউদ সরলভাবে এটি দৃষ্টিগোচর

২৭ হায়! বীরেরা মারা পড়লেন,
যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হল।

হযরত দাউদ এহুদার বাদশাহ্‌ হলেন

২ ১ পরে দাউদ মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা
করলেন, আমি কি এহুদার কোন একটি
নগরে উঠে যাব? মাবুদ বললেন, যাও। পরে
দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাব? তিনি
বললেন, হেবরনে। ২ অতএব দাউদ আর তাঁর
দুই স্ত্রী, যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম ও কর্মিলীয়
নাবলের বিধবা অবীগল, সেই স্থানে গমন
করলেন, ৩ আর দাউদ প্রত্যেকের পরিবারের
সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদেরকেও নিয়ে গেলেন, তাতে
তারা হেবরনের নগরগুলোতে বাস করলো।
৪ পরে এহুদার লোকেরা এসে সেই স্থানে
দাউদকে এহুদার কুলের উপরে বাদশাহ্‌র পদে
অভিষেক করলো। পরে লোকে দাউদকে এই
সংবাদ দিল যে, যাবেশ-গিলিয়দের লোকেরা
তালুতের লাশ দাফন করেছে।
৫ তখন দাউদ যাবেশ-গিলিয়দের লোকদের
কাছে দূতদের প্রেরণ করে বললেন, তোমরা
মাবুদের দোয়ার পাত্র, কেননা তোমরা তোমাদের
মালিকের প্রতি, তালুতের প্রতি রহম করেছ,
তাঁকে দাফন করেছ। ৬ অতএব মাবুদ তোমাদের
প্রতি অটল মহব্বত দেখান ও বিশ্বস্ত ব্যবহার
করুন এবং তোমরা এই কাজ করেছ এজন্য
আমিও তোমাদের প্রতি সদয়াচরণ করবো।
৭ অতএব এখন তোমাদের হাত সবল হোক ও
তোমরা বিক্রমশালী হও, কেননা তোমাদের
মালিক তালুত ইন্তেকাল করেছেন, আর এহুদার
কুল তাদের নিজেদের উপরে আমাকে বাদশাহ্‌র
পদে অভিষিক্ত করেছে।

তালুত ও বাদশাহ্‌ দাউদের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ

৮ ইতোমধ্যে নেরের পুত্র অব্‌নের তালুতের
সেনাপতি, তালুতের পুত্র ঈশ্‌বোশৎকে ওপারে
মহনয়িমে নিয়ে গেলেন; ৯ আর গিলিয়, অশূর,

[১:২৭] ১শামু ২:৪। [২:১] পয়দা ১৩:১৮; ২৩:১৯। [২:২] ১শামু ২৫:৪৩। [২:৩] ১শামু ২৭:২; ১খান্দান ১২:২২। [২:৪] ১শামু ২:৩৫; ২শামু ৫:৩-৫; ১খান্দান ১২:২৩-৪০। [২:৫] কাজী ১৭:২; ১শামু ২৩:২১; ২এঞ্চর ১:১৬। [২:৬] হিজ ৩৪:৬। [২:৭] ইউসা ১:৬; কাজী ৫:২১। [২:৮] ২শামু ৪:৫; ১খান্দান ৮:৩৩; ৯:৩৯। [২:৯] শুমারী

করতে চাচ্ছেন যে, দাউদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল সীমাহীন এবং আত্মত্যাগী। এর ফলে যোনাথন বুঝতে পেরেছিলেন যে, দাউদই প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর পিতা তালুতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন (১ শামু ১৮:১; ২০:১৩-১৬ দেখুন)।

১:২৭ যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হল। সম্ভবত তালুত এবং যোনাথনের জন্য একটি রূপক।

২:১ পরে। এই শব্দগুচ্ছটি দাউদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান করে– এহুদার উপর বাদশাহ্‌ হিসেবে তাঁর অভিষেক (এখানে), তাঁর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ জয় (৮:১), বৎসেবার সাথে তাঁর ব্যভিচার এবং উরিয়কে হত্যা (১০:১), তাঁর প্রথম সন্তান অম্নোনের মৃত্যু (১৩:১), এবং তাঁর পুত্র অবশালোমের চক্রান্ত (১৫:১)।

দাউদ মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম অবিয়াথরের কাছে যে এফোদ ছিল সেটি দ্বারা দাউদ মাবুদের কাজে জিজ্ঞেস করেছিলেন (হিজ ২৮:৩০; ১ শামু ২:২৮; ২৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

এহুদার কোন একটি নগরে। যদিও তালুত মারা গিয়েছিলেন আর দাউদেরও তাঁর নিজের বংশে অনেক বন্ধু এবং যোগাযোগ ছিল (১ শামু ৩০:২৬-৩১), তবুও দাউদ ফিলিস্তিন এলাকা থেকে অনুমানের উপর নির্ভর করে ফিরে আসতে চান নি। সেই জন্য তিনি মাবুদের পরিচালনা চেয়েছেন যেন তিনি নিশ্চিত হন যে, যে রাজত্বের বিষয়ে প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই সময় এসেছি কি না।

হিব্রোণে। এটি গুরুত্বপূর্ণ পুরানো শহর (পয়দা ১৩:১৮; ২৩:২; ইউসা ১৫:১৩-১৪ আয়াত দেখুন; এছাড়াও ১ শামু ৩০:৩১ আয়াতের নোট দেখুন) কেন্দ্রীয়ভাবে এহুদা বংশের এলাকায় অবস্থিত।

২:২ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম। ১ শামু ২৫:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন।

অবীগল। ১ শামু ২৫ দেখুন।

২:৩ প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদেরকেও নিয়ে গেলেন। ১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৪ বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করলো। ১ শামু ২:১০; ৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। দাউদ পূর্বে তাঁর পরিবারের সামনে হযরত শামুয়েলের দ্বারা গোপনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন (১ শামু ১৬:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে ঐশ্বরীকভাবে দাউদের বাদশাহ্‌ হবার বিষয়টি তাঁর নিজের বংশের কাছে স্বীকৃতি হিসেবে অভিষিক্তকরণের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

এহুদার কুলের উপরে। খুব সম্ভবত শিমিয়োন বংশ জড়িত ছিল (ইউসা ১৯:১; কাজী ১:৩ দেখুন), কিন্তু এহুদা বংশ এলাকাটি শাসন করতো।

যাবেশ-গিলিয়দের লোকেরা। ১ শামু ১১:১; ৩১:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

তালুতের লাশ দাফন করেছে। ১ শামু ৩১:১৩ নোট দেখুন।

২:৭ তোমাদের মালিক তালুত ইন্তেকাল করেছেন, ...বাদশাহ্‌র পদে অভিষিক্ত করেছে। যেভাবে এহুদা বংশ করেছিল সেভাবে দাউদের শেষ বিবৃতিটি ছিল যাবেশ গিলিয়দের কাছে তাঁকে তাদের বাদশাহ্‌ হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য একটি দাওয়াত। এটি ছিল তাদের সমর্থনের জন্য যদিও তা অবজ্ঞা করা হয়েছিল।

২:৮ নেরের পুত্র অব্‌নের। ১ শামু ১৪:৫০-৫১ আয়াতের নোট দেখুন। অবনের তাঁর ছোট সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিল এবং তালুতের পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল (১ শামু ১৩:২, ১৫; ১৪:২, ৫২ আয়াত দেখুন)।

ঈশ্‌বোশৎ। এই নামটি মূলত ইশ-বাল ছিল কিন্তু শামুয়েল কিতাবের লেখক তা ঈশবোশত করেন যার অর্থ “লজ্জাজনক পুরুষ” (৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন; কাজী ৬:৩২; ইয়ার ২:২৬; ৩:২৪-২৫; ১১:১৩)। স্পষ্টরূপে বাল শব্দটি (অর্থ “প্রভু) সেই সময়ে প্রভু হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কেনানীয় দেবতা বালের জন্য বিভ্রান্তির কারণে পরবর্তীতে এটি বন্ধ করা হয় এবং শামুয়েল কিতাবের লেখক এই সংবেদশীলতার কারণে নামটি পরিবর্তন করেন।

তালুতের পুত্র। ১ শামু ৩১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

ওপারে মহনয়িমে নিয়ে গেলেন। অবনের দুর্বল ঈশবোশতকে তাঁর নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তালুতের মৃত্যুতে যে রাজপদের শূন্যতা তৈরি হয়েছে সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এমন কোন প্রমাণ নেই যে, সাধারণভাবে ইসরাইলদের মাঝে ঈশবোশতের কোন শক্ত সমর্থন ছিল।

BACIB International Bible CHURCH

২ শামুয়েল কিতাবের প্রধান চরিত্রসমূহ

চরিত্র	সম্পর্ক	পদ/দায়িত্ব	কার অনুগত?
যোয়াব	সরায়ের, দাউদের সৎবোনের ছেলে	দাউদের সৈন্যবাহিনীর একজন নেতা, পরবর্তীতে প্রধান সেনাপতি	দাউদের
অবনের	তালুতের কাকাতো ভাই	তালুতের প্রধান সেনাপতি	তালুত ও ঈশবোশতের, কিন্তু পরবর্তীতে দাউদের পক্ষ নেন
অবীশয়	যোয়াবের ভাই	দাউদের সৈন্যবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি "তৃতীয় জনের" একজন	যোয়াব ও দাউদের
অসাহেল	যোয়াব ও অবিশয়য়ের ভাই	দাউদের ৩০ নামে খ্যাত সৈন্যবাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা	যোয়াব ও দাউদের
ঈশবোশৎ	তালুতের পুত্র	ইসরাইল ও অবনের তাকে বাদশাহ্ হিসাবে বেছে নেন	তালুতের

আল্লাহ্ কর্তৃক অভিষিক্ত যেসব নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করা হয়েছে

আল্লাহ্র নেতাদের সমালোচনা করা খুবই বিপদজনক বিষয়। যেসব স্ত্রী-পুরুষ এরকম কাজ করেছে তাদের পরিণতিও তাদের মাথায় নেমে এসেছে।

ব্যক্তি/ অবস্থা	ফলাফল	রেফারেন্স
মরিয়ম: মূসাকে উপহাস করেছিলেন কারণ তিনি একজন কূশীয় স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলেন।	কুষ্ঠরোগ দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।	শুমারী ১২ অধ্যায়
কারুন ও তার অনুসারীগণ: মূসার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বনি-ইসরাইলকে বিদ্রোহের জন্য উস্কে দিয়েছিল।	ভূমি ফাঁক হয়ে সবাইকে গ্রাস করেছিল।	শুমারী ১৬ অধ্যায়
মীখল: মাবুদের সম্মুখে নৃত্য করার দরুন মীখল দাউদকে তুচ্ছ করেছিলেন।	গর্ভধারণ করার ক্ষমতা হারিয়েছিল।	২ শামুয়েল ৬ অধ্যায়
বালকগণ: আল-ইয়াসাকে বিদ্রুপ করেছিল ও তাঁর টাক-মাথার জন্য ঠাট্টা করেছিল।	ভল্লুকেরা এসে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।	২ শামুয়েল ৬ অধ্যায় ১ বাদশাহ্নামা ২ অধ্যায়
সনবল্লট ও তোবিয়: জেরুশালেমের দেওয়াল নির্মাণ যাতে বন্ধ হয়ে যায় সেজন্য অপপ্রচার ছড়িয়ে দিয়েছিল।	ভয় পেয়েছিল ও তাদের অসম্মান করা হয়েছিল।	ইয়ারমিয়া ২:৪; ৬
হনানীয়: ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।	দুই মাসের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছিল।	ইয়ারমিয়া ২৮ অধ্যায়
বর-ঈসা, একজন জাদুকর: পৌলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছিলও তাঁকে সুখবর প্রচারে বাধা দিয়েছিল।	অন্ধত্ব দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।	প্রেরিত ১৩ অধ্যায়

যিষ্রিয়েল, আফরাহীম ও বিন্‌ইয়ামীন এবং সমস্ত
ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্‌ করলেন।
১০ তালুতের পুত্র ঈশ্‌বোশৎ চল্লিশ বছর বয়সে
ইসরাইলের উপরে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে
দু'বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু এহুদা-কুল দাউদের
পক্ষে ছিল। ১১ আর দাউদ সাত বছর ছয় মাস
হেবরনে এহুদা-কুলের উপরে রাজত্ব করলেন।

গিবিয়োনে যুদ্ধ

১২ একবার নেরের পুত্র অব্‌নের এবং তালুতের
পুত্র ঈশ্‌বোশতের গোলামেরা মহনয়িম থেকে
গিবিয়োনে গমন করলেন। ১৩ তখন সরূয়ার পুত্র
যোয়াব ও দাউদের গোলামরাও বের হলেন, আর
গিবিয়োনের পুস্করিণীর কাছে তাঁরা পরস্পর
সম্মুখা-সম্মুখী হলেন, এক দল পুস্করিণীর
এপারে, অন্য দল পুস্করিণীর ওপারে বসলো।
১৪ পরে অব্‌নের যোয়াবকে বললেন, আরজ করি,
যুবকরা উঠে আমাদের সম্মুখে যুদ্ধক্রীড়া করুক।
১৫ যোয়াব বললেন, ওরা উঠুক। অতএব
লোকেরা সংখ্যা অনুসারে উঠে অগ্রসর হল;
তালুতের পুত্র ঈশ্‌-বোশতের ও বিন্‌ইয়ামীনের
পক্ষে বারো জন এবং দাউদের গোলামদের মধ্যে
বারো জন। ১৬ আর তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ
প্রতি-যোদ্ধার মাথা ধরে কুক্ষিদেশে তলোয়ার
বিদ্ধ করে সকলে এক সঙ্গে মারা পড়লো।
এজন্য সেই স্থানের নাম হিলকৎ-হৎসূরীম
[ছুরিকা-ভূমি] হল; তা গিবিয়োনে আছে। ১৭ আর
সেই দিনে ঘোরতর যুদ্ধ হল এবং অব্‌নের ও
ইসরাইলের লোকেরা দাউদের গোলামদের
সম্মুখে পরাজিত হল।
১৮ সেই স্থানে যোয়াব, অবীশয় ও অসাহেল
নামে সরূয়ার তিন পুত্র ছিলেন, সেই অসাহেল
বন্য হরিণের মত জোরে দৌড়াতে পারতেন।
১৯ আর অসাহেল অব্‌নেরকে তাড়া করে তাঁর
পিছনে দৌড়াতে লাগলেন, যেতে যেতে তাঁর
পিছনে দৌড়ানো থেকে ডানে বা বামে ফিরলেন
না। ২০ পরে অব্‌নের পিছনের দিকে ফিরে
বললেন, তুমি কি অসাহেল? তিনি জবাব
দিলেন, জ্বী, আমি সেই। ২১ অব্‌নের তাঁকে
বললেন, তুমি ডানে বা বামে ফিরে এই
যুবকদের কোন এক জনকে ধরে তার সাজ-
পোশাক গ্রহণ কর। কিন্তু অসাহেল তাঁর পিছনে
তাড়া করা থেকে ফিরে যেতে সম্মত হলেন না।
২২ পরে অব্‌নের অসাহেলকে আবার বললেন,
আমাকে তাড়া না করে ফিরে যাও; আমি কেন
তোমাকে আঘাত করে ভূতলশায়ী করবো?
করলে তোমার ভাই যোয়াবের সাক্ষাতে কি করে

৩২:২৬।
[২:১১] ২শামু ৫:৫।
[২:১২] ইউসা ৯:৩।
[২:১৩] ২শামু ৮:১৬; ১৯:১৩; ১বাদশা ১:৭; ১খান্দান ২:১৬; ১১:৬; ২৭:৩৪।
[২:১৬] কাজী ৩:২১।
[২:১৭] ২শামু ৩:১।
[২:১৮] ১খান্দান ১২:৮; মেসাল ৬:৫; সোলায় ২:৯।
[২:২২] ২শামু ৩:২৭।

মহনয়িমে। জর্ডান নদীর পূর্বে একটি গিলীয়দীয় শহর এবং এর কারণে তা ফিলিস্তিনী শাসনের বাইরে ছিল– এটি শরণার্থীদের রাজধানীর মত ছিল।

২:৯ বাদশাহ্‌ করলেন। তালুতের আত্মীয় হিসেবে (১ শামু ১৪:৫০-৫১ দেখুন), তালুতের ঘরের রাজবংশীয় উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবনেরের পারিবারিক এবং তার পদের উভয়েরই স্বার্থ ছিল।

গিলিয়দের, অশূর, যিষ্রিয়েল, আফরাহীম ও বিন্‌ইয়ামীন এবং সমস্ত ইসরাইলের। এখানে ঈশবোশতের রাজত্ব এই ধারণা দেয় যে, পূর্ব এবং পশ্চিম জর্ডান এলাকা সহ তার বাস্তবিক আধিপত্য ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং "সমস্ত ইসরাইল" কথাটি বাস্তবের চেয়ে বেশি বলা হয়েছে। দাউদ এহুদা এবং শিমিয়োনের উপর রাজত্ব করেছিলেন এবং ফিলিস্তিনীরা উত্তরের গোষ্ঠীগুলোর বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করতো।

২:১১ সাত বছর ছয় মাস। মহনয়িমে ঈশবোশতের দুই বছরের রাজত্ব (১০ আয়াত) তুলনা করুন। কারণ দেখা যায় যে, ঈশবোশতের মৃত্যুর পর (৫:১-৫) দাউদকে সমস্ত ইসরাইলের উপর বাদশাহ্‌ করা হয়েছিল এবং তার কিছুদিন পরেই (৫:৬-১২) রাজধানী জেরুশালেমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দাউদ ও ঈশবোশতের রাজত্বকালের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বের করা কঠিন। এই সমস্যাটি সবচেয়ে ভাল সমাধান হচ্ছে ঈশবোশতকে তার পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে কয়েক বছর লেগেছে এবং তার দুই বছরের রাজত্ব হিব্রোণে দাউদের শেষ দুই বা তিন বছরের সাথে মোটামুটিভাবে সংগতিপূর্ণ।

২:১২ এহুদা থেকে উত্তরে ছড়িয়ে পরার উপর দাউদের প্রভাব ঠেকাতেই অবনের অবস্থান নেন। বিন্‌ইয়ামীনের বংশে গিবিয়োনের অবস্থান ছিল (ইউসা ১৮:২১, ২৫ আয়াত দেখুন), যেটি তালুতের এবং তাঁর পরিবারের স্থান ছিল এবং তা ফিলিস্তিনীরা দখল করে নি।

২:১৩ সরূয়ার পুত্র যোয়াব। ১ শামু ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন। দাউদের রাজত্বকালে যোয়াব একজন যোগ্য, কিন্তু নির্দয় সেনাপতি হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন (১০:৭-১৪; ১১:১; ১২:২৬; ১ বাদশাহ্‌ ১১:১৫-১৬ আয়াত দেখুন)। একটি সময় দাউদ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না (৩:৩৯; ১৮:৫, ১৪; ১ বাদশাহ্‌ ১১:১৫-১৬), এবং তার দায়িত্বজ্ঞানহীন গুপ্তহত্যা এবং দাউদের সিংহাসনে সোলায়মানের জায়গায় আদোনিয়কে বসানোর চক্রান্তে (১ বাদশাহ্‌ ২:২৮-৩৪) নিজেকে জড়ানোর জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

দাউদের গোলামরা। দাউদের পেশাদারীদের একটি ছোট দল যেটি তার চারপাশে জড়ো হয়েছিল (১ শামু ২২:২; ২৩:১৩; ২৭:২; ৩০:৩, ৯)।

গিবিয়োনের পুস্করিণী। ইয়ার ৪১:১২ দেখুন। ১৯৫৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এলজিবে (আগেকার দিনে গিবিয়োন) একটি বড় নলাকৃতির পুকুর আবিষ্কার করেছিলেন, সম্ভবত ১৫-১৬ আয়াতের বর্ণিত যুদ্ধটি এই স্থানের কাছে হয়েছিল।

২:১৫ বিন্‌ইয়ামীনের। এই সময়ে ঈশবোশতে তার নিজের বংশের লোকদের সমর্থন পেতে দেখা যায়।

২:১৭ ঘোরতর যুদ্ধ হল। কারণ উভয় পক্ষ থেকে ১২ জন লোক নিয়ে যুদ্ধ করাটি (১ শামু ১৭:৪ আয়াত দেখুন) ছিল অস্থিও সংকল্পের, যখন পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ চলছিল তখন দাউদের দল বিজয়ী হয়েছিল। এইভাবে প্রতিনিধির মাধ্যমে যুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধ ঠেকানোর পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়েছিল (৩:১ আয়াত দেখুন)।

২:২১ তুমি ডানে বা বামে ফিরে। অবনের অব্যর্থভাবে অসাহেলকে মেরে ফেলার প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে গেল।

মুখ দেখাব? ২৩ তবুও তিনি ফিরতে সম্মত হলেন
না; অতএব অব্‌নের বর্শার গোড়া তাঁর উদরে
এমনভাবে বিদ্ধ করলেন, যে বর্শা তাঁর পৃষ্ঠদেশ
দিয়ে বের হল; তাতে তিনি সেখানে পড়ে
গেলেন, সেই স্থানেই মারা গলেন এবং যত লোক
অসাহেলের পতন ও মরণ স্থানে উপস্থিত হল,
সকলেই দাঁড়িয়ে রইলো।
২৪ কিন্তু যোয়াব ও অবীশয় অব্‌নেরের পিছনে
পিছনে তাড়া করে গেলেন; সূর্যাস্ত কালে গিবিয়োন
মরুভূমিগামী পথের নিকটবর্তী গীহের সম্মুখস্থ অম্মা
পাহাড়ের কাছে উপস্থিত হলেন। ২৫ আর
বিন্‌ইয়ামীনের লোকেরা অব্‌নেরের পিছনে একত্র
দলবদ্ধ হয়ে একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে
রইলো। ২৬ তখন অব্‌নের যোয়াবকে ডেকে
বললেন, তলোয়ার কি চিরকাল গ্রাস করবে?
অবশেষে তিক্ততা হবে, এই কথা কি জান না?
অতএব তুমি তোমার ভাইদের পিছনে তাড়া করা
বন্ধ করতে তোমার লোকদের কত কাল হুকুম না
দিয়ে থাকবে? ২৭ যোয়াব বললেন, জীবন্ত
আল্লাহ্‌র কসম তুমি যদি কথা না বলতে, তবে
লোকে প্রাতঃকালেই চলে যেত, আপন ভাইদের
পেছন তাড়া করে যেত না। ২৮ পরে যোয়াব তূরী
বাজালেন; তাতে সমস্ত লোক থেমে গেল,
ইসরাইলের পিছনে আর তাড়া করলো না, যুদ্ধও
আর করলো না।
২৯ পরে অব্‌নের ও তাঁর লোকেরা অরাবা
উপত্যকা দিয়ে সমস্ত রাত চলে জর্ডান পার
হলেন এবং পুরো বিথ্রোণ পাড়ি দিয়ে মহনয়িমে
উপস্থিত হলেন। ৩০ আর যোয়াব অব্‌নেরের
পিছনে তাড়া করা বাদ দিয়ে ফিরে গেলেন; পরে
সমস্ত লোককে জমায়েত করলে দাউদের
গোলামদের মধ্যে উনিশজন এবং অসাহেলকে
পাওয়া গেল না। ৩১ কিন্তু দাউদের গোলামদের
আঘাতে বিন্‌ইয়ামীন ও অব্‌নেরের লোকদের
তিন শত ষাটজন মারা গিয়েছিল। ৩২ পরে
লোকেরা অসাহেলকে তুলে নিয়ে বেথেলহেমে
তাঁর পিতার কবরে দাফন করলো। পরে যোয়াব
ও তাঁর লোকেরা সমস্ত রাত শেষে ভোর বেলায়
হেবরনে উপস্থিত হলেন।

[২:২৩] ২শামু ৩:২৭; ৪:৬।
[২:২৬] দ্বি:বি ৩২:৪২; ইয়ার ৪৬:১০, ১৪; নহূম ২:১৩; ৩:১৫।
[২:২৮] ২শামু ১৮:১৬; ২০:২৩।
[২:২৯] দ্বি:বি ৩:১৭।
[২:৩২] পয়দা ৪৯:২৯।
[৩:১] ১বাদশা ১৪:৩০।
[৩:২] ১শামু ২৫:৪৩।
[৩:৩] ১শামু ২৫:৪২।
[৩:৪] ১বাদশা ১:৫, ১১; ২:১৩, ২২।
[৩:৬] ১শামু ১৪:৫০।
[৩:৭] পয়দা ২২:২৪; ২শামু ১৬:২১-২২; ১বাদশা ১:৩।

বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে অব্‌নেরের পরাজয়

৩ ১ তালুতের কুলে ও দাউদের কুলে
পরস্পর অনেক দিন যুদ্ধ হল; তাতে
দাউদ বলবান হয়ে উঠতে লাগলেন, কিন্তু
তালুতের কুল ক্ষীণ হয়ে পড়তে লাগল। ২ আর
হেবরনে দাউদের কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ
করলো; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্লোন, সে যিষ্রিয়েলীয়া
অহীনোয়মের সন্তান; ৩ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কিলাব,
সে কর্মিলীয় নাবলের বিধবা অবীগলের সন্তান;
তৃতীয় অবশালোম, সে গশূরের তল্‌ময়
বাদশাহ্‌র কন্যা মাখার সন্তান; ৪ চতুর্থ
আদোনিয়, সে হগীতের সন্তান; পঞ্চম শফটিয়,
সে অবীটলের সন্তান; ৫ এবং ষষ্ঠ যিত্রিয়ম, সে
দাউদের স্ত্রী ইগ্লার সন্তান; দাউদের এসব পুত্রের
জন্ম হেবরনে হল।
৬ যে সময়ে তালুতের কুলে ও দাউদের কুলে
পরস্পর যুদ্ধ হল, সেই সময়ে অব্‌নের তালুতের
কুলের পক্ষে বীরত্ব দেখালেন। ৭ কিন্তু অয়ার
কন্যা রিস্পা নাম্নী তালুতের এক জন উপপত্নী

২:২২ তোমার ভাই যোয়াবের সাক্ষাতে কি করে মুখ দেখাব? অবনের রক্তের প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে তার এবং যোয়াবের মাঝে শত্রুতা তৈরি করতে চাননি (৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:২৩ বর্শা তাঁর পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বের হল। শত্রুর পেটের মধ্যে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়ে মেরে ফেলার পদ্ধতিটি ৩:৭; ৪:৬ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে (কাজী ৩:২১ আয়াত তুলনা করুন)।

২:২৬ তলোয়ার কি চিরকাল গ্রাস করবে?। এই গৃহযুদ্ধের ভংকর ফলাফল এড়ানোর জন্য অবনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলেন।

২:২৭ জীবন্ত আল্লাহ্‌র কসম। শপথ নেওয়ার সূত্র (১শমু ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:২৮ যুদ্ধও আর করলো না। এখনকার মত যুদ্ধ বন্ধ হল কিন্তু শত্রুতা রয়ে গেল (৩:১ আয়াত দেখুন)।

২:২৯ অরাবা উপত্যকা। দ্বি:বি: ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:২-৫ হিব্রোনে দাউদের ছয় ছেলের জন্য এই প্রমাণ দেয় যে, এটি তালুতের কুলের সাথে তুলনামূলক ভাবে দাউদের কুলকে শক্তিশালী করে তোলেন (১ আয়াত)। এই ছয় ছেলে ভিন্ন ভিন্ন মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছিল যা এটি বোঝায় যে, দাউদ হিব্রোণে থাকা কালে অতিরিক্ত চারজনকে বিয়ে করেছিলেন (২:২ আয়াত দেখুন)।

৩:২ অম্লোন। সে তার সৎবোনকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং তার ভাই অবশালোম তাকে হত্যা করেছিল (১৩ অধ্যায় দেখুন)।

যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম। ১ শামু ২৫:৪৩ আয়াত দেখুন।

৩:৩ কিলাব। ১ খান্দান ৩:১ আয়াতে তাকে দানিয়াল বলা হয়েছে।

অবীগল। ১ শামু ২৫ আয়াত দেখুন।

অবশালোম। পরবর্তীতে অম্মোনকে মেরে ফেলার মধ্য দিয়ে তামরকে ধর্ষণ করার প্রতিশোধ নিয়েছিল এবং নিজে বাদশাহ্‌ হওয়ার জন্য তার পিতা দাউদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল (১৩-১৮ অধ্যায় দেখুন)।

তল্‌ময় বাদশাহ্‌র কন্যা মাখা। নিঃসন্দেহে দাউদের সাথে মাখার বিবাহের পিছনে রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। তল্‌ময়কে নিয়ে ঈশ্‌বোশতের উত্তরের সীমানার সাথে মৈত্রী হিসেবে ছিল কিন্তু দাউদ আত্মীয়তা করে দক্ষিণ ও উত্তর সীমানার রাজ্যগুলোকে তার মৈত্রী রাজ্যে রূপান্তর করেন।

গশূর। একটি ছোট অম্মনীয় রাজ্যের শহর (১৫:৮ আয়াত দেখুন) যেটি গালীল সাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত (ইউসা ১২:৫; ১৩:১১-১৩ আয়াত দেখুন)।

৩:৪ আদোনিয়। সোলায়মানকে রাজমুকুট পরানোর আগেই সিংহাসন দখল করার চেষ্টার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ১-২ দেখুন)।

৩:৭ রিস্পা। ২১:৮-১১ আয়াত দেখুন। ঈশ্‌বোশত সন্দেহ করেছিলেন যে, অবনেরের কাজটি ছিল রাজপদ দখলের

BACIB
International Bible
CHURCH

অবনের

অবনের নামটির অর্থ, আলোর পিতা, প্রজ্বলিত। তিনি নেরের পিতা, তালুতের চাচা। অবনের তালুতের সেনা প্রধান ছিলেন (১ শামু ১৪:৫০)। জালুতকে হত্যা করার পর বাদশাহ্‌ দাউদের সাথে অবনেরের পরিচয় হয়েছিল। তালুতের মৃত্যুর পর দাউদকে এহুদা প্রদেশের বাদশাহ্‌ করা হয় এবং তিনি হেবরনে রাজত্ব করেছিলেন। এহুদা বংশের সাথে অন্য বংশের যুদ্ধের মনোভাব প্রকাশ পাওয়াতে এবং অবনের পরবর্তীতে তালুতের রাজত্ব পাওয়ার লোভে, ইফ্রয়িম বংশ প্রধানের উৎসাহে তালুতের পুত্র ঈশ্‌বোশত্‌কে সমগ্র ইসরাইল রাজ্যের বাদশাহ্‌ করেছিলেন। দুই বাদশাহ্‌র মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকতো। ঈশ্‌বোশতের সেনাপতি অবনেরের নেতৃত্বে আর বাদশাহ্‌ দাউদের সেনাপতি যোয়াবের অধীনে গিবিয়োনে এই দুই দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। অবনের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে রক্ষা পান। যোয়াবের ভাই অসাহেল বুনো হরিণের মত দ্রুত দৌঁড়াতে পারতো বলে সে অবনেরকে তাড়া করে সোজা তার পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছিল, আর তখন অবনের তার বর্শার পিছন দিকটা অসাহেলের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করেছিল। তালুতের উপপত্নী রিস্পার সাথে অসঙ্গত আচরণ করায় ঈশ্‌বোশ্‌ত অবনেরকে বকাবকি করেছিলেন ও অবনের ঈশ্‌বোশ্‌তের উপর অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন। এতে অবনের বাদশাহ্‌ দাউদের দলে যোগ দেবার একটি বড় অজুহাত পান। মাবুদের অভিষিক্ত লোক হিসেবে বনি-ইসরাইলের রাজত্ব যাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন। বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বাদশাহ্‌ দাউদ ও অবনের একটি চুক্তি করলেন। বাদশাহ্‌ দাউদ অবনেরকে তাঁর সেনাদলের সেনাপতি করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সময়ে যোয়াব হেবরনে বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে ছিলেন না। যোয়াব ও তাঁর সঙ্গের সেনারা ফিরে এলে পর লোকেরা জানালো যে, অবনের বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে এসেছিলেন। অবনের সবেমাত্র শহর ত্যাগ করার পরই যোয়াব অবনেরের খোঁজে লোক পাঠিয়ে দেন ও তাঁকে শহরের দরজার মধ্যে পেয়ে তাঁর পেটে সজোরে তরবারি ঢুকিয়ে দেন। বাদশাহ্‌ দাউদ অবনেরের জন্য এই মর্মান্তিক কথাগুলো বলে শোক প্রকাশ করেছিলেন, “তোমরা কি জান না যে, আজকে ইসরাইল দেশের একজন মহান নেতা মারা গেলেন?”

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বাদশাহ্‌ তালুতের সেনাপ্রধান ও একজন সক্ষম সামরিক নেতা।
- দুর্বল বাদশাহ্‌ ঈশ্‌বোশতের রাজত্ব কালে তিনি ইসরাইলের দশ বংশকে একত্রে রাখতে পেরেছিলেন।
- আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে দাউদকে ইসরাইল ও এহুদার উপরে বাদশাহ্‌ হয়েছিলেন তা তিনিও স্বীকার করেছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- এহুদা ও ইসরাইলকে একত্রিকরণে তার আন্তরিক ইচ্ছার চেয়েও ভুল মনোভাব কাজ করেছিল।
- বাদশাহ্‌ তালুতের মৃত্যুর পর তার এক উপস্ত্রীর সঙ্গে জেনা করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- শর্তযুক্ত অর্ধেক হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মেনে নেবার চেয়ে আল্লাহ্‌ পূর্ণ হৃদয় ও বাধ্যতা আশা করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** বিন্‌ইয়ামীন এলাকা
- **কাজ:** বাদশাহ্‌ তালুত ও ঈশ্‌বোশৎ এর সৈন্যবাহিনীর প্রধান
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: নের, চাচাতো ভাই: তালুত, পুত্র: যাশিয়েল
- **সমসাময়িক:** দাউদ, অসাহেল, যোয়াব, অবীশয়

মূল আয়াত: আর বাদশাহ্‌ তাঁর গোলামদের বললেন, তোমরা কি জান না যে, আজ ইসরাইলের মধ্যে প্রধান ও মহান এক জন মারা পড়লেন?” (২ শামু ৩:৩৮)।

১ শামুয়েলের ১৪:৫ - ২ শামুয়েল ৪:১২ আয়াতে তার কথা বর্ণিত আছে। এছাড়া, ১ বাদশাহ্‌ ২:৫, ৩২, ১ খান্দান ২৬:২৮;২৭:১৬-২২ আয়াতে তার কথা পাওয়া যায়।

BACIB | International Bible CHURCH

ছিল; ঈশ্‌বোশৎ অব্‌নেরকে বললেন, তুমি আমার
পিতার উপপত্নীর কাছে কেন গমন করেছ?
৮ ঈশবোশতের এই কথায় অব্‌নের অতিশয় ক্রুদ্ধ
হয়ে বললেন, আমি কি এহুদা পক্ষের কুকুরের
মুণ্ড? আজ পর্যন্ত আমি তোমার পিতা তালুতের
কুলের প্রতি, তাঁর ভাইদের ও বন্ধুদের প্রতি রহম
করছি এবং তোমাকে দাউদের হাতে তুলে দেই
নি, তবু তুমি আজ ঐ স্ত্রীলোকের বিষয়ে আমাকে
অপরাধী করছো? ৯ আল্লাহ্‌ অব্‌নেরকে অমুক ও
ততোধিক দণ্ড দিন, যদি দাউদের বিষয়ে মাবুদ
যে কসম খেয়েছেন, আমি সেই অনুসারে কাজ না
করি, ১০ তালুতের কুল থেকে রাজ্য নিয়ে দান
থেকে বের্‌-শেবা পর্যন্ত ইসরাইলের ও এহুদার
উপরে দাউদের সিংহাসন স্থাপনের চেষ্টা না
করি। ১১ তখন তিনি অব্‌নেরকে আর একটা
কথাও বলতে পারলেন না কারণ তিনি তাঁকে ভয়
করলেন।
১২ পরে অব্‌নের নিজের পক্ষ থেকে দাউদের
কাছে দূতদের পাঠিয়ে বললেন, এই দেশ কার?
আরও বললেন, আপনি আমার সঙ্গে নিয়ম
করুন, আর দেখুন, সমস্ত ইসরাইলকে আপনার
পক্ষে আনতে আমার হাত আপনার সহকারী
হবে। ১৩ দাউদ বললেন, ভাল; আমি তোমার

[৩:৮] ১শামু ১৭:৪৩; ২শামু ৯:৮; ১৬:৯; ২বাদশা ৮:১৩।
[৩:৯] ১শামু ১৫:২৮।
[৩:১০] কাজী ২০:১; ১শামু ২৫:২৮-৩১; ২শামু ২৪:২।
[৩:১৩] পয়দা ৪৩:৫।
[৩:১৪] ১শামু ১৮:২৭।
[৩:১৫] দ্বিঃবি ২৪:১-৪।
[৩:১৬] ২শামু ১৬:৫; ১৭:১৮।
[৩:১৭] কাজী ১১:১১।
[৩:১৮] ১শামু ৯:১৬।
[৩:১৯] ১খান্দান ১২:২,১৬, ২৯।

সঙ্গে নিয়ম করবো; কেবল একটি বিষয় আমি
তোমার কাছে চাই; যখন তুমি আমার মুখ
দেখতে আসবে, তখন তালুতের কন্যা মীখলকে
না আনলে আমার মুখ দেখতে পাবে না।
১৪ আর দাউদ তালুতের পুত্র ঈশ্‌বোশতের কাছে
দূত পাঠিয়ে বললেন, আমি ফিলিস্তিনীদের এক
শত লিঙ্গাগ্রত্বক পণ দিয়ে যাকে বিয়ে করেছি,
আমার সেই স্ত্রী মীখলকে দাও। ১৫ তাতে
ঈশ্‌বোশৎ লোক পাঠিয়ে তাঁর স্বামীর অর্থাৎ
লয়িশের পুত্র পল্‌টিয়েলের কাছ থেকে মীখলকে
নিয়ে আসলেন। ১৬ তখন তাঁর স্বামী তাঁর পেছন
পেছন কাঁদতে কাঁদতে বহুরীম পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে
সঙ্গে চললো। পরে অব্‌নের তাকে বললেন,
যাও, ফিরে যাও; তাতে সে ফিরে গেল।
১৭ পরে অব্‌নের ইসরাইলের প্রাচীনবর্গের
সঙ্গে এরকম কথাবার্তা বললেন, তোমরা
ইতিপূর্বে নিজেদের উপরে দাউদকে বাদশাহ্‌
করার চেষ্টা করেছিলে। ১৮ এখন তা-ই কর
কেননা মাবুদ দাউদের বিষয়ে বলেছেন, আমি
আমার গোলাম দাউদের হাত দিয়ে আমার লোক
ইসরাইলকে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে ও সকল
দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করবো। ১৯ আর
অব্‌নের বিন্‌ইয়ামীন-বংশের কাছেও সেই কথা

চক্রান্তের একটি অংশ (৬ আয়াত তুলনা করুন)। পূর্বের বাদশাহ্‌র উপপত্নিদের নিজের করে নেওয়ার মধ্যে একটি বিরাট তাৎপর্য রয়েছে (১২:৮; ১৬:২১; ১ বাদশাহ্‌ ২:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৮ কুকুরের মুণ্ড। ৯:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৯ আল্লাহ্‌ অব্‌নেরকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিন। অভিশাপ দেওয়ার একটি সুত্র (১ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

মাবুদ যে কসম খেয়েছেন। তালুতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে দাউদকে ঐশ্বরিকভাবে নির্বাচন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল (২:৪; ১ শামু ১৬:১৩; ২৫:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১০ দান থেকে বের্‌-শেবা পর্যন্ত। ১ শামু ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

দাউদের সিংহাসন স্থাপনের চেষ্টা না করি। সিংহাসনের পিছনে অবনের শক্তি হিসেবে কাজ করছিলেন।

৩:১২ এই দেশ কার? সম্ভবত এটি একটি অলঙ্কৃত প্রশ্ন ছিল যা বলতে চেয়েছে যে দেশটি হয় অবনেরের অথবা দাউদের।

আপনি আমার সঙ্গে নিয়ম করুন। অবনের নিশ্চয়তা চাচ্ছেন যে, তালুতের পরিবারের প্রতি তার অতীতের বিশ্বস্ততার জন্য তিনি যেন কোন প্রত্যাঘাতের মুখোমুখি না হন।

৩:১৩ তালুতের কন্যা মীখলকে। যদিও তালুত মীখলকে দাউদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন (১ শামু ১৮:২৭), কিন্তু পরে দাউদ তা তালুতের রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর তালুত তাকে অন্য একজন লোকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন (১ শামু ২৫:৪৪)। দাউদ হয়তো এখানে চেয়েছিলেন যে, তালুতের মেয়ের জামাই হিসাবে তালুতের রাজসিংহাসন দাবী করতে মীখলের সঙ্গে পুর্নর্মিলন উত্তরের প্রাচীনদের তার পক্ষে আনতে সাহায্য করবে।

৩:১৪ দাউদ তালুতের পুত্র ঈশ্‌বোশতের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন। দাউদ চেয়েছিলেন যেন মীখল খোলাখুলি ভাবে ও সরকারীভাবেই তাঁর কাছে ফিরে আসে সেজন্য ঈশ্‌বোশতের কাছে দূত পাঠালেন শুধু মাত্র পেছনের দরজা দিয়ে অবনেরের পরিকল্পনা অনুসারে নয়। দাউদ জানতেন যে, ঈশ্‌বোশত অবনেরের ইচ্ছা তুচ্ছ করার সাহস করবেন না (১১ আয়াত দেখুন)।

এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক পণ। ১ শামু ১৮:২৫ দেখুন। তালুত ১০০ পুরুষাংগের ত্বক দাবি করেছিলেন; দাউদ তাঁকে ২০০ পুরুষাংগের ত্বক দিয়েছিলেন (১ শামু ১৮:২৭)।

৩:১৬ বহুরীম। জয়তুন পাহাড়ের কাছে।

৩:১৭ ইসরাইলের প্রাচীনবর্গ। বিভিন্ন বংশ থেকে আগতদের নিয়ে গঠিত সংঘবদ্ধ নেতৃত্ব একটি অনানুষ্ঠানিক জাতীয় ক্ষমতাসীন সংস্থার জন্ম দিয়েছিল (হিজ ৩:১৬; যোয়েল ১:২ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়াও দেখুন ১ শামু ৮:৪; ২ শামু ৫:৩; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১, ৩; ২০:৭; ২বাদশাহ্‌ ১০:১; ২৩:১)।

তোমরা ইতিপূর্বে নিজেদের উপরে দাউদকে বাদশাহ্‌ করার চেষ্টা করেছিলে। সম্পষ্টতই ঈশ্‌বোশতের সর্মথন মূলত বিন্‌ইয়ামীন বংশ এবং জর্ডান নদীর পূর্বে গিলিয়দ থেকে এসেছিল (২:৮; ১ শামু ১১:৯-১১; ৩১:১১-১৩)।

৩:১৮ কেননা মাবুদ দাউদের বিষয়ে বলেছেন। এই সময়ের মধ্যে দাউদকে শামুয়েলের অভিষেক করাটি সর্বসাধারণের জানা বিষয় (৫:২ আয়াত দেখুন)। অবনের সম্ভবত এই অভিষেককে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেহেতু শামুয়েল ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত আল্লাহ্‌র একজন নবী।

৩:১৯ অব্‌নের বিন্‌ইয়ামীন-বংশের নিকটও সেই কথা বললেন। যেহেতু তালুত এবং তাঁর পরিবার বিন্‌ইয়ামীন বংশের ছিলেন, তাই অবনের এহুদা বংশে রাজপদ চলে যাওয়ার

বললেন। আর ইসরাইলের ও বিন্‌ইয়ামীনের
সমস্ত কুলের দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হল, অব্‌নের
সেসব কথা দাউদের কাছে বলবার জন্য হেবরনে
যাত্রা করলেন।
২০ তখন অব্‌নের বিশ জনকে সঙ্গে নিয়ে
হেবরনে দাউদের কাছে উপস্থিত হলে দাউদ
অব্‌নেরের ও তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য ভোজ
প্রস্তুত করলেন, ২১ পরে অব্‌নের দাউদকে
বললেন, আমি উঠে গিয়ে সমস্ত ইসরাইলকে
আমার মালিক বাদশাহ্‌র কাছে সংগ্রহ করি; যেন
তারা আপনার সঙ্গে নিয়ম করে, আর আপনি
আপনার ইচ্ছামত সকলের উপরে রাজত্ব করেন।
পরে দাউদ অব্‌নেরকে বিদায় করলে তিনি
সহিসালামতে প্রস্থান করলেন।

যোয়াব অবনেরকে খুন করেন

২২ আর দেখ, দাউদের গোলামরা ও যোয়াব
আক্রমণ করা শেষ করে ফিরে আসলেন, প্রচুর
লুটদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে আসলেন। তখন অব্‌নের
হেবরনে দাউদের কাছে ছিলেন না, কারণ দাউদ
তাঁকে বিদায় করেছিলেন, তিনি সহিসালামতে
গমন করেছিলেন। ২৩ পরে যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী
সমস্ত সৈন্য আসলে লোকেরা যোয়াবকে বললো,
নেরের পুত্র অবনের বাদশাহ্‌র কাছে এসেছিলেন,
বাদশাহ্‌ তাঁকে বিদায় করেছেন, তিনি
সহিসালামতে চলে গেছেন। ২৪ তখন যোয়াব
বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কি
করেছেন? দেখুন, অব্‌নের আপনার কাছে
এসেছিল, আপনি কেন তাকে বিদায় করে
একেবারে চলে যেতে দিয়েছেন? ২৫ আপনি তো
নেরের পুত্র অব্‌নেরকে জানেন; আপনাকে
ভুলাবার জন্য, আপনার বাইরে ও ভিতরে

[৩:২০] ১খান্দান ১২:৩৯।
[৩:২১] ১বাদশা ১১:৩৭।
[৩:২৭] হিজ ২১:১৪; কাজী ৩:২১; ২শামু ২:২৩।
[৩:২৭] ২শামু ২:২২।
[৩:২৮] আয়াত ৩৭; দ্বি:বি ২১:৯।
[৩:২৯] লেবীয় ২০:৯।
[৩:৩১] জবুর ৩০:১১; ৩৫:১৩; ৬৯:১১; ইশা ২০:২।
[৩:৩২] শুমারী ১৪:১; মেসাল ২৪:১৭।

গমনাগমন জানবার জন্য, আর আপনি যা যা
করছেন, সেই সমস্ত বিষয় অবগত হবার জন্য
সে এসেছিল।
২৬ পরে যোয়াব দাউদের কাছ থেকে বের হয়ে
অব্‌নেরের পিছনে দূতদের প্রেরণ করলেন; তারা
সিরা কূপের কাছ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনলো;
কিন্তু দাউদ তা জানতেন না। ২৭ পরে অব্‌নের
হেবরনে ফিরে আসলে যোয়াব তাঁর সঙ্গে বিরলে
আলাপ করার ছলে নগর-দ্বারের ভিতরে তাঁকে
নিয়ে গেলেন, পরে তাঁর ভাই অসাহেলের রক্তের
প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই স্থানে তাঁর উদরে
আঘাত করলে, তিনি মারা পড়লেন। ২৮ পরে
যখন দাউদ সেই কথা শুনলেন, তখন তিনি
বললেন, নেরের পুত্র অব্‌নেরের রক্তপাতের
বিষয়ে আমি ও আমার রাজ্য মাবুদের সাক্ষাতে
চিরকাল নির্দোষ। ২৯ সেই রক্ত যোয়াবের ও তার
সমস্ত পিতৃকুলের উপরে বর্তুক এবং যোয়াবের
কুলে প্রমেহী কিংবা কুষ্ঠী কিংবা লাঠি ভর দিয়ে
চলা কিংবা তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়া
কিংবা খাবারের অভাবে কষ্ট পাওয়া লোকের
অভাব না হোক। ৩০ এভাবে যোয়াব ও তাঁর
ভাই অবীশয় অব্‌নেরকে হত্যা করলেন, কেননা
তিনি গিবিয়োনে যুদ্ধের সময়ে তাঁদের ভাই
অসাহেলকে হত্যা করেছিলেন।
৩১ পরে দাউদ যোয়াব ও তাঁর সমস্ত সঙ্গী
লোককে বললেন, তোমরা নিজ নিজ কাপড়
ছিঁড়ে চট পর এবং শোক করতে করতে
অব্‌নেরের আগে আগে চল। আর বাদশাহ্‌
দাউদও শবাধারের পেছন পেছন চললেন।
৩২ আর হেবরনে অব্‌নেরকে কবর দেওয়া হল;
তখন বাদশাহ্‌ অব্‌নেরের কবরের কাছে চিৎকার

বিষয়টি বিন্‌ইয়ামীনীয়দের সাথে পরার্মশে সর্তক ছিলেন। সম্পষ্টতই তারা অনুমোদন দিয়েছিল কিন্তু তার উদ্দেশ্য অনুকুলে থাকার জন্য বিষয়গুলো সেইভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নি।

৩:২১ তারা আপনার সঙ্গে নিয়ম করে। ৫:৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩:২৫ আপনাকে ভুলাবার জন্য। যোয়াব অবনেরেকে অবজ্ঞা করলেন তার ভাইকে মেরে ফেলবার জন্য (২:১৮, ২৩; ৩:২৭) এবং সুযোগসন্ধানী হিসেবে তাকে দাউদের সামনে অসম্মানিত করার সুযোগ খুঁজেছিলেন। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি অবনের দাউদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন তাহলে তার নেতৃত্বের পদটি হারিয়ে যেতে পারে, যেহেতু স্পষ্টভাবেই অবনের উত্তরের গোষ্ঠীগুলোতে একটি শক্তি হিসেবে ছিলেন।

৩:২৭ নগর-দ্বারের ভিতরে তাঁকে নিয়ে গেলেন। শহরের ফটকে প্রায়ই ছোট কক্ষ থাকত।

তাঁর উদরে আঘাত করলে। যোয়াবের হত্যা করাটি যুদ্ধ হিসেবে অথবা ন্যায়পূর্ণ রক্ত প্রতিশোধ বলে অজুহাত দেখানো যাবে না (শুমারী ৩৫:১২; দ্বি:বি: ১৯:১১-১৩ আয়াত তুলনা করুন)। যুদ্ধে অবনের অসাহেলকে হত্যা করেছিলেন (৩০ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ২:২১, ২৩ এবং নোট)।

৩:২৯ সেই রক্ত যোয়াবের ও তার সমস্ত পিতৃকুলের উপরে বর্তুক। অবনেরকে হত্যার করার চক্রান্তে কোন প্রকার ব্যক্তিগত অথবা সরকারীভাবে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করার পর (২৮ আয়াত), দাউদ যোয়াবকে অভিশাপ দিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে এই খারাপ কাজের বিচারের জন্য আল্লাহ্‌কে ডাকলেন। এই চরম মুহূর্তে উত্তরের বংশগুলোর সাথে যখন দাউদের সম্পর্ক দাড়িপাল্লার মাঝে সমানতালে ঝুলছে, তিনি হয়তো তার নিজ পদে নিরাপদবোধ করেননি যোয়াবকে জনগণের সামনে এনে বিচার করার জন্য (৩৯ আয়াত দেখুন)। এই অপকর্মের বিচার সোলায়মানের রাজত্বের প্রথম দিকে হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ২:৫-৬, ২৯-৩৪)।

৩:৩১ যোয়াব। তাকে বিলাপকারীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। এটি হতে পারে যে, যোয়াবের জড়িত থাকার বিষয়টি সকলে জানত না এবং দাউদ এই বিষয়টি শুরু থেকেই গোপন রাখতে চেয়েছিলেন।

৩:৩২ হেবরন। সেই সময়ে দাউদের রাজকীয় শহর।

বাদশাহ্‌ অব্‌নেরের কবরের কাছে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। যেহেতু অবনেরের হত্যার বিষয়টি দাউদের রাজত্বে জাতীয় একতা নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল, তাই দাউদ তার

করে কাঁদতে লাগলেন, সমস্ত লোকও কাঁদতে
লাগল। ৩৩ বাদশাহ্ অব্‌নেরের বিষয়ে মাতম
করে বললেন,

যেমন মূঢ় মরে, তেমনি কি মরলেন
অব্‌নের?
৩৪ তোমার হাত ছিল না বাঁধা, চরণও ছিল না
শেকলে আবদ্ধ;
যেমন কেউ অন্যায়কারীদের সম্মুখে পড়ে,
তেমনি পড়লে তুমি!

তখন সমস্ত লোক তাঁর বিষয়ে আবার কাঁদতে
লাগল। ৩৫ পরে কিছু বেলা থাকতে সমস্ত লোক
দাউদকে আহার করাতে এল, কিন্তু দাউদ এই
শপথ করলেন, আল্লাহ্ আমাকে অমুক ও তার
চেয়েও বেশি দণ্ড দিন, যদি সূর্য অস্তগত না হলে
আমি রুটি কিংবা অন্য কোন দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ
করি। ৩৬ তখন সমস্ত লোক তা লক্ষ্য করলো ও
সন্তুষ্ট হল; বাদশাহ্ যা কিছু করলেন, তাতেই
সকল লোক সন্তুষ্ট হল। ৩৭ দাউদের সমস্ত লোক
ও সমস্ত ইসরাইল সেদিন জানতে পারলো যে,
নেরের পুত্র অব্‌নেরের হত্যাকাণ্ডে বাদশাহ্‌র কোন
হাত ছিল না। ৩৮ আর বাদশাহ্ তাঁর গোলামদের
বললেন, তোমরা কি জান না যে, আজ
ইসরাইলের মধ্যে প্রধান ও মহান এক জন মারা
পড়লেন? ৩৯ আর বাদশাহ্‌র পদে অভিষিক্ত
হলেও আজ আমি দুর্বল; এই কয়টা লোক,
সরূয়ার পুত্রেরা, আমার অবাধ্য। মাবুদ
দুষ্কর্মকারীকে তার দুষ্টতা অনুসারে প্রতিফল দিন।

ঈশ্‌বোশতের মৃত্যু

৪ ১ পরে যখন তালুতের পুত্র শুনলেন যে,
অব্‌নের হেবরনে মারা গেছেন, তখন তাঁর
হাত দুর্বল হল এবং সমস্ত ইসরাইল ভয় পেল।
২ তালুতের পুত্রের দু'জন দলপতি ছিল, এক
জনের নাম বানা আর এক জনের নাম রেখব;
তারা বিন্‌ইয়ামীন-বংশজাত বেরোতীয়
রিম্মোণের পুত্র। ৩ বস্তুত বেরোৎ বিন্‌ইয়ামীনের
অধিকারের মধ্যে গণিত, কিন্তু বেরোতীয়েরা
গিত্তয়িমে পালিয়ে গিয়ে, আর সেই স্থানে আজ
পর্যন্ত প্রবাসী রয়েছে।
৪ আর তালুতের পুত্র যোনাথনের একটি পুত্র
ছিল, সে উভয় চরণে খঞ্জ; যিষ্রিয়েল থেকে যখন
তালুত ও যোনাথনের সংবাদ এসেছিল, তখন
তার পাঁচ বছর বয়স; তার ধাত্রী তাকে তুলে
নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ধাত্রী দ্রুত পালিয়ে
যাওয়ার সময় সে পড়ে গিয়ে খঞ্জ হয়েছিল; তার
নাম মফীবোশৎ।
৫ একদিন বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব ও
বানা গিয়ে দিনের উত্তাপ থাকতে থাকতেই
ঈশ্‌বোশতের বাড়িতে উপস্থিত হল; তখন তিনি
মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করছিলেন। ৬ আর ওরা
প্রবেশ করে গম নেবার ছলে বাড়ির মধ্যস্থান
পর্যন্ত গিয়ে সেখানে তাঁর উদরে আঘাত করলো;
পরে রেখব ও তার ভাই বানা পালিয়ে গেল।
৭ তিনি যে সময়ে শয়নাগারে তাঁর পালঙ্কে শুয়ে
ছিলেন, সেই সময়ে তারা ভিতরে গিয়ে আঘাত
করে তাঁকে হত্যা করলো; পরে তাঁর মাথা কেটে
মুণ্ডটি নিয়ে সারা রাত অরাবা উপত্যকার পথ
ধরে চললো। ৮ তারা ঈশ্‌বোশতের মুণ্ডটি
হেবরনে দাউদের কাছে এনে বাদশাহ্‌কে
বললো, দেখুন, আপনার দুশমন তালুত, যে
আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করতো, তার পুত্র
ঈশ্‌বোশতের মুণ্ড; মাবুদ আজ আমাদের মালিক
বাদশাহ্‌র পক্ষে তালুতকে ও তার বংশকে
অন্যায়ের প্রতিফল দিলেন।
৯ কিন্তু দাউদ বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব

[৩:৩৩] পয়দা ৫০:১০।
[৩:৩৪] আইউ ৩৬:৮; জবুর ২:৩; ১৪৯:৮; ইশা ৪৫:১৪; নহূম ৩:১০।
[৩:৩৫] ১শামু ৩১:১৩; ২শামু ১২:১৭; ইয়ার ১৬:৭।
[৩:৩৭] আয়াত ২৮।
[৩:৩৮] ২শামু ১:১৯।
[৩:৩৯] ২শামু ২:১৮।
[৩:৩৯] ১বাদশা ২:৩২; জবুর ৪১:১০; ১০১:৮।
[৪:১] ২শামু ৩:২৭।
[৪:২] ইউসা ৯:১৭।
[৪:৩] নহি ১১:৩৩।
[৪:৪] ২শামু ৯:৮, ১২; ১৬:১-৪; ১৯:২৪; ২১:৭-৮; ১খান্দান ৮:৩৪; ৯:৪০।
[৪:৫] রূত ২:৭।
[৪:৬] ২শামু ২:২৩।
[৪:৭] দ্বি:বি ৩:১৭।
[৪:৮] ২শামু ২০:২১; ২বাদশা ১০:৭।
[৪:৯] পয়দা ৪৮:১৬; ১বাদশা

জড়িত না থাকার বিষয়টি দেখানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এতে তিনি সফল হন (৩৬-৩৭ আয়াত দেখুন)।

৩:৩৩-৩৪। ধ্বংস হয়ে যাওয়া নেতাদের জন্য দাউদের আরেকটি বিলাপ গীতের জন্য দেখুন ১:১৯-২৭।

৩:৩৫ দাউদকে আহার করাতে এল। ১:১২ দেখুন। আরও দেখুন ১ শামু ৩১:১৩ এবং নোট।

অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। অভিশাপ দেওয়ার একটি সুত্র (১ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৩৯ মাবুদ দুষ্কর্মকারীকে তার দুষ্টতা অনুসারে প্রতিফল দিন। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১ তাঁর হাত দুর্বল হল। ঈশ্‌বোশত অবনেরের উপর তার নির্ভরতার বিষয়ে ভাল করেই জানতেন (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। উত্তরের বংশগুলো এখন একজন শক্তিশালী নেতা বিহীন অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

৪:২ বেরোত। গিবিয়নীয়দের একটি শহর (ইউসা ৯:১৭) যা বিন্‌ইয়ামীনকে দেওয়া হয়েছিল (ইউসা ১৮:২১, ২৫)।

৪:৪ তালুতের পুত্র যোনাথনের একটি পুত্র ছিল, সে উভয় চরণে খঞ্জ। লেখক এখানে গুরুত্ব প্রদান করছেন যে, ঈশ্‌বোশতের মৃত্যুর পর (৬ আয়াত) তালুতের কুল থেকে সিংহাসনের জন্য আর কোন যোগ্য দাবিদার ছিল না।

তালুত ও যোনাথনের সংবাদ এসেছিল। ১:৪; ১ শামু ৩১:২-৬ দেখুন।

মফীবোশৎ। ৯:১-১৩; ১৬:১-৪; ১৯:২৪-৩০; ২১:৭ আয়াত দেখুন। এই নামটি মূলত ছিল মেরীব-বাল (এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে "বালের বিপক্ষ"; ১ খান্দান ৮:৩৪ দেখুন), সম্ভবত যা উচ্চারণ করতে হবে "মেরি-বাল" (অর্থ "লজ্জাজনক কোন কিছুর মুখ থেকে") কিন্তু শামুয়েলের লেখক এটিকে মফীবশেতে পরিবর্তন করে (অর্থ "ঘৃণাপূর্ণ মুখ থেকে")। ২:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৬ তাঁর উদরে আঘাত করলো। ২:২৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৪:৭ তাঁর মাথা কেটে মুণ্ডটি নিয়ে। ১ শামু ৫:৪ আয়াত এবং নোট দেখুন।

অরাবা। দ্বি:বি: ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৮ মাবুদ আজ ... অন্যায়ের প্রতিফল দিলেন। রেখব এবং বানা ঈশ্‌বোশতকে হত্যা করার বিষয়টিকে ধার্মিকতা হিসেবে প্রকাশ করেছিল এবং তাদের এই কাজের জন্য দাউদের কাছ

ও তার ভাই বানাকে এই জবাব দিলেন, যিনি
সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করেছেন,
সেই জীবন্ত মাবুদের কসম, ১০ যে ব্যক্তি আমাকে
বলেছিল, দেখ তালুত মারা গেছে, সে শুভ
সংবাদ এনেছে মনে করলেও আমি তাকে ধরে
সিক্লগে হত্যা করেছিলাম, তার সংবাদের জন্য
আমি তাকে এই পুরস্কার দিয়েছিলাম। ১১ এখন
যারা ধার্মিক ব্যক্তিকে তাঁরই বাড়ির মধ্যে তাঁর
পালঙ্কের উপরে হত্যা করেছে, সেই দুষ্ট লোক যে
তোমরা, আমি তোমাদের উপরে তার রক্তের
প্রতিশোধ কি আরও বেশি করে নেব না? দুনিয়া
থেকে কি তোমাদের উচ্ছেদ করবো না? ১২ পরে
দাউদ তাঁর যুবকদের হুকুম করলে তারা তাদের
হত্যা করলো এবং তাদের হাত ও পা কেটে
ফেলে হেবরনস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে টাঙ্গিয়ে দিল;
কিন্তু ঈশ্‌বোশতের মাথা নিয়ে হেবরনে
অব্‌নেরের কবরে দাফন করলো।

সমস্ত ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দাউদ

৫ ১ পরে ইসরাইলের সমস্ত বংশ হেবরনে
দাউদের কাছে এসে বললো, দেখুন, আমরা
আপনার অস্থি ও মাংস। ২ আগে যখন তালুত
আমাদের বাদশাহ্‌ ছিলেন, তখনও আপনিই
ইসরাইলকে বাইরে নিয়ে যেতেন ও ভিতরে
আনতেন; আর মাবুদ আপনাকে বলেছিলেন,
তুমিই আমার লোক ইসরাইলকে চালাবে ও
ইসরাইলের নায়ক হবে। ৩ এভাবে ইসরাইলের
প্রাচীনবর্গরা হেবরনে বাদশাহ্‌র কাছে আসলেন;
তাতে বাদশাহ্‌ দাউদ হেবরনে মাবুদের সাক্ষাতে
তাঁদের সঙ্গে নিয়ম করলেন এবং তাঁরা
ইসরাইলে দাউদকে বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক
করলেন। ৪ দাউদ ত্রিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং চল্লিশ বছর রাজত্ব
করেন। ৫ তিনি হেবরনে এহুদার উপরে সাত
বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন; পরে জেরুশালেমে
সমস্ত ইসরাইল ও এহুদার উপরে তেত্রিশ বছর
রাজত্ব করেন।

বাদশাহ্‌ দাউদের জেরুশালেম দখল

৬ পরে বাদশাহ্‌ ও তাঁর লোকেরা দেশ-নিবাসী
যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে জেরুশালেমে যাত্রা করলেন,
তাতে তারা দাউদকে বললো, তুমি এই স্থানে

১:২৯। [৪:১০] ২শামু ১:২-১৬। [৪:১১] পয়দা ৪:১০; ৯:৫; জবুর ৯:১২; ৭২:১৪। [৪:১২] ২শামু ১:১৫ ২ ঝধসঁবষ ৫। [৫:১] পয়দা ২৯:১৪; ৩৫:২৬। [৫:২] পয়দা ৪৮:১৫; ১শামু ১৬:১; ২শামু ৭:৭; মথি ২:৬; ইউ ২১:১৬। [৫:৩] দ্বি:বি ১৭:১৫; ২শামু ২:৪। [৫:৪] পয়দা ৩৭:২; লূক ৩:২৩। [৫:৫] ২শামু ২:১১; ১বাদশা ২:১১; ১খান্দান ৩:৪। [৫:৬] কাজী ১:৮।

থেকে প্রশংসা আশা করছিল, যা ছিল মারাত্মক ভুল ধারণা।

৪:৯ সেই জীবন্ত মাবুদের কসম। শপথ নেওয়ার একটি সূত্র (১ শামু ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:১১ আমি তোমাদের উপরে তার রক্তের প্রতিশোধ কি আরও বেশি করে নেব না? মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া (দেখুন পয়দা ৯:৫-৬)। দাউদ যোয়াবের সাথে যা করতে পারেন নি তা তিনি এখানে করলেন (৩:২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:১২ হাত ও পা কেটে ফেলে। যে হাত ঈশ্‌বোশতকে হত্যা করেছিল এবং যে পা খবরটি দেওয়া জন্য দৌঁড়েছিল তা কেটে ফেলতে আদেশ করলেন (১ শামু ৫:৪ আয়াতের নোট তুলনা করুন)।

৫:১ ইসরাইলের সমস্ত বংশ। প্রত্যেক বংশ থেকে বৃদ্ধ নেতা এবং যুদ্ধসরঞ্জাম সহ সৈন্যরা সহ প্রতিনিধি (১ খান্দান ১২:২৩-৪০ দেখুন)।

আমরা আপনার অস্থি ও মাংস। বিভিন্ন বংশ থেকে প্রতিনিধিরা তাদের বাদশাহ্‌ হিসেবে দাউদকে স্বীকৃতি প্রদানের তিনটি কারণ বলেছিল। এই স্বীকৃতিগুলোর প্রথমটি হচ্ছে দাউদ একজন ইসরাইলীয়। যদিও তালুতের মৃত্যুর পর ঘরোয়া বিবাদের মাধ্যমে জাতীয় একতা নষ্ট হয়েছিল (২:৮-৩:১), এই রক্তে সম্পর্ককে ভুলে যাওয়া হয়নি।

৫:২ আপনিই ইসরাইলকে বাইরে নিয়ে যেতেন ও ভিতরে আনতেন। দাউদকে বাদশাহ্‌ হিসেবে স্বীকৃতি দানের (১ শামু ১৮:৫, ১৩-১৪, ১৬, ৩০ দেখুন) দ্বিতীয় কারণ (১ আয়াতের নোট দেখুন)। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ (১ শামু ১৩:১৩-১৪; ১৬:১, ১৩; ২৩:১৭; ২৫:২৬-৩১ দেখুন)।

চালাবে ও ইসরাইলের নায়ক হবে। পুরাতন নিয়মে এবং প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায় "মেষ পালক" প্রায়ই রাজ-নৈতিক শাসনের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হতো (জবুর ২৩:১; ইয়ার ২:৮; ইহি ৩৪:২ এবং নোট দেখুন)। ১ শামু ১২:২ আয়াতের নোট দেখুন ("তোমাদের নেতা")।

৫:৩ মাবুদের সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে নিয়ম করলেন। দাউদ এবং ইসরাইল একটি ব্যবস্থাতে প্রবেশ করলেন যাতে বাদশাহ্‌ এবং জনগণ উভয়েই প্রভুর সাক্ষাতে তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব পালন করবেন (২বাদশাহ্‌ ১১:১৭ আয়াত এবং নোট দেখুন)। এইভাবে দাউদ এহুদার উপর বাদশাহ্‌ হলেন যেখানে তাঁর বংশের লোকেরা সেই পদে তাঁকে উন্নীত করলো এবং পরে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে জেরুশালেমের বাদশাহ্‌ হলেন (৬-১০ আয়াত), এই চুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি উত্তরের বংশগুলোর উপর বাদশাহ্‌ হয়ে শাসনকার্য পরিচালনার অধিকার লাভ করলেন। এই চুক্তি দাউদের নাতি রহবিয়াম নতুনীকরণ করেন নি, কারণ তিনি তার রাজত্বকালে চুক্তির শর্ত নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন নি (১ বাদশাহ্‌ ১২:১-১৬)।

দাউদকে বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করলেন। তৃতীয়বার দাউদ অভিষিক্ত হলেন (২:৪ আয়াতের নোট দেখুন ১ শামু ৯:১-১১-১১:১৫ তুলনা করুন এবং নোট দেখুন)।

৫:৫ হেবরনে এহুদার উপরে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন। দেখুন ২:১১ আয়াত।

ইসরাইল ও এহুদার উপরে। দাউদের রাজত্বে এই দুই অংশের উপর তাঁর নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্বতন্ত্র রয়ে গিয়েছিল (৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:৬ যিবূষীয়। একজন কেনানীয় (পয়দা ১০:১৫-১৬ এবং ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন) জেরুশালেমে বাস করছিলেন (ইউসা ১৫:৮; ১৮:১৬)।

জেরুশালেম। দাউদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনগুলোর মধ্যে একটি হল জেরুশালেমকে তাঁর রাজকীয় শহর এবং জাতীয় রাজধানীতে পরিণত করা। এই স্থানটি দখল করা হয়েছিল খ্রীঃপূঃ ৩ সহস্রাব্দে এবং হযরত ইব্রাহিমের সময় রাজকীয় শহর ছিল (পয়দা ১৪:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। এটি এহুদা এবং বিনইয়ামীনের সীমান্তে অবস্থিত, কিন্তু এদের কেউই একে নিয়ন্ত্রণ করতো না। জয়লাভের সময় এহুদা এবং বিনইয়ামীন উভয়ই শহরটিকে আক্রমণ করেছিল (কাজী ১:৮, ২১ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু যিবুষীয়দের কাছে দ্রুত হেরে

BACIB International Bible CHURCH

প্রবেশ করতে পারব না, অন্ধেরা ও খঞ্জেরাই
তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। তারা ভেবেছিল, দাউদ
এই স্থানে প্রবেশ করতে পারবেন না। ৭ কিন্তু
দাউদ সিয়োনের দুর্গ অধিকার করলেন; সেজন্য
এটিকে দাউদ-নগর বলা হয়। ৮ ঐ দিনে দাউদ
বললেন, যে কেউ যিবূষীয়দের অধিকার করে, সে
জলপ্রণালীতে গিয়ে দাউদের প্রাণের ঘৃণিত খঞ্জ
ও অন্ধদের আঘাত করুক। এই কারণে লোকে
বলে, অন্ধ ও খঞ্জেরা মাবুদের গৃহে প্রবেশ করবে
না। ৯ আর দাউদ সেই দুর্গে বসতি করে তার
নাম দাউদ-নগর রাখলেন; এবং দাউদ মিল্লো
থেকে ভিতর পর্যন্ত চারদিকে প্রাচীর গাঁথলেন।
১০ পরে দাউদ উত্তরোত্তর মহান হয়ে উঠলেন,
কারণ মাবুদ বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ তাঁর সহবর্তী
ছিলেন।

[৫:৭] ১কর ২:১০; ৮:১; ইশা ২৯:১।
[৫:৮] মথি ২১:১৪।
[৫:৯] ১বাদশা ৯:১৫, ২৪।
[৫:১০] জবুর ২৪:১০।
[৫:১১] ১বাদশা ৫:১, ১৮।
[৫:১২] শুমারী ২৪:৭।
[৫:১৩] দ্বি:বি ১৭:১৭।
[৫:১৪] লূক ৩:৩১।

১১ আর টায়ারের বাদশাহ্‌ হীরম দাউদের
কাছে দূতদের এবং এরস কাঠ, ছুতার মিস্ত্রি ও
রাজমিস্ত্রিদের পাঠালেন; তারা দাউদের জন্য
একটি বাড়ি নির্মাণ করলো। ১২ তখন দাউদ
বুঝলেন যে, মাবুদ ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে
তাঁকে সুস্থির করেছেন এবং তাঁর লোক
ইসরাইলের জন্য তাঁর রাজ্যের উন্নতি করেছেন।
১৩ আর দাউদ হেবরন থেকে আসার পর
জেরুশালেমে আরও উপপত্নী ও স্ত্রী গ্রহণ
করলেন, তাতে দাউদের আরও পুত্র কন্যা
জন্মগ্রহণ করলো। ১৪ জেরুশালেমে তাঁর যেসব
পুত্র জন্ম নিল তাদের নাম: সম্মূয়, শোবর,
নাথন, সোলায়মান, ১৫ যিভর, ইলীশূয়, নেফগ,
যাফিয়, ১৬ ইলীশামা, ইলিয়াদা ও ইলীফেলট।

ফিলিস্তিনীদের পরাজয়

যায় (দেখুন ১৫:৬৩ এবং নোট) এবং কিছু কিছু সময় যাবেশ নামে ডাকা হতো (দেখুন কাজী ১৯:১০; ১ খান্দান ১১:৪)। শহরটিতে দাউদ যতটুকু জয়লাভ করতে পেরেছিলেন তা ১১ একরের চেয়ে কিছু কম এবং সর্বোচ্চ ৩,৫০০ লোকের জন্য ঘর বানানো যাবে। তাঁর রাজত্বে এই দুই অংশের সীমান্তের মাঝে এই নতুন দখলকৃত নগরে তার রাজকীয় শহরটি স্থানান্তর করার মধ্য দিয়ে দাউদ একটিকে আরেকটির অধীনস্ত না করে তাঁর রাজ্যকে এক করেছিলেন।

অন্ধেরা ও খঞ্জেরাই। জেরুশালেম ছিল প্রকৃতিক ভাবেই একটি সুরক্ষিত স্থান। এটি একটি পাহাড়ী জায়গা এবং এটির চার পাশে উপত্যকা আছে বলে যিবুষীয়রা মনে করেছিল খুব সহজেই তারা তাদের শহরকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

৫:৭ দুর্গ। সম্ভবত সুরক্ষিত শহরটিই।

সিয়োন। পুরাতন নিয়মে এই প্রথম এই নামটি বলা হয়েছে। প্রথমত এই নামটি শহরটির সবচেয়ে দক্ষিণের পাহাড়কে দেওয়া হয়েছিল যেখানে যিবুষীয়দের ঘাটি অবস্থিত ছিল। শহরটি বড় হওয়ার সাথে সাথে (সোলায়মানের সময় থেকে শুরু করে), এই নামটি পুরো শহরের জন্য দেওয়া হয়েছিল (দেখুন ইশা ১:৮ এবং নোট; ২:৩)।

দাউদ-নগর। জেরুশালেমকে জয় করার মধ্য দিয়ে দাউদ এর অধিকারী হলেন এবং একটি নাম দিলেন। জেরুশালেমের সবচেয়ে দক্ষিণের পাহাড়টি দাউদের সময়ের অনেক পরেও নামটি ধরে রেখেছিল (নহি ৩:১৫ এবং নোট; ইশা ২২:১৯; এছাড়াও তুলনা করুন ইশা ২৯:১)।

৫:৮ ঐ দিনে দাউদ বললেন। আরও পূর্ণ অর্থ পাওয়ার জন্য এই আয়াতের সাথে ১ খান্দান ১১:৬ আয়াত একত্র করা যেতে পারে। শহরটি জয় করার পিছনে যোয়াবের অংশ পুনরায় তার সমারিক দক্ষতা প্রকাশ করে এবং দাউদের সৈন্যবাহিনীতে তার পদটি পুনঃনিশ্চিত করে।

জলপ্রণালী। যদিও হিব্রুতে এই শব্দটির অর্থ অনিশ্চিত, তারপরে এটি বুঝা যায় যে দাউদ গোপন সুড়ঙ্গ সম্পর্কে জানতেন– সম্ভবত গীহোনের ঝর্ণা থেকে পানি দুর্গে নিয়ে আসা হতো– শহর ঘেরাওয়ের সময় পানির আসার রাস্তার মধ্য দিয়ে শহরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিত (দেখুন ২ খান্দান ৩২:৩০; এছাড়াও চিত্র দেখুন)।

অন্ধ ও খঞ্জেরা। এটি যিবুষীয়দের বিষয়ে একটি হাস্যকর বিষয় (৬ আয়াত তুলনা করুন এবং নোট দেখুন)। এই প্রবাদ বাক্যটি সম্ভবত যা বলতে চায় তা হল রাজ প্রাসাদে যিবুষীয়দের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল, যদিও শহরে এবং এর পার্শবর্তী অঞ্চলে থাকার অনুমতি তাদের ছিল।

৫:৯ প্রাচীর গাঁথলেন। পাহাড় ঘিড়ে পাথরের এই প্রাচীর গাঁথার ফলে এর ভিতরে আরও ঘর-বাড়ী নির্মাণ করার জায়গার সৃষ্টি হয়। আরও দেখুন কাজী ৯:৬ এর নোট)।

৫:১০ মাবুদ বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ তাঁর সহবর্তী ছিলেন। ১ শামু ১৬:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১১ টায়ারের বাদশাহ্‌ হীরম। এই ফিনিশীয় বাদশাহ্‌ ছিল প্রথম যিনি নব্য বাদশাহ্‌ দাউদের আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন। এটি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ইসরাইলের রাজার সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল, যেহেতু সোরের দিকে যাওয়া আন্ত-বাণিজ্যিক পথগুলোতে ইসরাইলের প্রভাব ছিল, এবং ইসরাইলের খাদ্য শস্যের উপর সোর নির্ভর করতো (এছাড়াও এটি খ্রীষ্ট পরবর্তী প্রথম শতকেও সত্যি ছিল; প্রেরিত ১২:২০ দেখুন)। ব্যাবিলনীয় আক্রমণের আগ পর্যন্ত এই দুই রাজ্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল।

টায়ার। ইসরাইলের উত্তরে ভূমধ্যসাগরীয় তীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিনিশীয় বন্দর (দেখুন ইহি ২৬-২৭)।

এরস কাঠ। বায়তুল মোকাদ্দস এবং প্রাসাদ সাজানোর জন্য পুরো নিকটপ্রাচ্যে শক্তিশালী এবং ধনীদের ব্যবহৃত শক্ত এবং মজবুত কাঠ (১ বাদশাহ্‌ ৫:৬ এবং নোট; ৬:৯; ৫:১৫ এবং নোট; ৮:৯; ইয়ার ২২:১৪-১৫; হগয় ১:৪ এবং নোট)।

৫:১২ মাবুদ ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে তাঁকে সুস্থির করেছেন। আদিকালের নিকটপ্রাচ্যের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী রাজপ্রাসাদ রাজার অধিকারে থাকাই ছিল তার মর্যাদার প্রধান নির্দেশক।

ইসরাইলের জন্য। দাউদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত ইসরাইলে তাঁকে বাদশাহ্‌ হিসেবে উত্তোলন করা আসলে প্রভুরই কাজ এবং যা ছিল ইসরাইলের মুক্তির বিষয়ে প্রভুর চলমান কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ– যেভাবে মূসা, ইউসা এবং বিচারকগণ এবং শামুয়েল কাজ করেছেন।

৫:১৩ আরও উপপত্নী ও স্ত্রী গ্রহণ করলেন। ৩:২-৫; পয়দা ২৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১৪ সম্মূয়, শোবর, নাথন, সোলায়মান। ১ খান্দান ৩:৫

১৭ ফিলিস্তিনীরা যখন শুনতে পেল যে, দাউদ
ইসরাইলে বাদশাহ্‌র পদে অভিষিক্ত হয়েছেন,
তখন ফিলিস্তিনী সমস্ত লোক দাউদের খোঁজে
উঠে এল; দাউদ তা শুনে দুর্গে নেমে গেলেন।
১৮ আর ফিলিস্তিনীরা এসে রফায়ীম উপত্যকায়
ছড়িয়ে পড়লো। ১৯ তখন দাউদ মাবুদের কাছে
জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি ফিলিস্তিনীদের
বিরুদ্ধে উঠে গেলে তুমি কি আমার হাতে তাদের
তুলে দেবে? মাবুদ দাউদকে বললেন, যাও, আমি
অবশ্য তোমার হাতে ফিলিস্তিনীদের তুলে দেব।
২০ পরে দাউদ বাল্‌-পরাসীমে আসলেন, আর
দাউদ তাদের আক্রমণ করলেন, আর বললেন,
মাবুদ আমার সম্মুখে আমার দুশমনদের বাঁধ
ভাঙ্গার মত ভেঙ্গে ফেললেন, এজন্য সেই স্থানের
নাম বাল্‌-পরাসীম [ভগ্নস্থান] রাখলেন। ২১ সেই
স্থানে তারা তাদের সমস্ত মূর্তি ফেলে গিয়েছিল,
আর দাউদ ও তাঁর লোকেরা সেগুলো তুলে নিয়ে
গেলেন।

২২ পরে ফিলিস্তিনীরা পুনর্বার এসে রফায়ীম
উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লো। ২৩ তাতে দাউদ
মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আর তিনি
বললেন, তুমি যেও না, কিন্তু ওদের পিছনে ঘুরে
এসে বাকা গাছগুলোর সম্মুখে ওদের আক্রমণ
কর। ২৪ সেই সমস্ত বাকা গাছের শিখরে
সৈন্যগমনের মত আওয়াজ শুনলে তুমি আক্রমণ
করবে; কেননা তখনই মাবুদ ফিলিস্তিনীদের
সৈন্যকে আঘাত করার জন্য তোমার সম্মুখে
অগ্রসর হয়েছেন। ২৫ দাউদ মাবুদের হুকুম
অনুসারে কাজ করলেন; সেবা থেকে গেষরের
কাছ পর্যন্ত ফিলিস্তিনীদের আঘাত করলেন।

জেরুশালেমে শরীয়ত-সিন্দুক

৬ ১ পরে দাউদ পুনরায় ইসরাইলের মধ্য
থেকে ত্রিশ হাজার মনোনীত লোককে, একত্র
করলেন। ২ আর দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক
উঠে আল্লাহ্‌র সিন্দুক, যার উপরে সেই নাম,
বাহিনীগণের মাবুদ, যিনি কারুবীদ্বয়ে আসীন,
তাঁর নাম কীর্তিত, তা বালি-এহুদা থেকে আনতে
যাত্রা করলেন। ৩ পরে তাঁরা আল্লাহ্‌র সিন্দুক
একটি নতুন ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে পাহাড়ে
অবস্থিত অবীনাদবের বাড়ি থেকে বের করলেন,
আর অবীনাদবের পুত্র উষ ও অহিয়ো সেই নতুন
ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ৪ তারা

[৫:১৭] ২শামু ২৩:১৪; ১খান্দান ১১:১৬।
[৫:১৮] ইউসা ১৫:৮; ১৭:১৫।
[৫:১৯] কাজী ১৮:৫; ১শামু ২৩:২।
[৫:২০] পয়দা ৩৮:২৯।
[৫:২১] দ্বি:বি ৭:৫; ইশা ৪৬:২।
[৫:২৪] কাজী ৪:১৪।
[৫:২৫] ইশা ২৮:২১।
[৬:২] ইউসা ১৫:৯।
[৬:২] লেবীয় ২৪:১৬; দ্বি:বি ২৮:১০; ইশা ৬৩:১৪।
[৬:৩] আয়াত ৭; শুমারী ৭:৪-৯; ১শামু ৬:৭।

আয়াতের বৎসেবাকে এদের মা বলা হয়েছে।

৫:১৭ দাউদ ইসরাইলে বাদশাহ্‌র পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। কালানুক্রমে সম্ভবত ফিলিস্তিনীদের এই আক্রমণ ৩ আয়াতের ঘটনার পরপরই এবং জেরুশালেম দখল করার আগে করা হয়েছিল (৬-১০ আয়াত)। ফিলিস্তিনীরা এহুদার উপর দাউদের রাজত্ব নিয়ে উপদ্রুত হয় নি, কিন্তু এখন তারা উত্তরে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তা এখন করেছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগ এলাকাই তারা তালুতের মৃত্যুর পর শাসন করেছিল (১ শামু ২২:৪; ২৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। দাউদ এই কাজটি বুঝায় যে, তিনি তখনও জেরুশালেম দখলে নেন নি।

৫:১৮ রফায়ীম উপত্যকায়। জেরুশালেমের পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম সীমানা (দেখুন ইশ ১৫:৮; ১৮:১৬; আরও দেখুন ইশা ১৭:৫ আয়াতের নোট)।

৫:১৯ দাউদ মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। ২:১; ১ শামু ২:২৮; ২২:২০; ২৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:২০ এজন্য সেই স্থানের নাম বাল্‌-পরাসীম [ভগ্নস্থান] রাখলেন। একজন আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাদশাহ্‌ হিসেবে দাউদ বিজয় লাভের গৌরব নিজে না গ্রহণ করে প্রভুকে দিলেন (১ শামু ১০:১৮, ২৭; ১১:১৩; ১২:১১; ১৪:২৩; ১৭:১১, ৪৫-৪৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:২১ তারা তাদের সমস্ত মূর্তি ফেলে গিয়েছিল। যেমন ইসরাইলরা যুদ্ধে সাক্ষ্য-সিন্দুক নিয়ে গিয়েছিল (১ শামু ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন), তেমনি ফিলিস্তিনীরাও তাদের দেবতাদের মূর্তি নিয়ে গিয়েছিল এই আশায় যে এটি তাদের বিজয় দান করবে। দ্বি:বি: ৭:৫ আয়াত পালন অনুসারে তারা তা পুরিয়ে দিল (১ খান্দান ১৪:১২)।

৫:২৩ আর তিনি বললেন। যেভাবে ইউসার নেতৃত্বে বিজয় লাভের সময় ঘটেছিল, প্রভু যুদ্ধের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেই শত্রুদের বিরুদ্ধে তার ঐশ্বরিক বাহিনীদের নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন (দেখুন ইউসা ৬:২-৫; ৮:১-২; ১০:৮, ১৪; ১১:৬)। দাউদের যুদ্ধগুলো ছিল ইউসার যুদ্ধগুলোর ধারাবাহিকতা এবং সমাপন।

৫:২৪ সৈন্যগমনের মত আওয়াজ। প্রভুর ফেরেশতা বাহিনী যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লো।

৫:২৫ গেবা। ২:১২-১৩; ইউসা ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন। **গেষর।** গেবা থেকে পনের মাইল পশ্চিমে অবস্থিত যেখানে থেকে ফিলিস্তিনীদের সমভূমি দেখা যায় (ইউসা ১০:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:২ বালি-এহুদা। আরও দেখুন ইউসা ১৫:৬০; ১৮:১৪; ১ শামু ৭:১ আয়াত।

আল্লাহ্‌র সিন্দুক। দেখুন হিজ ২৫:১০-২২ আয়াত; ১ শামু ৪:৩-৪, ২১ আয়াতের নোট। তালুতের রাজত্বের সময়ে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি কিরিয়ৎ-যিয়ারিমে ছিল।

যার উপরে সেই নাম। আরও অন্যান্য জায়গায় এটি মালিকানা স্বত্ত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন ১২:২৮; দ্বি:বি: ২৮:১০; ইশা ৪:১; ৬৩:১৯ আয়াত)। *বাহিনীগণের মাবুদ* ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

কারুবীদ্বয়ে আসীন। ১ শামু ৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়াও দেখুন ১ খান্দান ২৮:২ ("আমাদের আল্লাহ্‌র পা রাখার জায়গা")। আল্লাহ্‌র পার্থিব সিংহাসনে পা রাখার জায়গা হিসেবে সাক্ষ্য-সিন্দুকটির গভীর তাৎপর্য আছে বলে দাউদ বুঝতে পেরেছিলেন। সত্যিকারের দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত বাদশাহ্‌ হিসেবে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর এবং লোকেদের উপর প্রভুর রাজপদ এবং রাজত্ব স্বীকার করার ইচ্ছা করেছিলেন।

৬:৩ নতুন ঘোড়ার গাড়ি। দাউদ হিজ ২৫:১২-১৫; শুমারী ৪:৫-৬, ১৫ আয়াতের নির্দেশনার বদলে ফিলিস্তিনীদের উদাহরণটিতে অনুসরণ করলেন, যাতে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি লেবীয়দের কাধে করে নিয়ে যেতে হবে (দেখুন ১ খান্দান ১৫:১৩-১৫)।

অবীনাদবের বাড়ি থেকে। দেখুন ১ শামু ৭:১ আয়াত।

উষ ও অহিয়ো। ১ শামু ৭:১ আয়াত অবিনাদবের ছেলে

পাহাড়ে অবস্থিত অবীনাদবের বাড়ি থেকে
আল্লাহ্‌র সিন্দুকসহ ঘোড়ার গাড়ি বের করে
আনলো; এবং অহিয়ো সিন্দুকটির আগে আগে
চলতে লাগল। ৫ আর দাউদ ও ইসরাইলের সমস্ত
কুল মাবুদের সম্মুখে দেবদারু কাঠের তৈরি সমস্ত
রকম বাদ্যযন্ত্র এবং বীণা, নেবল, তম্বুরা, ঝুমঝুমি
ও করতাল বাজাচ্ছিলেন।
৬ পরে তারা নাখোনের খামার পর্যন্ত গেলে উষ
হাত বাড়িয়ে আল্লাহ্‌র সিন্দুক ধরলো, কেননা
বলদযুগল পিছলিয়ে পড়েছিল। ৭ তখন উষের
প্রতি মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল ও তার
হঠকারিতার দরুন আল্লাহ্ সেই স্থানে তাকে
আঘাত করলেন; তাতে সে সেখানে আল্লাহ্‌র
সিন্দুকের পাশে মারা গেল। ৮ মাবুদ উষকে
আক্রমণ করায় দাউদ অসন্তুষ্ট হলেন। আর সেই
স্থানের নাম পেরস-উষ (উষ-ভঙ্গ) রাখলেন;
৯ আজ পর্যন্ত সেই নাম প্রচলিত আছে। আর
দাউদ সেদিন মাবুদকে ভয় পেয়ে বললেন,
মাবুদের সিন্দুক কিভাবে আমার কাছে আসবে?
১০ তাই দাউদ মাবুদের সিন্দুক দাউদ-নগরে তাঁর
কাছে আনতে অনিচ্ছুক হলেন, কিন্তু দাউদ পথের
পাশে অবস্থিত গাতীয় ওবেদ-ইদোমের বাড়িতে
নিয়ে রাখলেন। ১১ মাবুদের সিন্দুক গাতীয়
ওবেদ-ইদোমের বাড়িতে তিন মাস থাকলো; আর
মাবুদ ওবেদ-ইদোমকে ও তার সমস্ত বাড়িকে

[৬:৫] উজা ৩:১০; নহি ১২:২৭; জবুর ১৫০:৫।
[৬:৬] শুমারী ৪:১৫, ১৯-২০।
[৬:৭] হিজ ১৯:২২; ১শামু ৫:৬; ৬:১৯; ২৫:৩৮।
[৬:৮] জবুর ৭:১১।
[৬:৯] ১শামু ৬:২০।
[৬:১০] ১খান্দান ১৫:১৮; ২৬:৪-৫।
[৬:১১] পয়দা ৩০:২৭; ৩৯:৫।
[৬:১২] ১বাদশা ৮:১।
[৬:১৩] ১বাদশা ৮:৫, ৬২; উজা ৬:১৭।
[৬:১৪] হিজ ১৯:৬; ১শামু ২:১৮।
[৬:১৫] ইউসা ৬:৫।
[৬:১৬] ১শামু ১৮:২৭।
[৬:১৭] ১বাদশা ৮:৬; ১খান্দান ১৫:১; ২খান্দান ১:৪।
[৬:১৮] ১বাদশা

দোয়া করলেন।
১২ পরে বাদশাহ্ দাউদ শুনলেন, আল্লাহ্‌র
সিন্দুকের জন্য মাবুদ ওবেদ-ইদোমের বাড়ি ও
তার সর্বস্বকে দোয়া করেছেন; তাতে দাউদ গিয়ে
ওবেদ-ইদোমের বাড়ি থেকে আনন্দ সহকারে
আল্লাহ্‌র সিন্দুক দাউদ-নগরে আনলেন। ১৩ আর
এরকম হল, মাবুদের সিন্দুক-বহনকারীরা ছয়
কদম গমন করলে তিনি একটি ষাঁড় ও একটি
পুষ্ট বাছুর কোরবানী করলেন। ১৪ আর দাউদ
মাবুদের সম্মুখে যথাসাধ্য নৃত্য করলেন; তখন
দাউদ সাদা এফোদ পরেছিলেন। ১৫ এভাবে
দাউদ ও ইসরাইলের সমস্ত কুল জয়ধ্বনি ও
তূরীধ্বনি সহকারে মাবুদের সিন্দুকটি নিয়ে
আসলেন।
১৬ আর দাউদ-নগরে মাবুদের সিন্দুকের
প্রবেশ কালে তালুতের কন্যা মীখল জানালা
দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন এবং মাবুদের সম্মুখে
দাউদ বাদশাহ্‌কে লাফ দিতে ও নৃত্য করতে
দেখে মনে মনে তুচ্ছ করলেন।
১৭ পরে লোকেরা মাবুদের সিন্দুক ভিতরে
এনে স্বস্থানে, অর্থাৎ সিন্দুকের জন্য দাউদ যে
তাঁবু স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যে রাখল এবং
দাউদ মাবুদের সম্মুখে পোড়ানো-কোরবানী ও
মঙ্গল-কোরবানী করলেন। ১৮ আর পোড়ানো-
কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী সমাপ্ত করার পর

হিসেবে ইলিয়াসরের কথা বলে। হিব্রু শব্দ “পুত্র” শব্দটির বৃহত্তর অর্থে “বংশধর” হতে পারে।

৬:৫ তম্বুরা। একরকম বাজনা যা হাতে তালে তালে ঝাকিয়ে বাজাতে হয়।

৬:৭ হঠকারিতার দরুন। যদিও উষের উদ্দেশ্য ভাল হতে পারে, কিন্তু সাক্ষ্য-সিন্দুকটি বহন করার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া নির্দেশ ভঙ্গ করা হয়েছে (৩ পদ; ১ শামু ৬:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইল জাতির প্রভুর সাথে তাদের জীবন যাপন শুরু করার আগে তিনি দাউদ এবং ইসরাইলকে ভয়াবহ এবং পরিষ্কারভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যারা তাঁর সেবা করার দাবি করে তাদেরকে তাঁর দেওয়া নিয়ম চরম গুরুত্বের সাথে মেনে চলতে হবে (দেখুন লেবীয় ১০:১-৩; ইউসা ৭:২৪-২৫; ২৪:১৯-২০; প্রেরিত ৫:১-১১ - এগুলো সবই মুক্তির ইতিহাসে নতুন যুগের শুরুতে কঠিনভাবে বেহেশতী বিচারের উদাহরণসমূহ)।

৬:৮ দাউদ অসন্তুষ্ট হলেন। দাউদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল অসন্তোষবোধ যাতে প্রভুকে সম্মান জানানোর চেষ্টার ফল হিসেবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ নেমে আসল।

আজ পর্যন্ত। ২ শামুয়েল লিখবার আগ পর্যন্ত।

পেরস-উষ। জায়গাটির নাম বেহেশতী সাবধানবাণী সম্পর্কে স্মৃতি চিহ্ন দিয়ে রাখে যা শ্রীঘই ভুলে যাবার ছিল না (ইউসা ৭:২৬)। প্রভু গুনাহ্‌গারদেরকে তাঁর বিচারদণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রিয়পাত্র দেখেন না এবং তিনি সমভাবে তাঁর বন্ধু এবং শত্রু উভয়ের উপর ক্রোধ ঢেলে দেন (দেখুন ৫:২০ এবং নোট)।

৬:৯ দাউদ সেদিন মাবুদকে ভয় পেয়ে। দাউদের রাগের সাথে ভয় যুক্ত ছিল– প্রভুকে সঠিক সম্মান এবং শ্রদ্ধা দেখানোর ভয় না (দেখুন ১ শামু ১২:২৪; ইউসা ২৪:১৫; এছাড়াও পয়দা ২০:১১; মেসাল ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন) কিন্তু তাঁর নিজের দোষ সম্পর্কে একটি চিন্তা ও ধারণা থেকে উদ্ভুত একটি আশঙ্কা (পয়দা ৩:১০; দ্বি:বি: ৫:৫)।

৬:১০ গাতীয়। এখানে তাকে একজন লেবীয় হিসেবে দেখা যায় (১ খান্দান ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; তুলনা করুন ১ খান্দান ১৫:১৮, ২৪; ১৬:৫; ২৬:৪-৮, ১৫; ২ খান্দান ২৫:২৪), যদিও অনেকে মনে করেন যে, “গাতীয়” বলতে বোঝায় যে, ফিলিস্তিন শহরের গাতে জন্ম হয়েছিল (দেখুন ১৫:১৮ এবং নোট)। যাহোক, গাতীয় বলতে দান অথবা মানাসায় লেবীয়দের শহর গাত রিম্মোনকেও বোঝায় (ইউসা ২১:২০-২৫)।

৬:১২ দাউদ গিয়ে ... সিন্দুক দাউদ-নগরে আনলেন। ওবেদ-ইদোমের ঘরের সবকিছুরই উপর আল্লাহ্‌র রহমত দাউদকে দেখিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ক্রোধ শান্ত হয়েছে।

৬:১৩ সিন্দুক-বহনকারীরা। দাউদ তাঁর পূর্বের ভুল সম্পর্কে অবগত ছিলেন (১ খান্দান ১৫:১৩-১৫)।

৬:১৪ সাদা এফোদ। ১ শামু ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১৬ মনে মনে তুচ্ছ করলেন। এই ঘটনার জন্য মিখলের কোন মূল্যায়ন ছিল না এবং তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করলেন যে, দাউদের এইভাবে সকলের সম্মুখে দেখানোটা ছিল বাদশাহ্ হিসেবে তাঁর মর্যাদার অশোভন (২০-২৩ আয়াত দেখুন)।

৬:১৭ পোড়ানো-কোরবানী। লেবী ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

মঙ্গল-কোরবানী। লেবী ৩:১; ১ শামু ১১:১৫ আয়াতের নোট

BACIB International Bible CHURCH

দাউদ বাহিনী-গণের মাবুদের নামে লোকদের
দোয়া করলেন। ১৯ আর তিনি সব লোকের মধ্যে
অর্থাৎ ইসরাইলের সমস্ত জনগণের মধ্যে প্রত্যেক
পুরুষকে ও প্রত্যেক স্ত্রীকে এক এক খানা রুটি ও
এক এক ভাগ গোশ্‌ত ও এক এক খানা আঙ্গুরের
পিঠা দিলেন; পরে সকল লোক যার যার বাড়িতে
প্রস্থান করলো।
২০ পরে দাউদ নিজের পরিজনদের দোয়া
করার জন্য ফিরে আসলেন; তখন তালুতের কন্যা
মীখল দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাইরে এসে
বললেন, আজ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ কেমন
সমাদৃত হলেন; কোন অসারচিত্ত লোক যেমন
প্রকাশ্যভাবে বিবস্ত্র হয়, তেমনি তিনি আজ
নিজের ভৃত্যদের বাঁদীদের সম্মুখে বিবস্ত্র হলেন।
২১ তখন দাউদ মীখলকে বললেন, মাবুদের
লোকদের উপরে, ইসরাইলের উপরে নেতৃত্বপদে
আমাকে নিযুক্ত করার জন্য যিনি তোমার পিতা ও
তাঁর সমস্ত কুলের পরিবর্তে আমাকে মনোনীত
করেছেন, সেই মাবুদের সাক্ষাতেই তা করেছি;
অতএব আমি মাবুদের সাক্ষাতেই আমোদ
করবো। ২২ আর এর চাইতে আরও লঘু হব এবং
আমার নিজের দৃষ্টিতে আরও নিচ হব; কিন্তু তুমি
যে বাঁদীদের কথা বললে, তাদের কাছে সমাদৃত
হবো। ২৩ আর তালুতের কন্যা মীখলের মরণকাল
পর্যন্ত সন্তান হল না।

বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে আল্লাহ্‌র ওয়াদা

৭ ১ পরে বাদশাহ্‌ যখন তাঁর বাড়িতে বাস
করতে লাগলেন এবং মাবুদ চারদিকের
সমস্ত দুশমন থেকে তাঁকে বিশ্রাম দিলেন,
২ তখন বাদশাহ্‌ নাথন নবীকে বললেন, দেখুন,
আমি এরস কাঠের বাড়িতে বাস করছি, কিন্তু
আল্লাহ্‌র সিন্দুক পর্দার মধ্যে বাস করছে।
৩ নাথন নবী বাদশাহ্‌কে বললেন, ভাল, যা কিছু
আপনার মনে আছে তা-ই করুন; কেননা মাবুদ
আপনার সহবর্তী।
৪ কিন্তু সেই রাতে মাবুদের এই কালাম
নাথনের কাছে উপস্থিত হল, ৫ তুমি যাও, আমার
গোলাম দাউদকে বল, মাবুদ এই কথা বলেন,
তুমি কি আমার বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করবে?
৬ বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে বের করে
আনবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন
বাড়িতে বাস করি নি, কেবল তাঁবুতে ও আবাসে
থেকে যাতায়াত করছি। ৭ সমস্ত বনি-
ইসরাইলের মধ্যে যাতায়াত কালে আমি যাকে
আমার লোক ইসরাইলকে পালন করার ভার
দিয়েছিলাম, ইসরাইলের এমন কোন বংশকে কি
কখনও এই কথা বলেছি যে, তোমরা কেন
আমার জন্য এরস কাঠের গৃহ নির্মাণ কর নি?
অতএব এখন তুমি আমার গোলাম দাউদকে এই
কথা বল, ৮ বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন,
আমার লোকদের উপরে, ইসরাইলের উপরে
নায়ক করার জন্য আমিই তোমাকে পশু চরাবার
মাঠ থেকে ও ভেড়ার পিছন থেকে নিয়ে
এসেছি। ৯ আর তুমি যে কোন স্থানে গমন
করেছ, সেই স্থানে তোমার সহবর্তী থেকে
তোমার সম্মুখ হতে তোমার সমস্ত দুশমনকে

৮:২২।
[৬:১৯] দ্বি:বি ২৬:১৩; নহি ৮:১০।
[৬:২০] ১শামু ১৯:২৪।
[৬:২১] ২শামু ৫:২; ৭:৮; ১খান্দান ৫:২; ১৭:৭; মীখা ৫:২।
[৭:১] ১খান্দান ২২:১৮।
[৭:২] হিজ ২৬:১; জবুর ১৩২:৩; প্রেরিত ৭:৪৫-৪৬।
[৭:৩] ১শামু ১০:৭; জবুর ১৩২:১-৫।
[৭:৫] ১বাদশা ৮:১৯; ১খান্দান ২২:৮।
[৭:৬] প্রেরিত ৭:৪৫।
[৭:৭] দ্বি:বি ২৩:১৪।
[৭:৮] ১শামু ১৬:১১; ১খান্দান ২১:১৭; জবুর ৭৪:১; আমোস ৭:১৫।
[৭:৯] ১শামু ১৮:১৪; ২শামু ৫:১০।

দেখুন।

৬:১৮ লোকদের দোয়া করলেন। যেভাবে সোলায়মানও পরে বায়তুল মোকাদ্দস উৎসর্গ করার সময় করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ৮:৫৫-৬১)।

৬:২১ নেতৃত্বপদে। ১ শামু ৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২৩ মীখলের মরণকাল পর্যন্ত সন্তান হল না। সম্ভবত তার অহংকারের জন্য এটি ছিল একটি শাস্তি এবং একই সময়ে তালুতের কুলে আল্লাহ্‌র আরও একটি বিচারদণ্ড।

৭:১ বাদশাহ্‌ যখন তাঁর বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। দেখুন ৫:১১; ৫:১২ আয়াতের নোট।

মাবুদ চারদিকের সমস্ত দুশমন থেকে তাঁকে বিশ্রাম দিলেন। কালানুক্রমে এই বিজয়ের কথা ৮:১-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে, খুব সম্ভবত এর আগের অধ্যায়ের ঘটনার আগে। এখানে বর্ণনা যেভাবে সাজানো হয়েছে তা বিষয়ভিত্তিক সময় অনুসারে নয় (৫:১৭; ৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)– ৬ অধ্যায়ে সাক্ষ্য-সিন্দুক জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বলা হয়েছে; ৭ অধ্যায়ে দাউদের জেরুশালেমে একটি এবাদতখানা তৈরি করার ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে যেখানে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি রাখা হবে।

৭:২ নাথন। এই নবী সম্পর্কে প্রথম বলা হল।

পর্দার মধ্যে। ৬; ৬:১৭ আয়াত দেখুন। এখন তাঁর নিজেরই রাজ প্রাসাদ রয়েছে (তাঁর রাজপদ স্থাপনে একটি চিহ্নস্বরূপ), ইসরাইলের ঐশ্বরিক বাদশাহ্‌র জন্য একটি তাঁবু দাউদের কাছে সঠিক মনে হয় নি (৬:২ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ১৩২:২-৫; প্রেরিত ৭:৪৬)। তিনি তাঁর রাজ্যে ইসরাইলের ঐশ্বরিক বাদশাহ্‌র জন্য একটি রাজকীয় এবাদতখানা তৈরি করতে চাইলেন।

৭:৩ নাথন নবী বাদশাহ্‌কে বললেন। নবীর সাথে আলোচনা করে দাউদ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানতে চাইলেন, কিন্তু নাথন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন কালাম পাওয়ার আগেই দাউদের পরিকল্পনা প্রভুর নামে জোর গলায় অনুমোদন করলেন।

মাবুদ আপনার সহবর্তী। ৯ আয়াত দেখুন; এছাড়াও ১ শামু ১৬:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৫ তুমি কি ...? দাউদের ইচ্ছা ছিল প্রশংসনীয় (১ বাদশাহ্‌ ৮:১৮-১৯), কিন্তু তাকে দেওয়া আশীর্বাদ এবং তাঁর মিশন ছিল ইসরাইল প্রতিজ্ঞাত দেশে নিরাপদে স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত প্রভুর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া (দেখুন ১০; ১ বাদশাহ্‌ ৫:৩; ১ খান্দান ২২:৮-৯ আয়াত এবং নোট)।

৭:৭ এই কথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরস কাঠের গৃহ নির্মাণ কর নি? দাউদ আল্লাহ্‌র অগ্রাধিকারের বিষয়ে বুঝতে ভুল করেছিলেন। তিনি বিজাতীয়দের ধারণাই পোষণ করলেন যেখানে দেবতারা চান যেন মানুষ তাদের জন্য এবাদতখানা তৈরি এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তাদের ধর্ম অনুশীলন করে। পরিবর্তে, প্রভু শুধুমাত্র তাঁর লোকেদের পালন করার জন্য শাসনকর্তাদের উঠিয়েছিলেন (এখানেও একই জন্য দাউদকেও তিনি “পশু চরানোর মাঠ থেকে” এনেছিলেন, ৮ আয়াত)।

উচ্ছেদ করেছি। আর আমি দুনিয়ার
মহাপুরুষদের নামের মত তোমার নাম মহৎ
করবো। ১০ আমি আমার লোক ইসরাইলের জন্য
একটি স্থান নির্ধারণ করবো ও তাদের রোপণ
করবো; যেন তাদের সেই স্থানে তারা বাস করে
এবং আর বিচলিত না হয়। দুর্বৃত্তরা তাদের আর
দুঃখ দেবে না, যেমন আগে দিত, ১১ এবং যেদিন
থেকে আমি আমার লোক ইসরাইলের উপরে
কাজীদেরকে নিযুক্ত করেছিলাম, সেদিন থেকে
যেমন দিত। আর আমি যাবতীয় দুশমন থেকে
তোমাকে বিশ্রাম দেব। মাবুদ তোমাকে আরও
বলছেন যে, তোমার জন্য মাবুদ একটি কুল
নির্মাণ করবেন।
১২ তোমার দিন সম্পূর্ণ হলে যখন তুমি
তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হবে, তখন
আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার
ঔরসে জন্মাবে তাকে স্থাপন করবো এবং তার
রাজ্য সুস্থির করবো। ১৩ আমার নামের জন্য সে
একটি গৃহ নির্মাণ করবে এবং আমি তার রাজ-
সিংহাসন চিরস্থায়ী করবো। ১৪ আমি তার পিতা
হব ও সে আমার পুত্র হবে; সে অপরাধ করলে
মানুষ যেভাবে দণ্ড ভোগ করে তেমনি আমি দণ্ড
দেব ও মানুষের সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাকে
শাস্তি দেব। ১৫ কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ থেকে
যাকে দূর করলাম, সেই তালুত থেকে আমি
যেমন আমার অটল মহব্বত প্রত্যাহার করলাম,
তেমনি আমার অটল মহব্বত তার কাছ থেকে
দূরে যাবে না। ১৬ আর তোমার কুল ও তোমার
রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকবে;
তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হবে। ১৭ নাথন
দাউদকে এ সব কালাম ও এ সব দর্শন অনুসারে
কথা বললেন।

বাদশাহ্ দাউদের মুনাজাত

১৮ তখন বাদশাহ্ দাউদ ভিতরে গিয়ে মাবুদের
সম্মুখে বসলেন, আর বললেন, হে সার্বভৌম
মাবুদ, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে, তুমি
আমাকে এই পর্যন্ত এনেছ? ১৯ আর হে সার্বভৌম
মাবুদ, তোমার দৃষ্টিতে এও ক্ষুদ্র বিষয় হল; তুমি

[৭:১০] ইশা ৫৪:১৪; ৬০:১৮। [৭:১১] মথি ১:১। [৭:১২] জবুর ১৩২:১১-১২। [৭:১৩] দ্বি:বি ১৬:১১; ২বাদশা ২১:৪, ৭। [৭:১৪] ২করি ৬:১৮; ইব ১:৫; প্রকা ২১:৭। [৭:১৫] ইয়ার ৩৩:১৭। [৭:১৬] জবুর ৮৯:৩৬-৩৭; লূক ১:৩৩। [৭:১৮] হিজ ৩:১১। [৭:১৯] ইশা ৫৫:৮-৯।

৭:৯ তোমার সমস্ত দুশমনকে উচ্ছেদ করেছি। ১ আয়াতের নোট দেখুন।
৭:১০ একটি স্থান নির্ধারণ করবো। এই উদ্দেশ্যেই প্রভু দাউদকে বাদশাহ্ করেছিলেন এবং তিনি তা করবেন দাউদের মধ্য দিয়েই।
৭:১১ কাজীদেরকে নিযুক্ত করেছিলাম। বিচারকদের সময়কার। **আমি যাবতীয় দুশমন থেকে তোমাকে বিশ্রাম দেব।** ১, ৯ আয়াত দেখুন। শত্রুপক্ষের উপর দাউদের বিজয় নিশ্চিত হবে এবং এইভাবে যে শান্তি ভোগ করা হচ্ছে তা ভবিষ্যতেও করা হবে। এই বিবৃতিটি ৫ আয়াতের আলঙ্কারিক প্রশ্নের সাথে তুলনা করুন। আল্লাহ্ সুন্দর কথার খেলায় বললেন যে, দাউদকে তাঁর জন্য গৃহ (এবাদতখানা) তৈরি করতে হবে না; বরং আল্লাহ্ দাউদের জন্য একটি গৃহ তৈরি করবেন (রাজ-বংশ) যা চিরকাল থাকবে (১৬ আয়াত)। হযরত ইব্রাহিমের সময় থেকেই আল্লাহ্ ইসরাইলকে তৈরি করছিলেন, এবং এখন তিনি দাউদের জন্য রাজপ্রাসাদ তৈরি করার জন্য নিজেকে আবদ্ধ করছেন যাতে ইসরাইলের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়–প্রতিজ্ঞাত দেশে বিশ্রাম। এটা ছিল আল্লাহ্র গাঁথুনি যা রাজ্যকে প্রভাবান্বিত করে। দাউদের সাথে এই ব্যবস্থা ছিল শর্তহীন, যেমন ছিল নূহ্, ইব্রাহিম এবং পীনহসের সাথে (পয়দা ৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন চার্ট), যা শুধুমাত্র আল্লাহ্র অটল ভালাবাসা এবং সদয় উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে ছিল। এটি চূড়ান্তভাবে পূর্ণ হয়েছিল মসীহের রাজপদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এহুদা বংশে এবং দাউদের ঘরে জন্মেছিলেন (দেখুন ২৩:৫; জবুর ৮৯:৩-৪, ৩০-৩৭ এবং নোট; ১৩২:১১-১১; ইশা ৯:১-৭; ৫৫:৩; মথি ১:১; লূক ১:৩২-৩৩, ৬৯; প্রেরিত ২:২৯-৩০; ১৩:২২-২৩; রোমী ১:২-৩; ২তীম ২:৮; প্রকা ৩:৭; ৫:৫; ২২:১৬)।
৭:১২ আমি তোমার পরে তোমার বংশকে। দাউদের রাজকীয় বংশ যা তাঁর মৃত্যু পরে রাজকীয় ধারাবাহিকা রক্ষা করে যাবে, যেখানে এটি তালুতের ক্ষেত্রে ছিল বিপরীত।
৭:১২ আমার নামের জন্য সে একটি গৃহ নির্মাণ করবে। আল্লাহ্র অগ্রাধিকার হচ্ছে তাঁর নিজের রাজকীয় গৃহ, যেখানে তার সিংহাসন শেষে বিশ্রাম পাবে (১ খান্দান ৬:৩১; ২৮:২), এবং তা ইসরাইলের বিশ্রাম পাওয়া এবং দাউদের রাজবংশ (তাঁর পুত্র সোলায়মানের মধ্য দিয়ে) সুরক্ষিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ৫ আয়াতে "আমার নাম" এর সমার্থক "আমি" (১ শামু ২৫:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।
৭:১৪ আমি তার পিতা হব ও সে আমার পুত্র হবে। এই বিশেষণযুক্ত ভাষাটি আল্লাহ্ দাউদের বংশধরদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতিজ্ঞার কথা প্রকাশ করে যাদের উপর তিনি দাউদের সিংহাসন স্থাপন করবেন। এটি তাঁকে আল্লাহ্র বেছে নেওয়া লোক হিসেবে এবং আল্লাহ্র লোকেদের উপর তাঁর রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবে দাউদকে সিংহাসনে বসানো হয়েছে যাতে তিনি তাঁর নিজ নামে রাজত্ব করতে পারেন এমন লোক হিসেবে চিহ্নিত করে (জবুর ২:৭; ৪৫:৬; ৮৯:২৭ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ৮৯:২৬)। ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে এই প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করেছে (দেখুন মথি ১:১; মার্ক ১:১১; ইব ১:৫ এবং নোট)।
৭:১৫ আমার অটল মহব্বত। আল্লাহ্র বিশেষ এবং চিরস্থায়ী অনুগ্রহ (জবুর ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।
৭:১৬ তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হবে। ১১ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়াও ভূমিকা দেখুন। দাউদের কুলের জন্য একটি চিরস্থায়ী রাজ্যের প্রতিজ্ঞা পরবর্তীতে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর কেন্দ্রীয় বিষয় হয়েছে এবং ইসরাইলে মসীহী আশার উন্নতিতে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত হয়েছে।
৭:১৬-২৯ দাউদের মুনাজাত তাঁর আশ্চর্য হওয়া প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের উপর এই ধরনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করলেন যে, ইসরাইলের জন্য আল্লাহ্ যা তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর লোকেদের কাছে তাঁর নিয়মের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা এবং এর চূড়ান্ত ফলাফল হবে সারা বিশ্বে আল্লাহ্র সম্মান এবং প্রশংসা প্রদানের মধ্য দিয়ে।
৭:১৮ বাদশহ্ দাউদ ভিতরে গিয়ে। সম্ভবত তাঁবুর ভিতরে (৬:১৭) যেখানে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি রাখা হয়েছিল দাউদ গিয়ে সেখানে বসলেন। সাক্ষ্য-সিন্দুকটি ছিল আল্লাহ্র লোকেদের

মীখল

মীখল নামের অর্থ, মাবুদের মত আর কে আছেন? বাদশাহ্ তালুতের স্ত্রী অহীনোয়মের গর্ভজাত কনিষ্ঠা কন্যা (১ শামু ১৪:৪৯,৫০)। হযরত দাউদের চমৎকার ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে মীখল দাউদের প্রেমে পড়েন। তার পিতা তালুত দাউদের প্রতি তার দুর্বলতার কথা শুনতে পান এবং এটিকে তিনি দাউদের বিপক্ষে কাজ করার জন্য সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে বিয়ের পন হিসাবে ১০০ ফিলিস্তিনী পুরুষের পুরুষাংগ দাবী করেন। কিন্তু ছিলেন একজন বিজয়ী সৈন্য তাই তিনি তা পূরণ করলে মীখল তাঁর স্ত্রী হন (১ শামু ১৮:২০-২৮)। বাদশাহ্ তালুত যখন দাউদকে মেরে ফেলার জন্য লোক পাঠান, তখন মীখল দাউদকে নায়োতে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। এ সময় দাউদ পালিয়ে বেড়াবার দরুন তাঁর সাথে তার অনেক দিন পর্যন্ত সাক্ষাত হয় নি। এরই মধ্যে তাকে গল্লীম নিবাসী পল্‌টি নামক এক পুরুষের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় (১ শামু ২৫:৪৪)। কিন্তু দাউদ বাদশাহ্ হবার পর রীতি অনুসারে তাকে তাঁর আইনসিদ্ধ স্ত্রী বলে দাবি করেন এবং মীখলকে নিজের স্ত্রী হিসেবে নিয়ে আসেন (২ শামু ৩:১৩-১৬)। যেদিন মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুকটি অস্থায়ী অবস্থান থেকে পবিত্র নগরীতে রাখার জন্য আনা হয়, সেদিন মীখল দাউদের রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্যের অবমাননা দেখে তাঁকে তিরস্কার করেন, ফলে মাবুদের অভিশাপে তিনি সন্তানহীনা রয়ে যান। ২ শামু ২১:৮ আয়াতে মেরব নামে আবারও তার উল্লেখ পাওয়া যায় (১ শামু ১৮:১৯)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- দাউদকে ভালবেসেছিলেন ও তাঁর প্রথম স্ত্রী হয়েছিলেন।
- দাউদের জীবন রক্ষা করেছিলেন।
- তিনি চিন্তা করতে পারতেন ও প্রয়োজন মত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- চাপের মুখে মিথ্যে বলেছিলেন।
- তার খারাপ সময়ে নিজেকে তিক্ত হতে দিয়েছিলেন।
- তার অসুখী অবস্থার সময়ে দাউদকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা দেখাবার কারণে তাঁকে ঘৃণা করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছুই ঘটে যার জন্য আমাদের কিছু করার থাকে না কিন্তু সেই অবস্থায় আমরা কিরকম ব্যবহার করবো সেই দায়িত্ব আমাদের।
- আমরা যখন আল্লাহ্‌র অবাধ্য হই সব সময়ই তা আমাদের জন্য অশুভ ফল বয়ে নিয়ে আসে, এমন কি আমাদের কারণে অন্যদের জন্য অমঙ্গল কিছু হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কাজ:** বাদশাহ্‌র তালুতের মেয়ে, দাউদের স্ত্রী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা-মাতা: তালুত, ও অহিনোয়াম, ভাই: যোনাথন, মল্কীশূয়, অবীনাদব, ঈশবোশৎ, বোন মেরব: স্বামী দাউদ ও পল্টিয়েল।

মূল আয়াত: "আর দাউদ-নগরে মাবুদের সিন্দুকের প্রবেশ কালে তালুতের কন্যা মীখল জানালা দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন এবং মাবুদের সম্মুখে দাউদ বাদশাহ্‌কে লাফ দিতে ও নৃত্য করতে দেখে মনে মনে তুচ্ছ করলেন" (২ শামু ৬:১৬)।

১ শামুয়েলের ১৪ - ২শামুয়েল ৬ অধ্যায়ে তার কাহিনী বর্ণিত আছে। এছাড়া ১ খান্দান ১৫:২৯ আয়াতেও তার কথা উল্লেখ আছে।

তোমার গোলামের কুলের বিষয়েও সুদীর্ঘ কালের
উদ্দেশে কথা বললে; হে সার্বভৌম মাবুদ, এই কি
মানুষের নিয়ম? ২০ আর দাউদ তোমাকে আর কি
বলবে? হে সার্বভৌম মাবুদ, তুমি তো তোমার
গোলামকে জান। ২১ তুমি তোমার কালামের
অনুরোধে ও নিজের হৃদয়ানুসারে এ সব মহৎ
কাজ সাধন করে তোমার গোলামকে জানিয়েছ।
২২ অতএব, হে সার্বভৌম মাবুদ, তুমি মহান;
কারণ তোমার মত কেউই নেই ও তুমি ছাড়া
আর কোন আল্লাহ্ নেই; আমরা আমাদের কানে
যা যা শুনেছি, সেই অনুসারে এই জানি।
২৩ দুনিয়ার মধ্যে কোন্ জাতি তোমার লোক
ইসরাইলের মত? আল্লাহ্ তাকে তাঁর লোক করার
জন্য এবং তাঁর নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্ত
করতে গিয়েছিলেন, তুমি আমাদের পক্ষে মহৎ মহৎ
কাজ ও তোমার দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর কাজ
তোমার লোকদের সম্মুখে সাধন করেছিলে,
তাদেরকে তুমি মিসর, জাতিদের ও দেবতাদের
হাত থেকে মুক্ত করেছিলে। ২৪ তুমি তোমার জন্য
তোমার লোক ইসরাইলকে স্থাপন করে
চিরকালের জন্য তোমার লোক করেছ; আর হে
মাবুদ, তুমি তাদের আল্লাহ্ হয়েছ। ২৫ এখন হে
মাবুদ আল্লাহ্, তুমি তোমার গোলামের ও তার
কুলের বিষয়ে যে কথা বলেছ, তা চিরকালের
জন্য স্থির কর; যেমন বলেছ, সেই অনুসারে
কর। ২৬ তোমার নাম চিরকাল মহিমান্বিত হোক;

[৭:২০] ইউ ২১:১৭।
[৭:২২] হিজ ১০:২; কাজী ৬:১৩; জবুর ৪৪:১।
[৭:২৩] দ্বি:বি ৪:৩২-৩৮; ৩৩:২৯; ১শামু ১২:২২।
[৭:২৪] হিজ ৬:৬-৭; জবুর ৪৮:১৪।
[৭:২৬] হিজ ৬:৩; নহি ৯:৫; জবুর ৭২:১৯; ৯৬:৮; মথি ৬:৯।
[৭:২৮] হিজ ৩৪:৬; ইউ ১৭:১৭।
[৭:২৯] শুমারী ৬:২৩-২৭।
[৮:১] ইব ১১:৩২-৩৩।
[৮:২] পয়দা ১৯:৩৭; শুমারী ২১:২৯।

লোকে বলুক, বাহিনীগণের মাবুদই ইসরাইলের
আল্লাহ্; আর তোমার গোলাম দাউদের কুল
তোমার সাক্ষাতে সুস্থির হবে। ২৭ হে বাহি-
নীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্, তুমিই
তোমার গোলামের কাছে প্রকাশ করেছ, বলেছ,
"আমি তোমার জন্য একটি কুল নির্মাণ করবো,"
এই কারণ তোমার কাছে এই মুনাজাত করতে
তোমার গোলামের মনে সাহস জন্মগ্রহণ
করলো। ২৮ আর এখন, হে সার্বভৌম মাবুদ,
তুমিই আল্লাহ্, তোমারই কালাম সত্য, আর তুমি
তোমার গোলামের কাছে এই মঙ্গলযুক্ত ওয়াদা
করেছ। ২৯ অতএব মেহেরবানী করে তোমার
গোলামের কুলকে দোয়া কর; তা যেন তোমার
সম্মুখে চিরকাল থাকে; কেননা হে সার্বভৌম
মাবুদ, তুমি নিজেই এই কথা বলেছ; আর
তোমার দোয়ায় এই গোলামের কুল চিরকাল
দোয়াযুক্ত থাকুক।

বাদশাহ্ দাউদের বিজয়

৮ ১ এর পরে দাউদ ফিলিস্তিনীদের আক্রমণ
করে দমন করলেন, আর দাউদ
ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে প্রধান নগরের কর্তৃত্ব
দখল করে নিলেন। ২ আর তিনি মোয়াবীয়দের
আক্রমণ করে দড়ি দিয়ে মাপলেন, ভূমিতে শয়ন
করিয়ে হত্যা করার জন্য দুই দড়ি এবং জীবিত
রাখার জন্য সম্পূর্ণ এক দড়ি দিয়ে মাপলেন; তাতে
মোয়াবীয়েরা দাউদের গোলাম হয়ে উপঢৌকন

সামনে তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন (হিজ ২৫:২২; এছাড়াও ১ শামু ৪:৩-৪, ২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:১৯ এই কি মানুষের নিয়ম? সম্ভবত দাউদ এবং তাঁর "কুলের" প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে (তুলনা করুন ১৭:১৭)। যাহোক, এই অংশের অর্থ অনিশ্চিত।

৭:২০ গোলামকে জান। অথবা "পুরোপুরি জানা" (দেখুন হিজ ৬:৩) অথবা "স্বীকার করা" (দেখুন হোশেয় ২:২০; ৬:৬) অথবা "বাছাই করা" (দেখুন ১৮:১৯; আমোস ৩:২)। দাউদ আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাকে "ব্যবস্থা" বলে স্বীকার করলেন (২৩:৫)।

৭:২১ তোমার কালামের। সম্ভবত আল্লাহ্‌র লোকেদের কাছে তাঁর ব্যবস্থার প্রতিজ্ঞার কথা।

৭:২২ তুমি ছাড়া আর কোন আল্লাহ্ নেই। দেখুন ২২:৩২; ১ শামু ২২; তুলনা করুন হিজ ২০:৩; দ্বি:বি: ৬:৪ এবং নোট।

৭:২৩ আল্লাহ্ তাকে তাঁর লোক করার জন্য এবং তাঁর নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্ত করতে। ইসরাইলের এই অনন্যতার ক্ষেত্রে তার কোন জাতীয় অর্জন ছিল না কিন্তু আল্লাহ্ তাকে তার নিজের লোক হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন (দেখুন দ্বি:বি: ৭:৬-৮; ৩৩:২৬-২৯)। পয়দা ১১:৪ আয়াত তুলনা করে দেখুন (সেখানের নোট দেখুন)। আল্লাহ্‌র ভালবাসার ক্ষেত্রে এইভাবে বেছে নেওয়ার ভিত্তি, ইসরাইলের প্রতি তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে, যা ইসরাইলের লোকেদের কোন প্রশংসনীয় চরিত্রে জন্য নয় কিন্তু তাঁর নিজের সার্বভৌম উদ্দেশ্যের জন্য (দেখুন ১ শামু ১২:২২; দ্বি:বি:৭:৬-৮; ৯:৪-৬; নহি ৯:১০; ইশা ৬৩:১২; ইয়ার ৩২:২০-২১; ইহি ৩৬:২২-২৮; তুলনা করুন দানি ৯:১৮)।

৭:২৪ তুমি তোমার জন্য তোমার লোক। দাউদ আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর লোকেদের ব্যবস্থার সম্পর্কের সারমর্ম স্মরণ করলেন (দেখুন ইয়ার ৭:২৩ এবং নোট)।

তোমার লোক করেছ। আল্লাহ্ দাউদের প্রতি যা অঙ্গীকার করলেন তা তিনি ইসরাইলের সাথেই করলেন (জাকা ৮:৮ এবং নোট দেখুন)।

৭:২৭ তোমার গোলামের মনে সাহস জন্মগ্রহণ করলো। দাউদের মুনাজাত আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার প্রতি দাবি প্রর্দশন করে।

৭:২৮ মঙ্গলযুক্ত ওয়াদা করেছ। আল্লাহ্‌র শরীয়তের মধ্য দিয়ে পাওয়া সুবিধাগুলোর একটি সাধারণ প্রকাশ (হিজ ১০:২৯, ৩২; দি:বি: ২৬:১১; ইউসা ২৩:১৫; ইশা ৬৩:৭; ইয়ার ২৯:৩২; ৩৩:৯; দেখুন ১ শামু ২:৩২, "ভাল"; ইউসা ২১:৪৫; ২৩:১৪, "ভাল প্রতিজ্ঞাসমূহ")।

৮:১ এর পরে। ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। সময়ানুক্রমিক ভাবে এখানে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার হয়তো অনেকগুলোই পাঁচ ও ছয় অধ্যায়ের ঘটনার কোন একসময়ে ঘটেছে (৭:১ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

প্রধান নগরের। আক্ষরিক ভাবে "মেথেগ-আম্মা"। সম্ভবত গাত এবং এর চারপাশকে বুঝানোর একটি উপায়।

৮:২ মোয়াবীয়দের। লূতের বংশধরেরা (পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ এবং নোট), যারা মরু সাগরের পূর্ব এলাকা দখল করে রেখেছিল। তালুত মোয়াবীয়দের বিপক্ষে লড়েছিলেন (১ শামু ১৪:৪৭), এবং দাউদ ইসরাইল থেকে তাঁর চলে যাবার সময় তাঁর মা বাবার জন্য মোয়াবে আশ্রয় খুঁজেছিলেন (১ শামু ২২:৩-৪)। দাউদের মহান-পিতামহী রূত মোয়াবীয় ছিলেন (দেখুন

আনলো।
৩ আর যে সময়ে সোবার বাদশাহ্‌ রহোবের
পুত্র হদদেষর ফোরাত নদীর কাছে তাঁর কর্তৃত্ব
পুনরায় স্থাপন করতে যান, সেই সময় দাউদ
তাকে পুনরায় আক্রমণ করেন। ৪ দাউদ তাঁর
কাছ থেকে সতের শত ঘোড়সওয়ার ও বিশ
হাজার পদাতিক সৈন্য অধিকার করলেন, আর
দাউদ তাঁর রথের ঘোড়াগুলোর পাদশিরা কেটে
ফেললেন, কিন্তু তার মধ্যে এক শত রথের ঘোড়া
রাখলেন। ৫ পরে দামেস্কের অরামীয়েরা সোবার
হদদেষর বাদশাহ্‌র সাহায্য করতে আসলে দাউদ
সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ হাজার লোককে
আক্রমণ করলেন। ৬ আর দাউদ দামেস্কের অরাম
দেশে সৈন্যদল স্থাপন করলেন, তাতে
অরামীয়েরা দাউদের গোলাম হয়ে উপঢৌকন
আনলো। এই ভাবে দাউদ যে কোন স্থানে
যেতেন, সেই স্থানে মাবুদ তাঁকে বিজয়ী
করতেন। ৭ আর দাউদ হদদেষরের গোলামদের
সমস্ত সোনার ঢাল খুলে জেরুশালেমে আনলেন।
৮ আর বাদশাহ্‌ দাউদ হদদেষরের বেটহ ও
বেরোথা নগর থেকে বিস্তর ব্রোঞ্জ আনলেন।
৯ আর দাউদ হদদেষরের সমস্ত সৈন্য দলকে
আক্রমণ করেছেন শুনে হমাতের বাদশাহ্‌ তয়ি
বাদশাহ্‌ দাউদের কুশল জিজ্ঞাসা করার জন্য,
১০ এবং তিনি হদদেষরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে

[৮:৩] ২শামু ১০:১৬, ১৯; ১বাদশা ১১:২৩।
[৮:৪] পয়দা ৪৯:৬; ইউসা ১১:৯।
[৮:৫] পয়দা ১৪:১৫; ২শামু ১০:৬; ১বাদশা ১১:২৪।
[৮:৬] ১বাদশা ২০:৩৪।
[৮:৭] ২বাদশা ১১:১০।
[৮:৮] ইহি ৪৭:১৬।
[৮:৯] লূক ১৪:৩১-৩২।
[৮:১১] ১খান্দান ২৬:২৬; ২খান্দান ৫:১।
[৮:১২] শুমারী ২৪:২০।
[৮:১৩] ২বাদশা ১৪:৭।
[৮:১৪] ইশা ৩৪:৫; ৬৩:১; ইয়ার ৪৯:৭; ইহি ২৫:১২।
[৮:১৫] পয়দা ১৮:১৯; ১বাদশা

আক্রমণ করেছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন
জানাবার জন্য তাঁর পুত্র যোরামকে তাঁর কাছ
প্রেরণ করলেন; কেননা হদদেষরের সঙ্গে
তয়িরও যুদ্ধ হয়েছিল। যোরাম রূপার পাত্র,
সোনার পাত্র ও ব্রোঞ্জের পাত্র সঙ্গে নিয়ে
আসলেন। ১১ তাতে বাদশাহ্‌ দাউদ সেই সমস্ত
দ্রব্যও মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র করলেন আর যে
সমস্ত জাতিকে তিনি বশীভূত করেছিলেন তাদের
কাছ থেকে পাওয়া রূপা ও সোনাও তিনি পবিত্র
করেছিলেন। ১২ ফলত ইদোম, মোয়াব,
অম্মোনীয় এবং ফিলিস্তিনী ও আমালেকীয়দের
কাছ থেকে এবং সোবার রাজা রহোবের পুত্র
হদদেষরের কাছ থেকে এই সমস্ত সোনা ও রূপা
লাভ করেছিলেন।
১৩ আর দাউদ অরামকে আক্রমণ করে ফিরে
আসার সময় লবণ-উপত্যকায় আঠারো হাজার
জনকে হত্যা করে অতিশয় বিখ্যাত হলেন।
১৪ পরে দাউদ ইদোমে সৈন্যদল স্থাপন করলেন,
সমস্ত ইদোমে সৈন্যদল রাখলেন এবং সমস্ত
ইদোমীয় লোক দাউদের গোলাম হল। আর
দাউদ যে কোন স্থানে যেতেন, সেই স্থানে মাবুদ
তাঁকে বিজয়ী করতেন।

বাদশাহ্‌ দাউদের কর্মকর্তারা

১৫ দাউদ সমস্ত ইসরাইলের উপরে রাজত্ব
করলেন; দাউদ তাঁর সমস্ত লোকের পক্ষে বিচার

রূত ১:৪; ৪:১৩, ২১-২২)।

৮:৩ হদদেষর। এর অর্থ “হদদ হচ্ছেন (আমার) সাহায্য।” হদদ হচ্ছে অম্মোনীয় দেবতা যিনি কেনানীয় দেবতা বালের মতই ছিলেন।

সোবা। তালুত পূর্বে সোবার বাদশাহ্‌দের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন (১ শামু ১৪:৪৭), যে এলাকাটি ছিল স্পষ্টতই লেবানন এবং এন্টি লেবাননের মধ্যেকার বাকা উপতক্যায়। সোবার বাদশাহ্‌দের বিপক্ষে তালুতের পূর্বে বিজয়গুলো ইসরাইলদের নিয়ন্ত্রণ ইউফ্রেটিস উপত্যকার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল।

ফোরাত নদী। হযরত ইব্রাহিমকে দেওয়া প্রতিজ্ঞাত দেশটির মধ্যে মিসরের সীমানা থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত এলাকা ছিল (পয়দা ১৫:১৮; দ্বি:বি: ১:৭ এবং নোট; ১১:২৪; ইউসা ১:৪ এবং নোট)। এখানে প্রতিজ্ঞার অন্ততপক্ষে আরেকটি শর্তাধীন পূর্ণতা দেখতে পাওয়া যায় (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৪:২১, ২৪ এবং নোট; আরও দেখুন পয়দা ১৭:৮; ইউসা ২১:৪৩-৪৫)।

৮:৪ রথের ঘোড়াগুলোর পাদশিরা কেটে ফেললেন। ইউসা ১১:৬ আয়াত এবং নোট দেখুন। দাউদের এই কাজের মধ্য দিয়ে দেখায় যে, সৈন্য বাহিনীর মধ্যে রথ রাখার খুব একটা মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। যাহোক খুব সম্ভবত তিনি পুরানো ঐশ্বরিক হুকুমের প্রতি বাধ্যতা দেখাচ্ছিলেন যে, “নিজের জন্য বহু সংখ্যক ঘোড়া না রাখা” (দ্বি:বি: ১৭:১৬; তুলনা করুন ১ শামু ৮:১১ এবং নোট দেখুন)।

৮:৫ অরামীয়দের। দ্বি:বি: ২৬:৫; ১ খান্দান ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

সোবার হদদেষর বাদশাহ্‌র সাহায্য করতে আসলে। তারা উত্তরে ইসরাইলীয়দের বৃদ্ধির বিষয়ে ভয় পেল।

৮:৬, ১৪ দাউদ যে কোন স্থানে যেতেন, সেই স্থানে মাবুদ তাঁকে বিজয়ী করতেন। এই বাক্যটি দাউদের বিজয়গুলোকে এই অংশে (১-১৪ আয়াত) দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারমর্ম প্রদান করে এবং পাঠকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দাউদ নন, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর লোকেদের সত্যিকারের ত্রাণকর্তা।

৮:৭ সোনার ঢাল। এই ঢালগুলোকে সোনার কারুকাজ দ্বারা সাজানো হতো। এটা অনেকটা “লোহার রথ” যদিও সেগুলো সম্পূর্ণটা লোহার ছিল না কিন্তু বিশেষ কিছু অংশে লোহা ব্যবহার করা হতো, সোনার ঢালগুলো ঠিক তেমনি ছিল (দেখুন ইউসা ১৭:১৬ এবং নোট)।

৮:৮ ব্রোঞ্জ। পরবর্তীতে সোলায়মানের এবাদতখানা তৈরির সময় ব্যবহার করেছিলেন (১ খান্দান ১৮:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

৮:৯ হমাত। এটি একটি রাজ্য যা সোবার উত্তরে ওরনেট নদীর কেন্দ্রে অবস্থিত (৩ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

৮:১৩ আঠারো হাজার। বাদশাহ্‌ হিসেবে, দাউদ ১৮,০০০ ইদোমীয়কে মেরে ফেলবার জন্য বাহবা পেলেন। যাহোক, অবীশয় ছিলেন যুদ্ধে দাউদের সৈন্যবাহিনীর একজন কমাণ্ডার (দেখুন ১ খান্দান ১৮:১২ এবং নোট)। যোয়াবের নেতৃত্বে ১২,০০০ ইদোমীয়কে মেরে ফেলা হল এবং জবুর ৬০ এর শিরোনাম অনুযায়ী সম্ভবত ১৮,০০০ এর অংশ ছিল এটি।

লবণ উপত্যকা। দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৪:৭ আয়াত এবং নোট দেখুন; আরও দেখুন জবুর ৬০ এর শিরোনাম।

৮:১৫ বিচার ও ন্যায়। একজন সত্যিকারের দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত বাদশাহ্‌ হিসেবে, আল্লাহ্‌র সঠিক মানদণ্ডের প্রতি লেগে থাকার (১ শামু ৮:৩; ১২:৩; জবুর ১১৯:১২১ আয়াতের নোট দেখুন),

BACIB
International Bible
CHURCH

ও ন্যায় সাধন করতেন। [১৬] আর সরূয়ার পুত্র
যোয়াব প্রধান সেনাপতি ছিলেন; এবং অহীলূদের
পুত্র যিহোশাফট ইতিহাস লেখক ছিলেন; [১৭] আর
অহীটূবের পুত্র সাদোক ও অবীয়াথরের পুত্র
অহীমেলক ইমাম ছিলেন; এবং সরায় লেখক
ছিলেন; [১৮] আর যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয়
ও পলেথীয়দের উপরে নিযুক্ত ছিলেন; এবং
দাউদের পুত্ররা রাজমন্ত্রী ছিলেন।

মফীবোশতের প্রতি দাউদের রহম

৯ [১] পরে দাউদ বললেন, আমি যোনাথনের
জন্য যার প্রতি দয়া করতে পারি, এমন
কেউ কি তালুতের কুলে অবশিষ্ট আছে? [২] সীবঃ
নামে তালুতের কুলের এক জন গোলাম ছিল,
তাকে দাউদের কাছে ডাকা হলে বাদশাহ্‌ তাকে
বললেন, তুমি কি সীবঃ? সে বললো, আপনার
গোলাম সেই বটে। [৩] বাদশাহ্‌ বললেন, আমি
যার প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া দেখাতে পারি, তালুতের

ইব ১১:৩৩।
[৮:১৬] ইশা ৩৬:৩, ২২।
[৮:১৭] ইশা ৩৬:৩; ইয়ার ৩৬:১২।
[৮:১৮] ২শামু ২০:২৩; ২৩:২০।
[৯:১] ১শামু ২০:১৪-১৭, ৪২; ২৩:১৮।
[৯:২] ২শামু ১৬:১-৪; ১৯:১৭, ২৬, ২৯।
[৯:৩] ১খান্দান ৮:৩৪; ১শামু ২০:১৪।
[৯:৪] ২শামু ১৭:২৭-২৯।
[৯:৬] পয়দা ৩৭:৭।
[৯:৭] আয়াত ১৩; ২শামু ১৯:২৮;

কুলে এমন কেউই কি অবশিষ্ট নেই? সীবঃ
বাদশাহ্‌কে বললো, যোনাথনের এক জন পুত্র
এখনও অবশিষ্ট আছেন, তিনি চরণে খঞ্জ।
[৪] বাদশাহ্‌ বললেন, সে কোথায়? সীবঃ
বাদশাহ্‌কে বললো, দেখুন, তিনি লো-দবারে
অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাড়িতে আছেন।
[৫] পরে বাদশাহ্‌ দাউদ লোদবারে লোক প্রেরণ
করে অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাড়ি থেকে
তাকে আনালেন। [৬] তখন তালুতের পৌত্র
যোনাথনের পুত্র মফীবোশৎ দাউদের কাছে এসে
ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে সালাম করলেন। তখন
দাউদ বললেন, মফীবোশৎ! জবাবে তিনি
বললেন, দেখুন, এই আপনার গোলাম। [৭] দাউদ
তাঁকে বললেন, ভয় করো না, আমি তোমার
পিতা যোনাথনের জন্য অবশ্য তোমার প্রতি দয়া
করবো, আমি তোমার পিতামহ তালুতের সমস্ত
ভূমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, আর তুমি প্রতিদিন

মধ্য দিয়ে দাউদের রাজত্বের প্রভেদ করা হয়েছে, যেভাবে শামুয়েলের “রাজপদের অধিকার এবং কর্তব্য” এর প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নি (দেখুন ১ শামু ১০:২৫; ১ বাদশাহ্‌ ২:৩-৪ আয়াত এবং নোট)।

৮:১৬ যোয়াব প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ২:১৩; ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

ইতিহাস লেখক। এই কর্মকর্তার মূল্যবান কাজের বিষয়ে নির্দেশ করা হয় নি, যদিও এই পদটি রাজদরবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল এবং তা রাজ্যের পুরো সময়ে বহল ছিল (দেখুন ২বাদশাহ্‌ ১৮:১৮, ৩৭; ২ খান্দান ৩৪:৮)। হয়তো তিনি রাজকীয় বিষয়ে একরকম প্রধান প্রশাসক ছিলেন যার অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে বংশাবলি ও ইতিহাস লিখে রাখতেন।

৮:১৭ অহীটূবের পুত্র সাদোক। এই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে এখানে, সাদোক ছিলেন মহা-ইমাম হারুনের ছেলে ইলিয়াসরের বংশধর (১ খান্দান ৬:৪-৮, ৫০-৫২; ২৪:১-৩ দেখুন)। তার বাবা অহীটূব এর সাথে ইখাবোদের ভাইয়ের সাথে একই নামের কারণে মিলিয়ে ফেললে হবে না (১ শামু ১৪:৩)। সাদোক দাউদের রাজত্বের সময় তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন (১৫:২৪-২৯; ১৭:১৫-১৬; ১৯:১১)। দাউদের উত্তরাধিকারী হিসেবে সোলায়মানকে চূড়ান্তভাবে অভিষিক্ত করেছিলেন নাথন এবং সাদোক (১ বাদশাহ্‌ ১:৪৩-৪৫)।

অবীয়াথরের পুত্র অহীমেলক। যারা পাক-কিতাব কপি করতেন তারা হয়তো এখানে ভুল করেছিলেন (আরও দেখুন ১ খান্দান ২৪:৬) যেখানে দুটো নাম পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে। ১ শামু ২২:২০ আয়াতের অবিয়াথরকে “আবিমালেকের ছেলে” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে এটিও সত্য হতে পারে যে, ১ শামু ২২:২০ আয়াতের অবিয়াথরের ছেলের নাম আবিমালেক রাখা হয়েছিল (তার পিতামহের নামানুসারে), কিন্তু এ ধরনের কোন ব্যক্তিকে সাদোকের সহকর্মী হিসেবে শামুয়েল এবং বংশাবলির লেখায় দেখা যায় না, যেখানে অবিয়াথরকে সবসময় দেখা যায় (১৫:২৯, ৩৫; ১৭:১৫; ১৯:১১; ২০:২৫; ১ বাদশাহ্‌ ১:৭-৮; ২:৩৫; ৪:৪)।

সরায় লেখক ছিলেন। সম্ভবত একই ব্যক্তিকে অন্য জায়গায় শবা (২০:২৫), শিশা (১ বাদশাহ্‌ ৪:৩) এবং শব্‌শ (১ খান্দান ১৮:১৬) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দায়িত্বের মধ্যে সম্ভব ছিল দেশীয় এবং বিদেশী যোগাযোগ চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম (২বাদশাহ্‌ ১২:১০-১২)।

৮:১৮ করেথীয়। ১ শামু ৩০:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

পলেথীয়। সম্ভবত “ফিলিস্তিনী” এর বিকল্প শব্দ।

রাজমন্ত্রী। কিছু আগের অনুবাদ এই শব্দটির ক্ষেত্রে “ইমাম” এর চেয়ে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। খান্দাননামায় এই লোকেদের বলা হয়েছে “বাদশাহ্‌র পক্ষে প্রধান কমকর্তাগণ” (১ খান্দান ১৮:১৭; সেখানকার নোট দেখুন)।

৯:১-১৩ এই অধ্যায়ের ঘটনাগুলো দাউদের জেরুশালেম দখল করার অনেক বছর পরে ঘটেছিল। মফীবশত তার বাবার মৃত্যুর সময় ৫ বছর বয়সী ছিলেন (৪:৪); এখন তার নিজেরই ছেলে রয়েছে (১২ আয়াত)। মফীবশতের অবস্থা এবং তার প্রতি দাউদের দয়ালু ব্যবহার পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে, তালুতের পুরানো রাজকীয় ঘর থেকে সম্ভাব্য হুমকি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

৯:১ আমি যোনাথনের জন্য যার প্রতি দয়া করতে পারি। দাউদ যোনাথনের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান নি (তুলনা করুন ১ শামু ২০:১৪-১৭, ৪২)।

৯:২ সীবঃ। তালুতের ভূসম্পত্তির প্রধান রক্ষণাক্ষেণকারী, যা উত্তরাধিকারসূত্রে তালুতের প্রথমজাত যোনাথনের ছেলে মফীবশত পেয়েছিলেন (দেখুন ১৬:১-৪; ১৯:১৭)।

৯:৩, ১৩ তিনি চরণে খঞ্জ। এবং এই কারণে তিনি দাউদের পদে বাদশাহ্‌ হিসেবে প্রতিযোগীতায় অযোগ্য প্রমাণিত হলেন (৪:৪ এবং নোট দেখুন)।

৯:৩ যোনাথনের এক জন পুত্র। তালুতের আরও বংশধর ছিল (দেখুন ২১:৮), কিন্তু সিবঃ শুধু তার কথাই বললেন যার উপর দাউদের প্রধান আগ্রহ থাকবে।

৯:৪ মাখীর। স্পষ্টতই মফিবশতের একজন ধনী পৃষ্ঠপোষক যিনি পরে দাউদকে সাহায্য করতে এসেছিলেন (১৭:২৭)।

লো-দবার। এই স্থানটি ট্রান্স জর্ডানে গিলিয়দীয়দের এলাকার বেশ ভিতরে অবস্থিত।

৯:৭ তালুতের সমস্ত ভূমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব। হয়তো বাদশাহ্‌ হিসেবে যা তালুত অর্জন করেছিলেন তা দাউদ অধিকারে নিয়েছিলেন অথবা সীবঃ একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে এর অধিকার নিয়েছিলেন এবং তা থেকে লাভ গ্রহণ

BACIB
International Bible CHURCH

চুক্তি বা নিয়ম

চুক্তি বা নিয়ম হল আইনগত ভাবে দুই পক্ষকে এক সুতোয় বাধা যেখানে দু'পক্ষেরই কিছু করণীয় আছে বা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়। ইতিহাসের সময় ধরে আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর লোকদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন– তিনি তাঁর দিক থেকে করণীয় সবটুকু করবেন যদি লোকেরা তাদের দায়িত্ব পালন করে। নিচে সাতটি চুক্তি বা নিয়ম উল্লেখ করা হল যা কিতাবুল মোকাদ্দসে পাওয়া যায়।

চুক্তির নাম ও রেফারেন্স	আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতিজ্ঞা	চিহ্ন
আদনীয় চুক্তি পয়দায়েশ ৩:১৫	শয়তান ও মানব জাতি শত্রু হবে।	সন্তান প্রসবের সময় যন্ত্রনা হবে
নূহের সঙ্গে চুক্তি পয়দায়েশ ৯:৮-১৭	মাবুদ আল্লাহ্‌ আর কখনও বন্যা দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না।	মেঘধনুক
ইব্রাহিমের সঙ্গে চুক্তি পয়দায়েশ ১৫:১২-২১; ১৭:১-১৪	ইব্রাহিমের বংশধর এই পৃথিবীতে মহান হবে যদি তারা আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়। মাবুদ তাদের চিরকালের আল্লাহ্‌ হবেন।	আগুনের ধোয়া ও মশাল
সিনাই বা তূর পাহাড়ে চুক্তি হিজরত ১৯:৫,৬ আয়াত	বনি-ইসরাইল আল্লাহ্‌র বিশেষ লোক হবে– একটি পবিত্র জাতি হবে। কিন্তু এই চুক্তিতে তাদের অংশটুকু তাদের অবশ্যই পালন করতে হবে ও বাধ্য থাকতে হবে।	হিজরত করা
লেবীয়দের সঙ্গে চুক্তি শুমারী ২৫:১০-১৩	হারোনের বংশধররা চিরকালীন ইমাম হবেন।	হারোনীয় বংশধর
দাউদীয় চুক্তি ২ শামুয়েল ৭:১৩; ২৩:৫	দাউদের বংশের মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য নাজাত আসবে– তাঁর বংশের মধ্য দিয়েই মসীহ্‌ এই দুনিয়াতে জন্ম নেবেন।	দাউদের বংশ চলতে থাকবে ও তাঁর মধ্য দিয়েই মসীহ্‌ জন্ম নিয়েছিলেন।
নতুন চুক্তি ইবরানী ৮:৬-১৩	ঈসা মসীহের উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে গুনাহের ক্ষমা ও নাজাত পাওয়া যায়।	মসীহের পুনরুত্থান

আমার খাবার টেবিলে ভোজন করবে। ৮ তাতে
তিনি ভূমিতে উবুড় হয়ে বললেন, আপনার এই
গোলাম কে যে, আপনি আমার মত মৃত কুকুরের
প্রতি দৃষ্টি করছেন?
৯ পরে বাদশাহ্‌ তালুতের ভৃত্য সীবঃকে ডেকে
এনে বললেন, আমি তোমার মালিকের পুত্রকে
তালুত ও তাঁর সমস্ত কুলের সর্বস্ব দিলাম।
১০ আর তুমি, তোমার পুত্ররা ও গোলামেরা তাঁর
জন্য ভূমি চাষ করবে এবং তোমার মালিকের
পুত্রের খাদ্যের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য এনে দেবে; কিন্তু
তোমার মালিকের পুত্র মফীবোশৎ নিত্য আমার
মেজে ভোজন করবেন। ঐ সীবের পনের জন
পুত্র ও বিশ জন গোলাম ছিল। ১১ তখন সীবঃ
বাদশাহ্‌কে বললো, আমার মালিক বাদশাহ্‌ তাঁর
গোলামকে যে যে হুকুম করলেন, সেই অনুসারে
আপনার এই গোলাম সমস্তই করবে। আর
মফীবোশৎ রাজপুত্রদের একজনের মত বাদশাহ্‌র
খাবার টেবিলে ভোজন করতে লাগলেন।
১২ মফীবোশতের মিকাহ্‌ নামে একটি পুত্র-সন্তান
ছিল। আর সীবের বাড়িতে বাসকারী সমস্ত লোক
মফীবোশতের গোলাম ছিল। ১৩ মফীবোশৎ
জেরুশালেমে বাস করলেন, কেননা তিনি
প্রতিদিন বাদশাহ্‌র মেজে ভোজন করতেন। তিনি
উভয় চরণে খঞ্জ ছিলেন।

অম্মোনীয় ও অরামীয়দের পরাজয়

১০ ১ এর পরে অম্মোনীয় বাদশাহ্‌র মৃত্যু
হলে তাঁর পুত্র হানূন তাঁর পদে বাদশাহ্‌
হলেন। ২ তখন দাউদ বললেন, হানূনের পিতা
নাহশ আমার প্রতি যেমন সদয় ব্যবহার
করেছিলেন, আমিও হানূনের প্রতি তেমনি সদয়
ব্যবহার করবো। পরে দাউদ তাঁকে পিতৃশোকে
সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর কয়েকজন গোলামকে
প্রেরণ করলেন। তখন দাউদের গোলামেরা
অম্মোনীয়দের দেশে উপস্থিত হল। ৩ কিন্তু
অম্মোনীয়দের নেতৃবর্গ তাঁদের প্রভু হানূনকে
বললেন, আপনি কি মনে করছেন যে, দাউদ
আপনার পিতার সম্মান করে বলে আপনার কাছে
সান্ত্বনাকারীদের পাঠিয়েছে? দাউদ কি নগরের
সন্ধান নেবার ও নগরের বিষয়ে খোঁজ-খবর
নিয়ে পরে সেটা ধ্বংস করার জন্য তাঁর
গোলামদের পাঠায় নি? ৪ তখন হানূন দাউদের
গোলামদের ধরে তাদের দাড়ির অর্ধেক ক্ষৌরি
করিয়ে দিলেন ও পোশাকের অর্ধেক অর্থাৎ
নিতম্বদেশ পর্যন্ত কেটে তাদের বিদায় করলেন।
৫ পরে তারা দাউদকে এই কথা বলে পাঠালে,
তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লোক
পাঠালেন; কেননা তারা ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল।
বাদশাহ্‌ বলে পাঠালেন, যতদিন তোমাদের দাড়ি
না বাড়ে, ততদিন তোমরা জেরিকোতে থাক,
তারপর ফিরে এসো।
৬ অম্মোনীয়রা যখন দেখতে পেল যে, তারা
দাউদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছে, তখন
অম্মোনীয়রা লোক পাঠিয়ে বৈৎ-রহোবস্থ ও
সোবাস্থিত অরামীয় বিশ হাজার পদাতিক, এক

২১:৭; ১বাদশা ২:৭; ২বাদশা :২৯; ইয়ার ৫২:৩৩।
[৯:৮] ২শামু ৪:৪।
[৯:১০] ২শামু ১৬:৩।
[৯:১১] আইউ ৩৬:৭; জবুর ১১৩:৮।
[৯:১২] ২শামু ৪:৪ ২ ঝধসঁবষ ১০।
[১০:২] ১শামু ১১:১।
[১০:৩] শুমারী ২১:৩২।
[১০:৪] লেবীয় ১৯:২৭; ইশা ৭:২০; ১৫:২; ৫০:৬; ৫২:১৪; ইয়ার ৪৮:৩৭; ইহি ৫:১।
[১০:৬] পয়দা ৩৪:৩০।

করতেন (দেখুন ১৬:১-৪; ১৯:২৬-৩০)।

তুমি নিত্য আমার মেজে ভোজন করবে। এটি ছিল সম্মান জানানো– কিন্তু সম্ভবত দাউদ যেন তাকে চোখে চোখে রাখতে পারেন (১ শামু ২০:২৪-২৭; ২বাদশাহ্‌ ২৫:২৯; ইয়ার ৫২:৩৩)। যেকোন পরিস্থিতিতে, মফীবশতের আর্থিক সাহায্য তালুতের সম্পত্তি থেকে আসা আয়ের মধ্য দিয়ে পূরণ করা হতো।

৯:৮ মৃত কুকুর। নিজেকে মর্যাদাশূন্য করার একটি প্রকাশ। লেখক এখানে "(মরা) কুকুর" ব্যবহার করেছেন যাতে একটি বড় প্রভাব পড়ে। প্রথমে জালুত ঘৃণাপূর্ণভাবে নবীন যোদ্ধাকে অবজ্ঞা করে বলেছিল, "আমি কি কুকুর ...?" (১ শামু ১৭:৪৩)– এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার নিজের পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিল। তারপর দাউদ স্ব-বিনয়ীভাবে তাকে একটি "মরা কুকুর" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন (১ শামু ২৪:১৪) এটি বুঝানোর জন্য যে, ইসরাইলের বাদশাহ্‌ তালুতের তাঁকে এতটা মূল্য দেওয়া উচিত না যে, তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। নাবালের কাহিনীতে, কালুতের (কুকুরের) বংশধর হিসাবে এবং তার হঠাৎ মৃত্যু তালুতের এই বৈশিষ্ট প্রকাশ করে এবং তার অসুখকর সমাপ্তের পূর্বাভাস দেয় (১ শামু ২৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে তালুতের নাতি এবং ১৬:৯ আয়াতে তালুতের এক আত্মীয় যারা দাউদকে অভিশাপ দেয় তাদেরকে একইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। লেখকের এখানে "মরা কুকুর" বলা তাদের বিষয়ে যোগ্য বৈশিষ্ট উপস্থাপন করে যারা বোকার মত প্রভুর অভিষিক্তকে অবজ্ঞা এবং বিরোধিতা করে, যেখানে দাউদের স্ব-বিনয়ীভাব (দেখুন ৭:১৮; ১ শামু ১৮:১৮) তাঁর পদউন্নতির সহায়ক (তুলনা করুন ১ পিতর ৫:৬)।

৯:১২ মিকাহ্‌ নামে একটি পুত্র-সন্তান ছিল। যার আরও বংশধর ছিল (১ খান্দান ৮:৩৫-৩৯)।

১০:১ তৎপরে। ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। *বাদশাহ্‌* নাহশ (দেখুন ২ পদ; ১ শামু ১১)।

১০:২ সদয় ব্যবহার করবো। হিব্রুতে এই ভাবটি এই ইঙ্গিত দেয় যে ইসরাইলীয় এবং অম্মোনীয়দের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক সমঝোতা ছিল (তুলনা করুন ১ শামু ২০:৮)।

১০:৩, ১৪ নগরের সন্ধান। রব্বা, যেটি ছিল রাজধানী (১১:১; ১২:২৬)। দ্বি:বি: ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৪ দাড়ির অর্ধেক ক্ষৌরি করিয়ে দিলেন। সেই সময়কার যুগে এই কাজটিকে ধরা হত সবচেয়ে অপমানজনক কাজ (তুলনা করুন ইশা ৭:২০)।

পোশাকের অর্ধেক অর্থাৎ নিতম্বদেশ পর্যন্ত। এটি ছিল বন্দীদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার একটি রীতি (তুলনা করুন ইশা ২০:৪)।

১০:৫ জেরিকো। ইউসা ৬:১; ১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন। ইউসার যুদ্ধ জয় এবং আহাবের সময়ের মাঝখানের বছরগুলোতে জেরিকো শহর জনশূন্য ছিল।

১০:৬ ঘৃণার পাত্র। ১ শামু ১৩:৪ এর নোট দেখুন।

বৈৎ-রহোব। শুমারী ১৩:২১; কাজী ১৮:২৮ আয়াত এবং নোট

হাজার লোকসুদ্ধ মাখার বাদশাহ্ এবং টোবের
বারো হাজার লোককে বেতন দিয়ে আনাল।
৭ এই সংবাদ পেয়ে দাউদ যোয়াব ও বিক্রমশালী
সমস্ত সৈন্যকে সেখানে প্রেরণ করলেন।
৮ অম্মোনীয়রা বাইরে এসে নগর-দ্বারের
প্রবেশস্থানে যুদ্ধের জন্য সৈন্য রচনা করলো এবং
সোবার ও রহোবের অরামীয়েরা, আর টোবের ও
মাখার লোকেরা মাঠে খোলা মাঠে রইল।
৯ এভাবে সম্মুখে ও পিছনে দুই দিকেই তাঁর
প্রতিকূলে যুদ্ধ হবে দেখে যোয়াব ইসরাইলের
সমস্ত মনোনীত লোকের মধ্য থেকে লোক বেছে
নিয়ে অরামীয়দের সম্মুখে সৈন্য রচনা করলেন;
১০ আর অবশিষ্ট লোকদের তিনি তাঁর ভাই
অবীশয়ের হাতে তুলে দিলেন; আর তিনি
অম্মোনীয়দের সম্মুখে সৈন্য রচনা করলেন।
১১ তিনি বললেন, যদি অরামীয়েরা আমার চেয়ে
বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্য করবে;
আর যদি অম্মোনীয়রা তোমার চেয়ে বলবান হয়,
তবে আমি গিয়ে তোমার সাহায্য করবো।
১২ সাহস কর; আমাদের জাতির জন্য ও
আমাদের আল্লাহ্‌র সকল নগরের জন্য আমরা
নিজেদের শক্তিশালী করবো; আর মাবুদের
দৃষ্টিতে যা ভাল, তিনি তা-ই করুন। ১৩ পরে
যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা অরামীয়দের
বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মুখীন হলে তারা তাঁর সম্মুখ
থেকে পালিয়ে গেল। ১৪ আর অরামীয়েরা
পালিয়ে গেছে দেখে অম্মোনীয়রাও অবীশয়ের
সম্মুখ থেকে পালিয়ে নগরে প্রবেশ করলো। পরে
যোয়াব অম্মোনীয়দের কাছ থেকে জেরুশালেমে
ফিরে আসলেন।
১৫ অরামীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা
ইসরাইলের সম্মুখে পরাজিত হল, তখন তারা
আবার জমায়েত হল। ১৬ আর হদদেষর লোক
পাঠিয়ে (ফোরাত) নদীর পারস্থ অরামীয়দের বের

[১০:৭] ২শামু ২:১৮।
[১০:১০] ১শামু ২৬:৬।
[১০:১২] দ্বিঃবি ১:২১; ৩১:৬; ইফি ৬:১০।
[১০:১৪] ২শামু ৮:১২।
[১০:১৯] ১বাদশা ১১:২৫; ২২:৩১; ২বাদশা ৫:১।
[১১:১] ১বাদশা ২০:২২, ২৬।
[১১:২] দ্বিঃবি ২২:৮; ইউসা ২:৮।
[১১:৩] ১খান্দান ৩:৫।
[১১:৪] লেবীয় ২০:১০; ইয়াকুব ১:১৪-১৫।

করে আনলেন; তারা হেলমে উপস্থিত হল;
হদদেষরের দলের সেনাপতি শোবক তাদের
প্রধান ছিলেন। ১৭ পরে দাউদকে এই সংবাদ
দেওয়া হলে তিনি সমস্ত ইসরাইলকে একত্র
করলেন এবং জর্ডান পার হয়ে হেলমে উপস্থিত
হলেন। তাতে অরামীয়েরা দাউদের সম্মুখে সৈন্য
রচনা করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলো। ১৮ আর
অরামীয়েরা ইসরাইলের সম্মুখ থেকে পালিয়ে
গেল; আর দাউদ অরামীয়দের সাত শত
রথচালক ও চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য
হত্যা করলেন এবং তাদের দলের সেনাপতি
শোবককেও আঘাত করলেন, তাতে তিনি সেই
স্থানে মারা পড়লেন। ১৯ হদদেষরের অধীন
সমস্ত বাদশাহ্ যখন দেখলেন যে, তাঁরা
ইসরাইলের সম্মুখে পরাজিত হয়েছেন, তখন
তাঁরা ইসরাইলের সঙ্গে সন্ধি করে তাদের গোলাম
হলেন; সেই সময় থেকে অরামীয়েরা ভয় পেয়ে
অম্মোনীয়দের আর সাহায্য করে নি।

বাদশাহ্ দাউদের গুনাহ্

১১ ১ পরে বসন্তকাল ফিরে আসলে
বাদশাহ্‌রা যখন যুদ্ধে গমন করেন
তখন দাউদ যোয়াবকে, তাঁর সঙ্গে তাঁর
গোলামদের ও সমস্ত ইসরাইলকে পাঠালেন;
তারা গিয়ে অম্মোনীয়দের সংহার করে রব্বা
নগর অবরোধ করলো; কিন্তু দাউদ জেরুশালেমে
থাকলেন।
২ একদিন বিকালে দাউদ বিছানা থেকে উঠে
রাজপ্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছিলেন, আর ছাদ
থেকে দেখতে পেলেন যে, একটি স্ত্রীলোক
গোসল করছে; স্ত্রীলোকটি দেখতে বড়ই সুন্দরী
ছিল। ৩ দাউদ তার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লোক
পাঠালেন। এক জন বললো, এ কি ইলিয়ামের
কন্যা, হিট্টিয় উরিয়ের স্ত্রী বৎশেবা নয়? ৪ তখন
দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন এবং সে

দেখুন।
সোবা। ৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
মাখা। দ্বিঃবিঃ ৩:১৪ পদে এবং নোট; ইউসা ১২:৫; ১৩:৩ দেখুন।
টোব। কাজী ১১:৩-৬ আয়াত দেখুন এবং ১১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
১০:১০ অবীশয়। ১ শামু ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।
১০:১৬ হদদেষর। ৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
১০:১৮ সাত শত। খুব সম্ভবত এটি যারা কপি করেছেন তাদের ভুল; ১ খান্দান ১৯:১৮ পদে এই সংখ্যাটি হচ্ছে ৭,০০০।
১০:১৯ তাঁরা ইসরাইলের সঙ্গে সন্ধি করে। এখানে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, হদদেষর নিজে ইসরাইলের সাথে শান্তি-চুক্তি করেছিলেন যেহেতু তার অধীন সমস্ত বাদশাহ্‌গণ পরাজয়ের পরিণাম হিসেবে তা করেছিলেন। এই ঘটনাটি ভিনদেশী শক্তিগুলোর বিপক্ষে দাউদের শেষ বড় ধরনের অভিযানের প্রতিনিধিত্ব করে।
১১:১ বসন্তকালে। ১০ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পরের বছর যখন বাদশাহ্‌গণ যুদ্ধে গমন করতেন। তখন বৃষ্টির কাল শেষ হত। তখন রাস্তাগুলো যাতায়াত যোগ্য হত এবং বসন্তের ফসল সৈন্যবাহিনীদের কুচকাওয়াজ করার সময় এবং তাদের পশুপাখিদেরর খাদ্যের যোগান দিত।
রব্বা। ১০:৩, ১৪ আয়াতের নোট দেখুন। যদিও এখন তারা একা (দেখুন ১০:১৯) কিন্তু তখনও পর্যন্ত অম্মোনীয়রা দাউদের অধীনে আসে নি।
১১:২ রাজপ্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছিলেন। যেখানে তিনি সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করতে পারতেন (১ শামু ৯:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।
১১:৩ ইলিয়াম। খুব সম্ভবত সেই একই ইলিয়াম যিনি দাউদের দেহরক্ষীদের মধ্যে একজন এবং তাঁর মন্ত্রী অহীথোফলের ছেলে ছিলেন (দেখুন ১৫:১২ আয়াত এবং নোট)।
উরিয়। তাঁর নাম এই ধারণা দেয় যে, যদিও তিনি একজন হিট্টিয় ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহুদী ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন (উরিয় অর্থ "প্রভুই আমার আলো")।
হিট্টিয়। ১ শামু ২৬:৬ দেখুন।
১১:৪ দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন। এটি এবং এর

তার কাছে আসলে দাউদ তার সঙ্গে শয়ন
করলেন; সে স্ত্রীলোকটি মাসিকের নাপাকীতা
থেকে পাক-সাফ হয়েছিল। পরে সে তার ঘরে
ফিরে গেল। ৫ এর পর সে গর্ভবতী হল; আর
লোক পাঠিয়ে দাউদকে এই সংবাদ দিল, আমি
গর্ভবতী হয়েছি।
৬ তখন দাউদ যোয়াবের কাছে লোক পাঠিয়ে
এই হুকুম করলেন, হিট্টিয় উরিয়কে আমার কাছে
পাঠিয়ে দাও। তাতে যোয়াব দাউদের কাছে
উরিয়কে পাঠিয়ে দিলেন। ৭ উরিয় তাঁর কাছে
উপস্থিত হলে দাউদ তাকে যোয়াবের, লোকদের
ও যুদ্ধের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ৮ পরে দাউদ
উরিয়কে বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে গিয়ে পা
ধোও। তখন উরিয় রাজপ্রাসাদ থেকে বের হল,
আর বাদশাহ্‌র কাছ থেকে তার পেছন পেছন
ভেট গেল। ৯ কিন্তু উরিয় তার প্রভুর গোলামদের
সঙ্গে রাজপ্রাসাদের দ্বারে শয়ন করলো, নিজের
বাড়িতে গেল না। ১০ পরে এই কথা দাউদকে
বলা হল যে, উরিয় ঘরে যায় নি। দাউদ উরিয়কে
বললেন, তুমি কি পথভ্রমণ করে আসো নি? তবে
কেন নিজের বাড়িতে গেলে না? ১১ উরিয়
দাউদকে বললো, শরীয়ত-সিন্দুক, ইসরাইল ও
এহুদা কুটিরে বাস করছে এবং আমার মালিক
যোয়াব ও আমার মালিকের গোলামেরা খোলা
মাঠে ছাউনি করে আছেন; সে অবস্থায় আমি কি

[১১:৬] ১খান্দান ১১:৪১।
[১১:৮] পয়দা ১৮:৪।
[১১:১১] ১শামু ২১:৫।
[১১:১৪] ১বাদশা ২১:৮।
[১১:১৫] ২শামু ১২:১২।

ভোজন পান করতে ও স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করতে
নিজের বাড়িতে যেতে পারি? আপনার জীবন ও
আপনার জীবন্ত প্রাণের কসম, আমি এমন কাজ
করবো না। ১২ তখন দাউদ উরিয়কে বললেন,
আজকের দিনও তুমি এই স্থানে থাক,
আগামীকাল তোমাকে বিদায় করবো। তাতে
উরিয় সে দিন ও পরের দিন জেরুশালেমে
রইলো। ১৩ আর দাউদ তাকে দাওয়াত করলে
সে তাঁর সাক্ষাতে ভোজন পান করলো; আর
তিনি তাকে মাতাল করলেন; কিন্তু সে সন্ধ্যাবেলা
তার প্রভুর গোলামদের সঙ্গে তার বিছানায় শয়ন
করার জন্য বাইরে গেল, বাড়িতে গেল না।

বাদশাহ্‌ দাউদ কর্তৃক উরিয়ের হত্যা

১৪ খুব ভোরে দাউদ যোয়াবের কাছে একটি
পত্র লিখে উরিয়ের হাতে দিয়ে পাঠালেন।
১৫ পত্রখানিতে তিনি লিখেছিলেন, তোমরা এই
উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে
এর পিছন থেকে সরে যাবে, যাতে সে আহত
হয়ে মারা পড়ে। ১৬ পরে নগর অবরোধ করার
সময় কোন্‌ স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে তা
জেনে যোয়াব সেই স্থানে উরিয়কে নিযুক্ত
করলেন। ১৭ পরে নগরস্থ লোকেরা বের হয়ে
যোয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করলে কয়েক জন লোক,
দাউদের গোলামদের মধ্যে কয়েক জন মারা
পড়লো, বিশেষত হিট্টিয় উরিয়ও মারা পড়লো।

পরবর্তী কর্ম দ্বারা দাউদ ষষ্ঠ, সপ্তম এবং দশম হুকুম ভঙ্গ করেছিলেন।

সে তার কাছে আসলে দাউদ তার সঙ্গে শয়ন করলেন। দাউদের সঙ্গে এই ব্যভিচারের সম্পর্কে বৎসেবাকে কোন প্রতিবাদ জানাতে দেখা যাচ্ছে না। এই বিবৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে দাউদের সাথে বৎসেবার যৌন মিলনের সময় তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা। তিনি মাসিক রক্তস্রাবের কারণে সাত দিন পর (লেবী ১৫:১৯) আনুষ্ঠানিকভাবে পাক-পবিত্র (লেবী ১৫:২৮-৩০) হয়েছিলেন। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি তার নিজ স্বামীর মধ্য দিয়ে গর্ভবতী ছিলেন না যখন দাউদ তাকে ডেকেছিলেন।

১১:৫ আমি গর্ভবতী হয়েছি। বৎসেবা এর পরের বিষয়গুলো দাউদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আইনানুযায়ী দাউদ এবং বৎসেবার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিল (লেবী ২০:১০), আর তাঁরা সেটি ভাল করেই জানতেন।

১১:৬ হিট্টিয় উরিয়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দাউদ যুদ্ধের বিষয় সম্পর্কে ভালমন্দ জানবার ভান করে উরিয়কে জেরুশালেমে ডেকে পাঠালেন।

১১:৮ তুমি তোমার বাড়িতে গিয়ে পা ধোও। এর সারাংশ হচ্ছে, দাউদ উরিয়কে ঘরে যেতে এবং বিশ্রাম করতে বললেন। যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি নির্দিষ্ট করে বললেন না এবং উরিয় তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন (১১ আয়াত)।

তার পেছন পেছন ভেট গেল। এখানে "উপহার" সম্পর্কে যে হিব্রু শব্দটি আছে তার অর্থ পয়দা ৪৩:৩৪ পদে "খাবার" (বাদশাহ্‌র টেবিলের থেকে খাবারের "অংশ")। দাউদ চেয়েছিলেন যেন সন্ধার সময় উরিয় এবং বৎসেবা একসাথে আনন্দ করে।

১১:১১ শরীয়ত-সিন্দুক। উরিয়ের বিবৃতি এটি প্রকাশ করে যে, সাক্ষ্য-সিন্দুকটি জেরুশালেমে দাউদের তৈরি তাঁবুর (৬:১৭) পরিবর্তে যুদ্ধের মাঠে সৈন্যদের সাথে রয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে সেটি সেখানে ছিল এবাদত এবং যুদ্ধে দিক নির্দেশনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল দাউদের জন্য– মাবুদের সিন্দুক যুদ্ধের মাঠে তার সৈন্যদের সাথে যেখানে দাউদ তাঁর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

কি ভোজন পান করতে ... বাড়িতে যেতে পারি? ৮ আয়াতের নোট দেখুন ("উপহার")। দায়িত্বের প্রতি উরিয়ের ভক্তি দাউদের ঘরে আলস্য সময় কাটানোটি দেখিয়ে দেয় যে, তাঁর লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে আছে।

আপনার জীবন্ত প্রাণের কসম। ১ শামু ১৪:৩৯, ৮৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১৩ তিনি তাকে মাতাল করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, এর মধ্য দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে ও উরিয় তার বাড়ীতে বেৎসেবার কাছে যাবে।

১১:১৪ একটি পত্র। উরিয় এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবগত ছিলেন যে, তিনি যোয়াবের কাছে তার মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে যাচ্ছিলেন।

১১:১৫ পরে এর পিছন থেকে সরে যাবে, যাতে সে আহত হয়ে মারা পড়ে। উরিয় যে বৎসেবার সন্তানের পিতা এটি মিথ্যাভাবে সকলের সামনে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ায়, দাউদ উরিয়কে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করলেন যাতে তিনি নিজে বৎসেবাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করতে পারেন।

১১:১৭ হিট্টিয় উরিয়ও মারা পড়লো। ২১, ২৪ আয়াত;

১৮ পরে যোয়াব লোক পাঠিয়ে যুদ্ধের সমস্ত
বৃত্তান্ত দাউদকে জানালেন, ১৯ আর দূতকে হুকুম
করলেন, তুমি বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে যুদ্ধের সমস্ত
বৃত্তান্ত সমাপ্ত করলে, ২০ যদি বাদশাহ্‌র ক্রোধ
জন্মে, আর যদি তিনি বলেন, তোমরা যুদ্ধ করতে
নগরের এত কাছে কেন গিয়েছিলে? তারা প্রাচীর
থেকে তীর মারবে, এটা কি জানতে না?
২১ যিরুব্বেশতের পুত্র আবিমালেককে কে আঘাত
করেছিল? তেবেষে একটা স্ত্রীলোক যাঁতার
একখানা উপরের পাট প্রাচীর থেকে তার উপরে
ফেলে দিলে সে কি তাতেই মারা পরে নি?
তোমরা কেন প্রাচীরের এত কাছে গিয়েছিলে? তা
হলে তুমি বলবে, আপনার গোলাম হিট্টিয় উরি-
য়ও মারা পড়েছে।
২২ পরে সেই দূত প্রস্থান করে যোয়াবের বলা
সমস্ত কথা দাউদকে জানালো। ২৩ দূত দাউদকে
বললো, সেই লোকেরা আমাদের বিপক্ষে প্রবল
হয়ে মাঠে আমাদের কাছে বাইরে এসেছিল; তখন
আমরা দ্বারের প্রবেশ-স্থান পর্যন্ত তাদের পেছন
পেছন তাড়া করেছিলাম। ২৪ তখন তীরন্দাজেরা
প্রাচীর থেকে আপনার গোলামদের উপরে তীর
নিক্ষেপ করলো; তাই বাদশাহ্‌র কয়েক জন
গোলাম মারা পড়েছে; আর আপনার গোলাম
হিট্টিয় উরিয়ও মারা গেছে। ২৫ তখন দাউদ
দূতকে বললেন, যোয়াবকে এই কথা বলো, তুমি
এতে অসন্তুষ্ট হয়ো না, কেননা তলোয়ার যেমন
এক জনকে তেমনি আর এক জনকেও গ্রাস
করে; তুমি নগরের বিরুদ্ধে আরও সপরাক্রমে
যুদ্ধ কর, নগর উচ্ছিন্ন কর; এভাবে তাকে আশ্বাস
দেবে।
২৬ আর উরিয়ের স্ত্রী তাঁর স্বামী উরিয়ের মৃত্যু-
সংবাদ পেয়ে স্বামীর জন্য শোক করতে লাগল।

[১১:২১] কাজী ৯:৫০-৫৪।
[১১:২৭] ২শামু ১২:৯; চং ৫১:৪-৫।
[১২:১] ২শামু ১৪:৪।
[১২:৫] রোমীয় ২:১।
[১২:৬] হিজ ২২:১।
[১২:৭] ২শামু ১৪:১৩; দানি ৪:২২।

২৭ পরে শোক করার সময় অতীত হলে দাউদ
লোক পাঠিয়ে তাকে তাঁর বাড়িতে আনালেন,
তাতে সে তাঁর স্ত্রী হল ও তাঁর জন্য পুত্র প্রসব
করলো। কিন্তু দাউদের কৃত এই কাজ মাবুদের
দৃষ্টিতে মন্দ বলে গণ্য হল।

বাদশাহ্‌ দাউদের বিরুদ্ধে নবী নাথনের অভিযোগ

১২ ১ পরে মাবুদ দাউদের কাছে নাথনকে
প্রেরণ করলেন। আর নাথন দাউদের
কাছে এসে তাঁকে বললেন, একটি নগরে দু'টি
লোক ছিল; তাদের মধ্যে এক জন ধনবান, আর
এক জন দরিদ্র। ২ ধনবানের অতি বিস্তর ভেড়ার
পাল ও গরুর পাল ছিল। ৩ কিন্তু সেই দরিদ্র
লোকটির আর কিছুই ছিল না, কেবল একটি
ছোট ভেড়ীর বাচ্চা ছিল, সে তাকে কিনে লালন-
পালন করছিল; আর সেটি তার ও তার
সন্তানদের সঙ্গে থেকে বেড়ে উঠছিল; সে তারই
খাদ্য খেত ও তারই পাত্রে পান করতো, আর
তার বক্ষঃস্থলে শয়ন করতো ও তার কন্যার মত
ছিল। ৪ পরে ঐ ধনবানের বাড়িতে এক জন
পথিক এল, তাতে বাড়িতে আগত মেহমানের
জন্য রান্না করার জন্য সে তাঁর ভেড়ার পাল ও
গরুর পাল থেকে কিছু নিতে কাতর হল, কিন্তু
সেই দরিদ্র লোকটির ভেড়ীর বাচ্চাটি নিয়ে যে
মেহমান এসেছিল তার জন্য তা-ই রান্না
করলো। ৫ তাতে দাউদ সেই ধনবানের প্রতি
অতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন; তিনি
নাথনকে বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম যে
ব্যক্তি সেই কাজ করেছে, সে মৃত্যুর সন্তান;
৬ সে একটুও রহম না করে এই কাজ করেছে,
এজন্য সেই ভেড়ীর বাচ্চাটির চারগুণ ফিরিয়ে
দেবে।
৭ তখন নাথন দাউদকে বললেন, আপনিই

আরও তুলনা করুন ১৫, ২৬ আয়াত।

১১:২১ যিরুব্বেশত। আরেকটি সম্ভাব্য বানান হতে পারে "যিরুব্বশত"। কাজীগণ কিতাবে তাকে জেরুব্বাল নামে ডাকা হয়েছে (কাজী ৬:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)। একই ধরনের নাম আবার ২ শামুয়েলে পরিবর্তন হয়েছে, ২:৮, ৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

যাঁতার একখানা উপরের পাট। কাজী ৯:৫৩ আয়াতের নোট দেখুন।

হিট্টিয় উরিয়ও মারা পড়েছে। যোয়াব জানতেন যে, এই খবরটি দাউদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং দাউদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে কোন সমালোচনা তৈরি হওয়া দমন করতে তিনি এটি বলেছিলেন।

১১:২৪ বাদশাহ্‌র কয়েক জন গোলাম মারা পড়েছে। উরিয়ের সাথে সাথে অন্যান্য সাহসী যোদ্ধারাও উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন, এবং এটিও একটি ঘটনা যা দাউদের ঔদাসীন্যতার সাথে সাথে তার গোপন করা গুনাহের বিশালতাও প্রকাশ করে।

১১:২৫ দাউদ দূতকে বললেন। দাউদ সংবাদ পাওয়ার পর তাঁর আত্মতৃপ্তি গোপন করেছিলেন এমন একটি ভণ্ডামীপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে যে, যুদ্ধ মানে যুদ্ধ এবং উরিয়ের মৃত্যু যেন নিরুৎসাহের কারণ না হয়।

১১:২৭ শোক করার সময় অতীত হলে। সম্ভবত একটি সাত দিনের কাল (দেখুন ১ শামু ৩১:১৩ এবং নোট; পয়দা ৫০:১০)।

সে তাঁর স্ত্রী হল। ৫;১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

এই কাজ মাবুদের দৃষ্টিতে মন্দ বলে গণ্য হল। একটি মারাত্মক ন্যূনোক্তি। দাউদ শুধুমাত্র নির্লজ্জভাবেই আল্লাহ্‌র নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করেন নি (৪ আয়াতের নোট দেখুন); তার চেয়ে বাজে ব্যাপার যে, তিনি নির্লজ্জভাবে তার রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন, যা প্রভু তাকে বিশ্বাস সহকারে দিয়েছিলেন প্রভুর লোকেদের পালন করার জন্য (দেখুন ৫:২; ৭:৭ এবং নোট)।

১২:১ নাথনকে প্রেরণ করলেন। নবীগণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সংবাদ বাহনকারী। এখানে মহান বাদশাহ্‌ তাঁর সংবাদদাতাকে পাঠালেন তাঁর লোকেদের উপরে সিংহাসনে বসানো বাদশাহ্‌কে তিরস্কার করা এবং বিচারদণ্ড ঘোষণা করার জন্য।

নাথন। ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৫ জীবন্ত মাবুদের কসম। ১ শামু ১৪:৩৯, ৪৫ এর নোট দেখুন।

১২:৬ চারগুণ ফিরিয়ে দেবে। হিজ ২২:১ আয়াত অনুসারে বলা

নবী নাথন

নাথন নামের অর্থ, দেওয়া হয়েছে। বাদশাহ্‌ দাউদ ও সোলায়মানের সময়ের একজন নবী (২ খান্দান ৯:২৯)। তাঁর নামের মতই তিনি বাদশাহ্‌ দাউদের অত্যন্ত উপকারী ও নির্ভীক পরমর্শদাতা ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র মুখপাত্র হিসাবে দাউদের কাছে কথা বলতেন। যদিও কোন কোন সময় আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে বাদশাহ্‌কে খুব কঠিন কথা তাঁকে বলতে হতো। তিনি আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণের কথা প্রথম বাদশাহ্‌ দাউদকে বলেছিলেন। বিশেষভাবে দাউদ বৎশেবার সঙ্গে জেনা করে ও তাঁর স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে হত্যা করে যে গুনাহ্‌ করেছেন তিনি তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দাউদকে সাহায্য করেছেন যেন তিনি তাঁর নিজের গুনাহ্‌ দেখতে পান ও তা থেকে ফিরে আসেন (২ শামু ১২:১-১৪)। তাঁর কথায় দাউদ অনুশোচনা করেছিলেন এবং গুনাহের শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছিলেন। আর আল্লাহ্‌ যে তাঁকে ক্ষমা করে মৃত্যুর শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন তা-ও তিনি দাউদকে জানিয়েছিলেন। দাউদের মৃত্যুর আগে সিংহাসন নিয়ে যখন একটি ষড়যন্ত্র চলছিল তখন তিনি খুব বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ও সোলায়মানের মা বেৎশেবা বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে সোলায়মানকে বাদশাহ্‌ করার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন এবং দাউদও তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি বাদশাহ্‌ সোলায়মানের শিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন এবং বাদশাহ্‌ হিসেবে সোলায়মান অভিষিক্ত হলে তাঁর রাজকাজ পরিচালনায় তিনি বিশেষভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তার দুই পুত্র– একজনের নাম সাবদ এবং অন্যজনের নাম অসরিয়। তারা উভয়ই রাজদরবারে সম্মানের সঙ্গে থাকতো। সবশেষে হযরত দাউদ যখন লোকদের সাথে কোরবানীর অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁকে সাহায্য করতে দেখা যায় (২ খান্দান ২৯:২৫)। তিনি হয়তোবা হযরত দাউদ ও সোলায়মানের জীবনী লিখেছেন (১ খান্দান ২৯:২৯; ২ খান্দান ৯:২৯)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- দাউদের একজন নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা।
- আল্লাহ্‌র একজন নবী।
- আল্লাহ্‌ তাঁর মধ্য দিয়েই দাউদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়াই তিনি আগ্রহ ভরে চেয়েছিলেন যেন দাউদ জেরুশালেমে আল্লাহ্‌র জন্য বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণ করেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমরা তাদের কাছে সত্য কথা বলবার জন্য ভীতু হবো না, বিশেষ ভাবে যাদের কাছে দায়িত্ব আছে।
- একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আল্লাহ্‌র দেওয়া বড় উপহার।
- আমরা যখন ভুল করি তখন যেকোন ভাবেই আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যেন তা থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কাজ:** নবী, রাজদরবারের উপদেষ্টা
- **সমসাময়িক:** দাউদ, বেৎশেবা, সোলায়মান, সাদোক, অদোনীয়

মূল আয়াত: "নাথন দাউদকে এ সব কালাম ও এ সব দর্শন অনুসারে কথা বললেন" (২ শামু ৭:১৭)।

২ শামুয়েলের ৭ - ১ বাদশাহনামা ১ অধ্যায়ে তাঁর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, ১ খান্দাননামা ১৭:১৫; ২ খান্দান ৯:২৯; ২৯:২৫ আয়াতে তাঁর কথা পাওয়া যায়।

বাদশাহ্ দাউদের পবিবারে যেসব সমস্যা হয়েছিল

স্ত্রী	সন্তান-সন্ততি	কি ঘটেছিল
মীখল (বাদশাহ্ তালুতের কন্যা)	সে সন্তানহীন ছিল	দাউদ মীখলের পাঁচজন ভাতিজা ও ভাগিনাকে গিবিয়নীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার জন্য। তালুতের গুনাহের কাফ্ফারা হিসাবে তা দেওয়া হয়েছিল।
অহিনোয়াম যিষ্রিয়েল থেকে	অম্নোন, দাউদের প্রথম পুত্র	অম্নোন তাঁর সৎবোন তামরের সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল এবং পরে তামরের ভাই অবশালোম তাকে হত্যা করেছিল।
মাখা গশূরের রাজা তলমায়ীর কন্যা	অবশালোম, কন্যা তামর।	অবশালোম তার বোন তামরের সঙ্গে ব্যভিচার করার জন্য অম্নোনকে হত্যা করে গশূরে পালিয়ে যায়। পরে সে ফিরে আসে এবং দাউদকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়। সে তার পিতার দশজন উপস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। পরে এক যুদ্ধে সে নিহত হয়।
হগীত	আদোনীয়, দাউদের চতুর্থ সন্তান	দাউদের মৃত্যুর আগেই সে নিজেকে বাদশাহ্ বলে জাহির করতে শুরু করে। তার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায় কিন্তু দাউদ তাকে ক্ষমা করেন কিন্তু পরবর্তীতে তার ভাই সোলায়মান তাকে হত্যা করেন।
বৎসেবা	পুত্রের নাম দেওয়া হয় নি	বৎসেবার সঙ্গে ব্যভিচারের ফল হিসাবে এই পুত্র জন্ম নেয় কিন্তু আল্লাহর শাস্তি অনুসারে সে মারা যায়।
বৎসেবা	সোলায়মান	দাউদের পরে ইসরাইলের বাদশাহ্ হন। পরিতাপের বিষয় হল তাঁর অধিক স্ত্রীর জন্য তাঁর জীবনে পতন নেমে আসে।

দাউদের অনেক স্ত্রীর কারণে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়। বিশেষভাবে বৎসেবার সঙ্গে ব্যভিচারের পর আল্লাহ্র শাস্তি হিসাবে হত্যা, খুন তাঁর পরিবারে প্রায়ই হুমকি হিসাবে দেখা দেয়। তার পরিবারের মধ্য থেকেই বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং অন্য লোকে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যভিচার করে। নবী নাথন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই অনুসারেই তাঁর জীবনে প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটেছিল। এই গুনাহের ফলাফল হিসাবে তিনি নিজেই যে শুধু শাস্তি ভোগ করেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি যাদের জানেন ও যাদের ভালবাসেন তাদের জীবনেও এর প্রভাব পড়েছিল। এই জন্য আমরা যখন পাপে প্রলোভিত হই তখন একটু ভাবা দরকার এর পরিণতি আমাদের জীবনে কি নিয়ে আসবে।

সেই ব্যক্তি। ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা
বলেন, আমি তোমাকে ইসরাইলের উপরে
বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করেছি এবং তালুতের
হাত থেকে উদ্ধার করেছি; ৮ আর তোমার
মালিকের বাড়ি তোমাকে দিয়েছি ও তোমার
মালিকের স্ত্রীদেরকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়েছি
এবং ইসরাইলের ও এহুদার কুল তোমাকে
দিয়েছি; আর তা যদি অল্প হত তবে তোমাকে
আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম। ৯ তুমি কেন
মাবুদের কালাম তুচ্ছ করে তাঁর দৃষ্টিতে যা মন্দ
তা-ই করেছ? তুমি হিট্টিয় উরিয়কে তলোয়ার
দ্বারা আঘাত করিয়েছ ও তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজের
স্ত্রী করেছ, অম্মোনীয়দের তলোয়ার দ্বারা
উরিয়কে মেরে ফেলেছ। ১০ অতএব তলোয়ার
কখনও তোমার কুলকে ছেড়ে যাবে না; কেননা
তুমি আমাকে তুচ্ছ করে হিট্টিয় উরিয়ের স্ত্রীকে
নিয়ে নিজের স্ত্রী করেছ। ১১ মাবুদ এই কথা
বলেন, দেখ, আমি তোমার কুল থেকেই তোমার
বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করবো এবং তোমার
সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীদেরকে নিয়ে তোমার
আত্মীয়কে দেব; তাতে সে এই সূর্যের সাক্ষাতে
তোমার স্ত্রীদের সঙ্গে শয়ন করবে। ১২ বস্তুত তুমি
গোপনে এই কাজ করেছ, কিন্তু আমি সমস্ত
ইসরাইলের সাক্ষাতে ও দিনের আলোতে এই
কাজ করবো।
১৩ তখন দাউদ নাথনকে বললেন, আমি

[১২:৮] ২শামু ৯:৭। [১২:৯] ১বাদশা ১৫:৫। [১২:১০] ২শামু ১৩:২৮; ১৮:১৪-১৫; ১বাদশা ২:২৫। [১২:১১] দ্বিঃবি ২৮:৩০; ২শামু ১৬:২১-২২। [১২:১২] ২শামু ১১:৪-১৫। [১২:১৩] জবুর ৩২:১-৫; ৫১:১, ৯; ১০৩:১২; ইশা ৪৩:২৫; ৪৪:২২; জাকা ৩:৪, ৯। [১২:১৪] ইশা ৫২:৫; রোমীয় ২:২৪। [১২:১৫] ১শামু ২৫:৩৮। [১২:১৬] জবুর ৫:৭; ৯৫:৬। [১২:১৭] পয়দা ৩৭:৩৫; ১শামু ১:৭।

মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি। নাথন দাউদকে
বললেন, মাবুদের আপনার গুনাহ্‌ দূর করলেন,
আপনি মারা পড়বেন না। ১৪ কিন্তু এই কাজ
দ্বারা আপনি মাবুদের দুশমনদের নিন্দা করার
বড় সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য আপনার নবজাত
পুত্রটি অবশ্য মারা যাবে। পরে নাথন নিজের
বাড়িতে প্রস্থান করলেন। ১৫ আর মাবুদ উরিয়ের
স্ত্রীর গর্ভজাত দাউদের পুত্রটিকে আঘাত করলে
সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো।

বৎসেবার নবজাতকের মৃত্যু

১৬ পরে দাউদ ছেলেটির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে
ফরিয়াদ জানালেন; আর দাউদ রোজা রাখলেন,
ভিতরে প্রবেশ করে সমস্ত রাত ভূমিতে পড়ে
রইলেন। ১৭ তখন তাঁর বাড়ির প্রধান ব্যক্তিরা
তাঁকে ভূমি থেকে তুলবার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে
দাঁড়ালেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না এবং
তাঁদের সঙ্গে ভোজনও করলেন না। ১৮ পরে
সপ্তম দিনে ছেলেটির মারা গেল; তাতে ছেলেটি
মারা গেছে, এই কথা দাউদকে বলতে তাঁর
গোলামেরা ভয় পেল, কেননা তারা বললো,
দেখ, ছেলেটি জীবিত থাকতে আমরা তাঁকে
বললেও তিনি আমাদের কথা কানে তোলেন নি;
এখন ছেলেটি মারা গেছে, এই কথা কেমন করে
তাঁকে বলবো? বললে তিনি নিজের কোন অনিষ্ট
করে বসবেন। ১৯ কিন্তু গোলামেরা কানাকানি
করছে দেখে দাউদ বুঝলেন, ছেলেটি মারা গেছে;

হয়েছে।

১২:৭ আপনিই সেই ব্যক্তি। নাথন ১-৪ আয়াতের ধনী ব্যক্তিটিকে দাউদ বলে চিহ্নিত করেন। ৬ আয়াতে ধনী ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে বলা চারগুণ শাস্তি দাউদের ক্ষেত্রে সত্যি হয়ে গেল: উরিয়ের মৃত্যুর জন্য সাজানো নাটকের ফলে দাউদ তাঁর চার পুত্রকে হারিয়েছিলেন (দেখুন ১০, ১৮ আয়াত এবং ১০ আয়াতের নোট)। বাস্তবিক তাঁর আল্লাহ্‌ভক্তির জীবনে উরিয়ের বিরুদ্ধে করা তাঁর গুনাহ্‌ একটি জগদ্দল পাথরের মত করে স্থায়ীভাবে চেপে বসেছিল (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১৫:৫)।

১২:৭ মালিকের স্ত্রীদের। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী তালুতের একজন স্ত্রী (অহীনয়ম, ১ শামু ১৪:৫০) এবং একজন উপপত্নী ছিল (রিস্‌পা, ২ শামু ৩:৭; ২১:৮-১১ আয়াত)। এই বিবৃতি দ্বারা বুঝা যায় যে সেখানে আরও অনেকে ছিলেন। যেহেতু নতুন বাদশাহ্‌র তাঁর পূর্বপুরুষদের (৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন) হারেমের দায়িত্বভার গ্রহণ করা ছিল একটি রীতি, তাই এখানে নাথন হয়তো শুধু এই বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন যে, প্রভু তালুতের সিংহাসনে দাউদকে বসিয়েছিলেন।

ইসরাইলের ও এহুদার কুল তোমাকে দিয়েছি। দেখুন ২:১, ৪; ৫:২-৩ আয়াত।

১২:৯ মাবুদের কালাম তুচ্ছ করে। ১১:৪, ২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

উরিয়কে মেরে ফেলেছ। যদিও উরিয় যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন, তবুও দাউদকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে (১১:১৫ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১২:১০ তলোয়ার কখনও তোমার কুলকে ছেড়ে যাবে না। দাউদের তিন ছেলে ভয়ানক ভাবে মারা গিয়েছিলেন: অম্নোন (১৩:২৮-২৯), অবশালোম (১৮;১৪-১৫) এবং আদোনিয় (১ বাদশাহ্‌ ২:২৫)।

১২:১১ আমি তোমার কুল থেকেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করবো। দাউদকে জেরুশালেম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল অবশালোমের চক্রান্তের জন্য যাতে তিনি তার পিতার রাজপদ ছিনিয়ে নিতে পারেন (১৫:১-১৭)।

এই সূর্যের সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীদের সঙ্গে শয়ন করবে। এটি পূর্ণ হয়েছিল অবশালোমের বিদ্রোহের সময় (১৬:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:১৩ আমি মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি। জবুর ৫১:৪ আয়াত এবং নোট দেখুন। এখানে দাউদের এবং তালুতের গুনাহ্‌ স্বীকারের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে (১ শামু ১৫:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

মাবুদের আপনার গুনাহ্‌ দূর করলেন। দাউদ তাঁর গুনাহের ক্ষমা হওয়া সম্পর্কে জানার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন (দেখুন জবুর ৩২:১, ৫; তুলনা করুন ৫১:৮, ১২)।

আপনি মারা পড়বেন না। প্রভু তাঁর দয়ার মধ্য দিয়ে দাউদকে ব্যভিচার এবং হত্যার শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড প্রদান হতে মুক্তি দিলেন (লেবি ২০:১০; ২৪:১৭, ২১)।

১২:১৬ ফরিয়াদ জানালেন; আর দাউদ রোজা রাখলেন। উজায়ের ৮:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১৮ সপ্তম দিনে। যদি এটি শিশুটির বয়সকে নির্দেশ করে তাহলে তার জীবনকাল এতই কম ছিল যে, সে ত্বকছেদ বিহীন

দাউদ নিজেই গোলামদের জিজ্ঞাসা করলেন,
ছেলেটির কি মৃত্যু হয়েছে? তারা বললো, হয়েছে।
২০ তখন দাউদ ভূমি থেকে উঠে গোসল
করলেন, তেল মাখলেন ও পোশাক পরিবর্তন
করলেন এবং মাবুদের গৃহে প্রবেশ করে সেজ্‌দা
করলেন; পরে নিজের বাড়িতে এসে হুকুম করলে
তারা তাঁর সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য রাখল; আর তিনি
ভোজন করলেন। ২১ তখন তাঁর গোলামেরা
তাঁকে বললো, আপনি এটা কেমন কাজ
করলেন? ছেলেটি জীবিত থাকতে আপনি তার
জন্য রোজা রেখেছিলেন ও কান্নাকাটি করছিলেন,
কিন্তু ছেলেটির মৃত্যু হলেই উঠে ভোজন
করলেন। ২২ তিনি বললেন, ছেলেটি জীবিত
থাকতে আমি রোজা ও কান্নাকাটি করছিলাম; কারণ
ভেবেছিলাম, কি জানি, মাবুদ আমার প্রতি রহম
করলে ছেলেটি বাঁচতে পারে। ২৩ কিন্তু এখন সে
মারা গেছে, তবে আমি কি জন্য রোজা রাখব?
আমি কি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি? আমি তার
কাছে যাব, কিন্তু সে আমার কাছ ফিরে আসবে
না।

সোলায়মানের জন্ম

২৪ পরে দাউদ তাঁর স্ত্রী বৎশেবাকে সান্ত্বনা
দিলেন ও তার কাছে গমন করে তার সঙ্গে শয়ন
করলেন; এবং সে পুত্র প্রসব করলে দাউদ তার
নাম সোলায়মান রাখলেন; আর মাবুদ তাঁকে
মহব্বত করলেন। ২৫ আর তিনি নাথন নবীকে
প্রেরণ করলেন, আর তিনি মাবুদের জন্য তাঁর
নাম যেদীদীয় (মাবুদের প্রিয়) রাখলেন।

অম্মোনীয়দের পরাজয়

২৬ ইতোমধ্যে যোয়াব অম্মোনীয়দের রব্বা
নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাজধানী হস্তগত
করলেন। ২৭ তখন যোয়াব দাউদের কাছে
দূতদের প্রেরণ করে বললেন, আমি রব্বার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পানির সরবরাহ অধিকার
করেছি। ২৮ এখন আপনি অবশিষ্ট লোকদের
একত্র করে নগরের কাছে শিবির স্থাপন করুন,
তা হস্তগত করুন, নতুবা কি জানি, আমি ঐ
নগর অধিকার করলে তার উপরে আমারই নাম
কীর্তিত হবে। ২৯ তখন দাউদ সমস্ত লোককে
একত্র করলেন ও রাব্বাতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে তা অধিকার করলেন। ৩০ আর তিনি
সেখানকার বাদশাহ্‌র মাথা থেকে তাঁর মুকুটটি
খুলে নিলেন; তাতে এক তালন্ত পরিমাণ সোনা
ও মণি ছিল; আর তা দাউদের মাথায় অর্পিত
হল; এবং তিনি ঐ নগর থেকে অতি প্রচুর
লুণ্ঠিত দ্রব্য বের করে আনলেন। ৩১ আর দাউদ
সেখানকার লোকদের বের করে এনে করাত,
লোহার মই ও লোহার কুড়াল দ্বারা কাজ
করালেন এবং ইট তৈরির কাজ করালেন। তিনি
অম্মোনীয়দের সমস্ত নগরের প্রতি এরকম
করলেন। পরে দাউদ ও সমস্ত লোক
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

অম্নোনের ঘৃণার কাজ

১৩ ১ এর পরে এই ঘটনা হল; দাউদের
পুত্র অবশালোমের তামর নামে সুন্দরী
একটি বোন ছিল; দাউদের পুত্র অম্নোন তাকে
ভালবাসল। ২ অম্নোন এমন আকুল হল যে, তার
বোন তামরের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়লো, কেননা
সে কুমারী ছিল এবং অম্নোন তার প্রতি কিছু করা
দুঃসাধ্য বোধ করলো। ৩ কিন্তু দাউদের ভাই
শিমিয়ের পুত্র যোনাদব নামে অম্নোনের এক জন
বন্ধু ছিল; সে খুবই চালাক ছিল। ৪ সে

[১২:২০] মথি ৬:১৭।
[১২:২১] কাজী ২০:২৬।
[১২:২২] ইউ ৩:৯।
[১২:২৩] ১শামু ৩১:১৩; ২শামু ১৩:৩৯; আইউ ৭:১০; ১০:২১।
[১২:২৪] ১বাদশা ১:১০; ১খান্দান ২২:৯; ২৮:৫; মথি ১:৬।
[১২:২৫] নহি ১৩:২৬।
[১২:২৬] দ্বি:বি ৩:১১।
[১২:৩০] ইষ্টের ৮:১৫; জবুর ২১:৩; ১৩২:১৮।
[১২:৩১] ১শামু ১৪:৪৭।
[১৩:১] ২শামু ১৪:২৭; ১খান্দান ৩:৯।
[১৩:৩] ১শামু ১৬:৯।

এবং নাম বিহীন ছিল (দেখুন লূক ১:৫৯; ২:২১; তুলনা করুন ২১:৩-৪) এবং সেই জন্য তাকে ইসরাইলদের একজন ধরা হয় নি।

১২:২০ তেল মাখলেন। এটি শোক সমাপ্তের একটি রীতি (১৪:২ আয়াত দেখুন)। তাঁর শোকের বস্ত্র খুলে ফেলে স্বাভাবিক বস্ত্র পরলেন। এই ভাবে দাউদ প্রকাশ্যে তাঁর গুনাহের ফল স্বীকার করলেন। আবারও (১৩ আয়াতের নোট দেখুন) এখানে দাউদের এবং তালুতের মনোভাবের পার্থক্য পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় (১ শামু ১৫:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:২৩ আমি তার কাছে যাব। দাউদও মারা যাবেন এবং কবরে তাঁর সন্তানের সাথে যুক্ত হবেন (পয়দা ৩৭:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

সে আমার কাছ ফিরে আসবে না। আইউব ৭:৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১২:২৪ সোলায়মান। ১ খান্দান ২২:৯ দেখুন।

১২:২৪ যেদীদীয়। এই নাম দেওয়ার মধ্য দিয়ে বুঝা যায় যে, সোলায়মানের জন্ম থেকেই তাঁর উপর প্রভুর বিশেষ মনোভাব ছিল। যেহেতু এই নামের মধ্যে দাউদের নামের মিল পাওয়া যায়, তাই এটি দাউদকে আশ্বস্ত করে যে, প্রভু তাঁকেও ভালবাসেন এবং তাঁর রাজবংশ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

১২:২৬ যোয়াব অম্মোনীয়দের রব্বা নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। লেখক এখন অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (১১:১, ২৫), ফলাফলের দিকে পুনরায় ফিরে এসেছেন, যা দাউদ এবং বৎসেবার কাহিনীর ভিত্তি স্থাপন করে। এমন কি যখন প্রভু দাউদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন (১১:২৭), তখনও তিনি ইসরাইলের অবমাননাকারীদের বিপক্ষে ইসরাইলক জয় প্রদান করেছিলেন।

১২:৩০ তা দাউদের মাথায় অর্পিত হল। এই ওজনের মুকুট স্বল্প সময়ের জন্য এবং বিশেষ সময়ে পরা হয়ে থাকত। সম্ভবত এটি একবারই পরা হয়েছিল দাউদের হাতে অম্মোনের সার্বভৌমত্ব তুলে দেওয়ার চিহ্নস্বরূপ।

১২:৩১ করাত, লোহার মই ও লোহার কুড়াল দ্বারা কাজ করালে। বিজয়ী বাদশাহ্‌গণ প্রায়ই যুদ্ধ বন্দীদের তাদের রাজ্য স্থাপনার কাজে নিচুমানের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করতেন (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৯:২০-২১; এছাড়াও তুলনা করুন ১:১১)।

১৩:১ এর পরে। ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। অম্নোন ছিল দাউদের প্রথম ছেলে (৩:২)। তামর ছিল গশুরের মাখার মধ্য দিয়ে দাউদের মেয়ে (৩:৩ তুলনা করুন), এবং অবশালোমের বোন।

১৩:৩ শিমিয়। ১ শামু ১৬:৯ আয়াতে শাম্মাহ বলে ডাকা

অম্নোনকে বললো, রাজপুত্র। তুমি দিন দিন এমন
রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? আমাকে কি বলবে না?
অম্নোন তাকে বললো, আমি আমার ভাই
অবশালোমের বোন তামরকে ভালবাসি।
৫ যোনাদব বললো, তুমি তোমার পালঙ্কের উপরে
শয়ন করে অসুখের ভান কর; পরে তোমার পিতা
তোমাকে দেখতে আসলে তাঁকে বলো,
মেহেরবানী করে আমার বোন তামরকে আমার
কাছে আসতে হুকুম করুন, সে আমাকে রুটি
খেতে দিক; এবং আমি দেখে যেন তার হাতে
ভোজন করি, এজন্য আমার সাক্ষাতেই খাদ্য
প্রস্তুত করুক। ৬ পরে অম্নোন অসুস্থতার ভান
করে পড়ে রইলো; তাতে বাদশাহ্ তাকে দেখতে
আসলে অম্নোন বাদশাহ্‌কে বললো, আরজ করি,
আমার বোন তামর এসে আমার সাক্ষাতে
কয়েকটি পিঠা প্রস্তুত করে দিক; আমি তার হাতে
ভোজন করবো।
৭ তখন দাউদ তামরের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে
বললেন, তুমি একবার তোমার ভাই অম্নোনের
বাড়িতে গিয়ে তাকে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে দাও।
৮ অতএব তামর তার ভাই অম্নোনের বাড়িতে
গেল; তখন সে শুয়ে ছিল। পরে তামর সুজি
নিয়ে ছেনে তার সাক্ষাতে পিঠা প্রস্তুত করে পাক
করলো; ৯ আর তাওয়া নিয়ে গিয়ে তার সম্মুখে
ঢেলে দিল, কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হল।
অম্নোন বললো, আমার কাছ থেকে সকল লোক
বাইরে যাক। তাতে সকলে তার কাছ থেকে
বাইরে গেল। ১০ তখন অম্নোন তামরকে বললো,
খাদ্য সামগ্রী এই কুঠরীর মধ্যে আন; আমি
তোমার হাতে ভোজন করবো। তাতে তামর তার
তৈরি ঐ পিঠা নিয়ে কুঠরীর মধ্যে তার ভাই
অম্নোনের কাছে গেল। ১১ পরে সে তাকে ভোজন
করাতে তার কাছে তা আনলে অম্নোন তাকে ধরে
বললো, হে আমার বোন, এসো, আমার সঙ্গে
শয়ন কর। ১২ সে জবাবে বললো, হে আমার
ভাই, না, না আমার ইজ্জত নষ্ট করো না,

[১৩:৯] পয়দা ৪৫:১।
[১৩:১১] পয়দা ৩৯:১২।
[১৩:১২] লেবীয় ২০:১৭।
[১৩:১৩] লেবীয় ১৮:৯; দ্বিঃবি ২২:২১, ২৩-২৪।
[১৩:১৪] পয়দা ৩৪:২; ইহি ২২:১১।
[১৩:১৮] পয়দা ৩৭:২৩।
[১৩:১৯] ইউসা ৭:৬; ইষ্টের ৪:১; দানি ৯:৩।
[১৩:২১] পয়দা ৩৪:৭।

ইসরাইলের মধ্যে এমন কাজ করা উচিত নয়;
তুমি এই মূঢ়তার কাজ করো না। ১৩ আমি
কোথায় আমার কলঙ্ক বহন করবো? আর তুমিও
ইসরাইলের মধ্যে এক জন মূঢ়ের সমান হবে।
অতএব আরজ করি, বরং বাদশাহ্‌র কাছে বল,
তিনি তোমার হাতে আমাকে দিতে অসম্মত
হবেন না। ১৪ কিন্তু অম্নোন তার কথা শুনতে
চাইল না; নিজে তামরের চেয়ে বলবান হওয়াতে
তার ইজ্জত নষ্ট করলো, তার সঙ্গে শয়ন
করলো।
১৫ পরে অম্নোন তাকে ভীষণ ঘৃণা করতে
লাগল; বস্তুত সে তাকে যেরকম মহব্বত
করেছিল, তার চেয়ে বেশি ঘৃণা করতে লাগল;
আর অম্নোন তাকে বললো, ওঠ, চলে যাও।
১৬ সে তাকে বললো, তা করো না, কেননা
আমার সঙ্গে কৃত তোমার প্রথম দোষের চেয়ে
আমাকে বের করে দেওয়া, এই মহাদোষ আরও
মন্দ। কিন্তু অম্নোন তার কথা শুনতে চাইল না।
১৭ সে তার পরিচারক যুবককে ডেকে বললো,
একে আমার কাছ থেকে বের করে দাও, পরে
দরজায় খিল লাগিয়ে দাও। ১৮ সেই কন্যার গায়ে
লম্বা কাপড় ছিল, কেননা কুমারী রাজকন্যারা ঐ
রকম কাপড় পরতো। অম্নোনের পরিচারক
তাকে বের করে দিয়ে পরে দ্বারে খিল লাগিয়ে
দিল। ১৯ তখন তামর নিজের মাথায় ভস্ম দিল
এবং তার গায়ের ঐ লম্বা কাপড় ছিঁড়ে মাথায়
হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।
২০ আর তার সহোদর অবশালোম তাকে
জিজ্ঞাসা করলো, তোমার ভাই অম্নোন কি
তোমার ইজ্জত নষ্ট করেছে? কিন্তু এখন হে
আমার বোন চুপ থাক, সে তোমার ভাই; তুমি
এই বিষয়ে বিমনা হয়ো না। সেদিন থেকে
তামর বিষণ্ণভাবে তার ভাই অবশালোমের
বাড়িতে থাকতে লাগল। ২১ কিন্তু বাদশাহ্ দাউদ
এসব কথা শুনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। ২২ আর
অবশালোম অম্নোনকে কাছে ভাল-মন্দ কিছুই

হয়েছে।

১৩:৬ বাদশাহ্ তাকে দেখতে আসলে। অম্নোন তার বাবা দাউদকে তার অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন, যেমন দাউদ যোয়াবকে ব্যবহার করেছিলেন (দেখুন ১১:১৪-১৭)।

১৩:১২ মূঢ়তার কাজ। হিব্রুতে নেবালা ("বোকামী"), একই উৎপত্তিগত শব্দ নাবাল থেকে আসা ("বোকা"; ১ শামু ২৫:২৫ দেখুন)।

১৩:১৩ এক জন মূঢ়ের সমান হবে। এই কাজ অম্নোনের রাজপুত্র হিসেবে এবং সিংহাসনে তার উত্তরাধিকারের পদ নষ্ট করে দিতে পারত। মূঢ় অর্থাৎ, নাবাল (১২ আয়াতের নোট দেখুন; মেসাল ১:৭ আয়াতের দেখুন)। বৎসেবার সাথে দাউদের ভণ্ডামিপূর্ণ কাজ তাঁর বড় ছেলের অনুকরণের মধ্য দিয়ে তিক্ত ফলের জন্ম দিয়েছিল, যে আরেকজন নাবাল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৩:১৫ অম্নোন তাকে ভীষণ ঘৃণা করতে লাগল। তামরের প্রতি তার বিপরীতমুখী অনুভূতি এটি দেখায় যে তার পূর্বের "ভালবাসা" শুধু যৌন কামনা ছাড়া কিছুই ছিল না।

১৩:১৬ এই মহাদোষ আরও মন্দ। সে আর কুমারী থাকল না, এবং তার বাবা তাকে কারও সাথে বিয়েও দিতে পারবেন না (২১ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৩:১৬ লম্বাকাপড়। পয়দা ৩৭:৩ এবং নোট দেখুন।

১৩:১৯ মাথায় ভস্ম দিল এবং তার গায়ের ঐ লম্বা কাপড় ছিঁড়ে মাথায় হাত দিয়ে। এটি দুঃখ প্রকাশ করার চিহ্ন (১ শামু ৪:১২ আয়াত এবং নোট দেখুন), তার মনোবেদনা প্রকাশ করা এবং এর মধ্য দিয়ে দেখানো যে তার কুমারীত্ব নষ্ট করা হয়েছে।

১৩:২০ হে আমার বোন চুপ থাক। অবশালেম তার বোনকে অনুরোধ করলো যেন তা এই বিষয়টি জনসম্মুখে জানাজানি না হয়ে যায়। এরমধ্যে, সে গোপনে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল (২২, ২৮, ৩২ আয়াত দেখুন)।

১৩:২১ অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। যদিও তামরকে অম্নোনের ধর্ষণ

অম্নোন

অম্নোন নামের অর্থ বিশ্বস্ত। বাদশাহ্ দাউদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন ও যিষ্রিয়েলের অহীনোয়ম তার মা, ১ (খান্দান ৩:১; ২ শামু ৩:২)। সে খুব সম্ভবত দাউদ যখন সুনাম অর্জন করছিলেন ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছিলেন তখন জন্মগ্রহণ করেছিল। সে বাদশাহ্র সন্তান হিসাবে অনেক সময় ধরে বেড়ে ওঠেছিল এবং অনেক কম নিয়ন্ত্রণ তার উপর ছিল। রাজ পরিবারে সে ভীষণ নেক্কারজনক ও লজ্জাপূর্ণ অনেক কাজ করে অনেকের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। এই লজ্জাজনক কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল সে তার সৎবোন তামরের প্রতি কামনায় জ্বলে ওঠে। অনেকভাবে সে তাকে পেতে চেষ্টা করে অতপর অসুখের ভান করে নিজের ঘরে বোনকে ডেকে এনে তার ইজ্জত নষ্ট করে। তার কামনার আগুন নিভে গেলে পর তাকে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেয়। তামরের ভাই অবশালোম এই অপমানের প্রতিশোধ নেয় আর অম্মোনকে তার সহযোগীদের দিয়ে মেরে ফেলে (২ শামু ১৩:২৮,২৯)।

এক্ষেত্রে দাউদ একজন অকার্যকর পিতা ছিলেন। তিনি তার সন্তানদো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যদিও তিনি এই ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলেন ও ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন কিন্তু কার্যতঃ তিনি কিছুই করেন নি। অম্নোন তার অন্যান্য ভাইদের মতই নিয়ন্ত্রণহীন ছিল, যা করতে চাইতো তা-ই করতো। জীবনে কোন নির্দেশনা ছিল না বলে সবসময় যেন দুশ্চিন্তায় ভোগত, যখন সে যা চাইতো তা সে পেত না বলে, কিন্তু তা পাবার জন্য ছলের আশ্রয় গ্রহণ করতো। তামরের সঙ্গে এই জঘন্য কাজ করে মূলত সে তার জীবনের ধ্বংসই ডেকে এনেছিল।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনাকে ডেকে এনে তার জীবনের চালক বানিয়েছিল।
- তার কাকাতো ভাই যোনাদবের মন্দ উপদেশে কান দিয়েছিল।
- তার সৎবোন তামরের ইজ্জত নষ্ট করেছিল ও পরে তাকে অসম্মান করেছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যেসব ছেলেমেয়েদের সবকিছুই আছে, প্রায়ই তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা থাকে না।
- কামনা ও চিন্তা-ভাবনায় যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে তা জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।
- ছেলে মেয়েদের জীবনে পিতা-মাতার শাসন না থাকে বা তাদের জীবনে যদি তাদের কোন অবদান না থাকে তবে তাদের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।
- কামনা ও ঘৃণার মধ্যেকার দূরত্ব খুবই কম।
- জীবনে ভাল বন্ধু না থাকলে সেখানে দুষ্ট বন্ধু জায়গা করে নেয় যাদের সাহচর্য ভাল ফল বয়ে আনে না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** হেবরন
- **কাজ:** রাজপুত্র
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: দাউদ; মা: অহিনোয়াম; অনেক সৎভাই যাদের মধ্যে অবোশালোম, অদোনীয়, সোলায়মান, ইত্যাদি
- **সমসাময়িক:** নাথন, যোনাদব, যোয়াব, অহীথোফল ও হূশয়।

মূল আয়াত: "পরে অম্নোন তাকে ভীষণ ঘৃণা করতে লাগল; বস্তুতঃ সে তাকে যেরকম মহব্বত করেছিল, তারচেয়ে বেশি ঘৃণা করতে লাগল; আর অম্নোন তাকে বললো, ওঠ, চলে যাও" (২ শামু ১৩:১৫)।

২ শামুয়েলের ১৩:১-৩৯ আয়াতে তার কাহিনী বর্ণিত আছে। এছাড়া, ২ শামু ৩:২ আয়াতে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

লাগলেন এবং বাদশাহ্‌ ও তাঁর সমস্ত গোলামও
ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন।

অবশালোমের পালিয়ে যাওয়া

৩৭ কিন্তু অবশালোম পালিয়ে গশূরের বাদশাহ্‌
অম্মীহূরের পুত্র তল্‌ময়ের কাছে গেল, আর দাউদ
প্রতিদিন তাঁর পুত্রের জন্য শোক করতে
লাগলেন। ৩৮ অবশালোম পালিয়ে গশূরে গিয়ে
সেই স্থানে তিন বছর প্রবাস করলো। ৩৯ পরে
বাদশাহ্‌ দাউদ অবশালোমের কাছে যাবার
আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন; কেননা অম্নোন মারা
গেছে জেনে তিনি তার বিষয়ে সান্ত্বনা
পেয়েছিলেন।

অবশালোমের জেরুশালেমে ফিরে আসা

১৪ ১ পরে সরূয়ার পুত্র যোয়াব
অবশালোমের জন্য বাদশাহ্‌র অন্তঃকরণ
কাঁদছে দেখতে পেলেন। ২ যোয়াব তখন
তকোয়ে দূত পাঠিয়ে সেখান থেকে এক জন
চতুরা স্ত্রীকে আনিয়ে তাকে বললেন, তুমি
একবার ছল করে শোকান্বিতা হও এবং শোকের
কাপড় পর; শরীরে তেল মাখবে না, কিন্তু মৃতের
জন্য দীর্ঘকাল শোককারিণী স্ত্রীর মত হও।
৩ তারপর বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে তাঁকে এই রকম
কথা বল। আর কি বলতে হবে যোয়াব তাকে তা
শিখিয়ে দিলেন।
৪ পরে তকোয়ের সেই স্ত্রীলোকটি বাদশাহ্‌র
কাছে কথা বলতে গিয়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে
সালাম জানিয়ে বললো, বাদশাহ্‌, রক্ষা করুন।
৫ বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে?

[১৩:৩৭] ২শামু ৩:৩।
[১৩:৩৯] ২শামু ১২:১৯-২৩।
[১৪:১] ২শামু ২:১৮।
[১৪:২] নহি ৩:৫; ইয়ার ৬:১; আমোস ১:১।
[১৪:৩] আয়াত ১৯।
[১৪:৭] দ্বি:বি ১৯:১০-১৩।
[১৪:৮] ১শামু ২৫:৩৫।
[১৪:৯] মথি ২৭:২৫।
[১৪:১১] মথি ১০:৩০।

স্ত্রীলোকটি বললো, সত্যি বলছি, আমি বিধবা;
আমার স্বামী মারা গেছেন। ৬ আর আপনার
বাঁদীর দু'টি পুত্র ছিল; তারা ক্ষেতে গিয়ে
পরস্পর ঝগড়া করলো; তখন তাদেরকে ছাড়িয়ে
দেবার কেউ না থাকাতে এক জন অন্য জনকে
আঘাত করে মেরে ফেললো। ৭ আর দেখুন,
সমস্ত গোষ্ঠী আপনার বাঁদীর বিরুদ্ধে উঠে
বলছে, তুমি সেই ভ্রাতৃ-ঘাতককে আমাদের
হাতে তুলে দাও, আমরা তার নিহত ভাইয়ের
প্রাণের পরিবর্তে তার প্রাণ নেব, আমরা
উত্তরাধিকারীকেও মুছে ফেলব। এইভাবে তারা
আমার অবশিষ্ট অঙ্গারখানি নিভিয়ে ফেলতে চায়
এবং দুনিয়াতে আমার স্বামীর নামের কোন কিছু
অবশিষ্ট রাখতে চায় না।
৮ তখন বাদশাহ্‌ স্ত্রীলোকটিকে বললেন, তুমি
ঘরে যাও, আমি তোমার বিষয়ে হুকুম দেব।
৯ পরে ঐ তকোয়ীয়া স্ত্রী বাদশাহ্‌কে বললো, হে
আমার প্রভু! হে বাদশাহ্‌! আমারই প্রতি ও
আমার পিতৃকুলের প্রতি এই অপরাধ বর্তুক;
বাদশাহ্‌ ও তাঁর সিংহাসন নিষ্কণ্টক হোন।
১০ বাদশাহ্‌ বললেন, যে কেউ তোমাকে কিছু
বলে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে তাহলে
সে তোমাকে আর স্পর্শ করবে না। ১১ পরে সেই
স্ত্রী বললো, নিবেদন করি, বাদশাহ্‌ আপনার
আল্লাহ্‌ মাবুদকে স্মরণ করুন, যেন রক্তের
প্রতিশোধদাতা আর বিনাশ না করে; নতুবা তারা
আমার পুত্রকে বিনষ্ট করবে। বাদশাহ্‌ বললেন,
জীবন্ত মাবুদের কসম, তোমার পুত্রের একটি

১৩:৩৭ অম্মীহূরের পুত্র তল্‌ময়। অবশালোমের পিতামহ (৩:৩ এবং নোট দেখুন)।

১৩:৩৯ অবশালোমের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। আশ্রয় প্রার্থী অবশালোম সহ, দাউদ তাঁর দুইজন জীবিত ছেলেকে হারালেন। এছাড়াও অম্নোনের প্রতি অবশালোম যা করেছিলেন তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে পারলেন না যেহেতু দাউদের হাতেই রক্ত লেগে ছিল।

১৪:১ সরূয়ার পুত্র যোয়াব। ২:১৩; ১ শামু ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন। অবশালোমের কাছে যাওয়ার জন্য বাদশাহ্‌র ইচ্ছা জাগল। দাউদের রাগ ও ভালবাসার মধ্যে আবারও দ্বন্দ দেখা গেলে, অন্যেরা এর সুযোগ গ্রহণ করলো।

১৪:২ যোয়াব তখন তকোয়ে দূত পাঠিয়ে। দৃশ্যত এখানে দেখা যায় যে, যোয়াব রাজনীতির ভবিষ্যৎ ফলাফলের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছেন কারণ দাউদের উত্তরসূরী হিসাবে কে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন তা তখনও স্থির হয় নি। তাই তিনি এই গল্পের দ্বারা দাউদকে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছেন যেন দাউদ নিজের কথাতেই আট্‌কে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। একই ধরণের কৌশল নবী নাথন ব্যবহার করেছিলেন (১২:১-৭; আরও দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২০:৩৮-৪৩)।

তকোয়। বেথেলহেম থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে একটি শহর, যেখান থেকে নবী আমোসও এসেছিলেন (আমোস ১:১)।

১৪:৭ সমুদয় বংশ আপনার বাঁদীর বিরুদ্ধে উঠে বলছে। এটি ইসরাইলের নিয়ম ছিল যে, যাকে হত্যা করা হবে তার নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি হত্যাকারীকে মেরে ফেলার মধ্য দিয়ে তার আত্মীয়ের রক্তের প্রতিশোধ নিবে (৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। যে ঘটনাটি বলা হয়েছে তাতে রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া সম্পূর্ণ পরিবারকে মুছে ফেলতে পারে, যেটি ইসরাইলীয় আইন এবং রীতি পরিহার করার চেষ্টা করেছে, এই ভেবে যে যদি আদৌও এটি করা সম্ভব হয় (দ্বি:বি। ২৫:৫-৬; রূত ২:২০)।

আমরা উত্তরাধিকারীকেও মুছে ফেলব। এই স্ত্রীলোকর বিবৃতির মধ্য দিয়ে এটি বোঝা যায় যে, রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারের চেয়ে স্বার্থপর ভাবে পারিবারিক উত্তরাধিকার দখল করার চেষ্টা ছিল (শুমারী ২৭:১১)। এখানে তাৎপর্য হচ্ছে স্ত্রীলোকটির বংশধারা মুছে ফেলাটি কোন রক্তের বদলে হত্যার প্রতিশোধকে অনুমতি দেওয়ার চেয়েও বড় অপরাধ। স্পষ্টতই যোয়াব চালাকিপূর্বক আশা করেছিলেন যাতে তিনি দাউদকে এই পরামর্শ দিতে পারেন যে, যদি তিনি অবশালোমকে ফিরিয়ে না আনেন, তাহলে সিংহাসনের জন্য একটি সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত শুরু হতে পারে।

১৪:৮ আমি তোমার বিষয়ে হুকুম দেব। দাউদের বিচারিক কার্যক্রমে হয়তো একটি আইনি ভিত্তি ছিল যে, হত্যাটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল না (দেখুন ১৯:৪-৬)।

১৪:১১ বাদশাহ্‌ আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদকে স্মরণ করুন। স্ত্রীলোকটি চেয়েছিল যাতে দাউদ তাঁর প্রতিশ্রুতিটি আল্লাহ্‌র নামে শপথের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন। এটি প্রতিজ্ঞা করার

বললো না, কেননা তার সহোদরা তামরের ইজ্জত
নষ্ট করাতে অবশালোম অম্লোনকে ঘৃণা করতে
লাগল।

তামরের ইজ্জতের প্রতিশোধ নেওয়া

২৩ সম্পূর্ণ দু'বছর পরে আফরাহীমের নিকটস্থ
বাল্-হাৎসোরে অবশালোমের ভেড়া পালের
লোমকাটা হচ্ছিল; এবং অবশালোম সমস্ত রাজ-
পুত্রকে দাওয়াত করলো। ২৪ আর অবশালোম
বাদশাহ্‌র কাছে এসে বললো, দেখুন, আপনার
এই গোলামের ভেড়ার পালের লোমকাটা হচ্ছে;
অতএব আরজ করি, বাদশাহ্ ও বাদশাহ্‌র
গোলামেরা আপনার গোলামের সঙ্গে আগমন
করুন। ২৫ বাদশাহ্ অবশালোমকে বললেন, হে
আমার পুত্র, তা নয়, আমরা সকলে যাব না,
পাছে তোমার ভারস্বরূপ হই। যদিও সে
পীড়াপীড়ি করলো, তবু বাদশাহ্ যেতে সম্মত হলেন
না, কিন্তু তাকে দোয়া করলেন। ২৬ তখন
অবশালোম বললো, যদি তা না হয়, তবে আমার
ভাই অম্লোনকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন;
বাদশাহ্ তাকে বললেন, সে কেন তোমার সঙ্গে
যাবে? ২৭ কিন্তু অবশালোম তাঁকে পীড়াপীড়ি
করলে বাদশাহ্ অম্লোন ও তার সঙ্গে সমস্ত রাজ-
পুত্রকে যেতে দিলেন। ২৮ পরে অবশালোম তার
ভৃত্যদের এই হুকুম দিল, দেখো, আঙ্গুর-রসে
অম্লোনের অন্তর প্রফুল্ল হলে যখন আমি
তোমাদের বলবো, অম্লোনকে মার, তখন তোমরা
তাকে হত্যা করো, ভয় পেয়ো না। আমি কি
তোমাদের হুকুম দেই নি? তোমরা সাহস কর,
বলবান হও। ২৯ পরে অবশালোমের ভৃত্যরা
অম্লোনের প্রতি অবশালোমের আদেশমত কাজ
করলো। তখন রাজপুত্ররা সকলে উঠে নিজ নিজ
ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেল।
৩০ তারা পথে ছিল, এমন সময়ে দাউদের
কাছে এই সংবাদ এলো যে, অবশালোম সমস্ত
রাজপুত্রকে হত্যা করেছে, তাদের এক জনও
অবশিষ্ট নেই। ৩১ তখন বাদশাহ্ উঠে তাঁর
কাপড় ছিঁড়ে ভূমিতে লম্বমান হয়ে পড়লেন এবং
তাঁর গোলামেরা সকলে নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়ে
তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। ৩২ তখন দাউদের
ভাই শিমিয়ের পুত্র যোনাদব বললো, আমার
মালিক মনে করবেন না যে, সমস্ত রাজকুমার
নিহত হয়েছে; কেবল অম্লোন মারা পড়েছে,
কেননা যেদিন সে অবশালোমের বোন তামরের
ইজ্জত নষ্ট করেছে, সেদিন থেকে অবশালোম
কর্তৃক এটা স্থির হয়েছিল। ৩৩ অতএব সমস্ত
রাজপুত্র মারা গেছে ভেবে আমার মালিক
বাদশাহ্ শোক করবেন না; কেবল অম্লোন মারা
গেছে।
৩৪ কিন্তু অবশালোম পালিয়ে গিয়েছিল। আর
যুবক প্রহরী চোখ তুলে নিরীক্ষণ করলো, আর
দেখ, পর্বতের পাশ থেকে তার পিছনের দিকের
পথ দিয়ে অনেক লোক আসছে। ৩৫ আর
যোনাদব বাদশাহ্‌কে বললো, দেখুন রাজপুত্ররা
আসছে, আপনার গোলাম যা বলেছিল, তা-ই
ঠিক হল। ৩৬ তার কথা শেষ হওয়া মাত্র, দেখ,
রাজপুত্ররা উপস্থিত হয়ে চিৎকার করে কাঁদতে

[১৩:২২] লেবীয় ১৯:১৭-১৮; ১ইউ ২:৯-১১।

[১৩:২৩] ১শামু ২৫:৭।

[১৩:২৮] ২শামু ৩:৩।

[১৩:৩১] শুমারী ১৪:৬।

করা বিষয়টি দাউদকে রাগান্বিত করেছিল কিন্তু এমন কোন নজির নেই যে, এই কারণে তিনি তার বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত বৎসেবার সাথে তাঁর গুনাহের কাজের স্মৃতি তাঁকে এই কাজের বিচার করতে বাধা দান করেছিল। তবে যে কারণই হোক না কেন, দাউদ বাদশাহ্ এবং বাবা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন না। তাঁর ছেলেদের এইভাবে প্রশ্রয় প্রদান করাটি অম্লোনের মৃত্যু ডেকে আনে এবং অবশালোম এবং আদোনিয়ের বিদ্রোহের উৎপত্তি ঘটায়।

১৩:২২ ভাল-মন্দ কিছুই বললো না। তিনি চুপচাপ তার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

১৩:২৩ দু'বছর পরে। দুই বছর পর এটি অবশালোমের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাদশাহ্ দাউদ তামরকে অম্লোনের ধর্ষণ করার বিষয়ে কিছুই করবেন না। মেষের লোম ছাটাই করার সময় সে সমস্ত রাজপুত্রকে দাওয়াত করলো (১ শামু ২৫:৪, ৮)। এই সময়টি ছিল অনেকটা উৎসবের সময়ের মত।

১৩:২৬ তবে আমার ভাই অম্লোনকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন। দাউদের আমন্ত্রন গ্রহণ না করার উপর ভিত্তি করে অবশালোম কুটনৈতিকভাবে অনুরোধ করল যেন অম্লোন, যিনি রাজপুত্র এবং বড় ছেলে, সে যেন তাঁর প্রতিনিধি হয়।

সে কেন তোমার সঙ্গে যাবে? দাউদের প্রশ্ন কিছু সংশয় তৈরি করে যেহেতু দুই সৎ ভাইয়ের মধ্যে আন্তরিকতাশূন্য সম্পর্ক ছিল (২২ আয়াত)।

১৩:২৮ অম্লোনকে মার। অবশালোম পূর্বদেশীয় মেহমানদারীর নিয়ম ভঙ্গ করে তার সৎ ভাইকে মেরে ফেলবার বিষয়ে ঘটনা সাজিয়েছিল। অম্লোন এবং অবশালোমের গুনাহ্‌পূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে দাউদের বড় ছেলেরা ব্যভিচার এবং হত্যার দায়ে দোষী হয়েছিল, যেমন তাদের বাবাও পূর্বে করেছিলেন। অম্লোনকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে অবশালোম শুধু তার বোনের ইজ্জত নষ্টের বিষয়ে প্রতিশোধ নেয়নি বরং তার সিংহাসনের উত্তরাধিকার হওয়ার বিষয়টিও পরিষ্কার করেছে (দেখুন ৩:৩; ১৫:১-৬)। কিলাব, দাউদের দ্বিতীয় পুত্র (৩:৩), তার কৈশরকালেই মারা গিয়েছিল যেহেতু তার জন্ম হওয়ার বাইরে তার সম্বন্ধে আর কোন বিষয় দেখতে পাওয়া যায় না।

১৩:২৯ খচ্চরে। দৃশ্যত এটি দাউদের রাজ্যের রাজকীয় সাধারণ বাহন দেখুন ১৮:৯; ১ বাদশাহ্ ১:৩৩, ৩৮, ৪৪; আরও দেখুন ১ বাদশাহ্ ১:৩৩ আয়াতের নোট; তুলনা করুন জাকা ৯:৯ এবং নোট)।

১৩:৩১ তাঁর কাপড় ছিঁড়ে ভূমিতে লম্বমান হয়ে পড়লেন। দুঃখ প্রকাশ করার স্বাভাবিক রীতি (দেখুন ১৯ আয়াত; ইউসা ৭:৬ আয়াত; ১ বাদশাহ্ ২১:২৭ আয়াত; ইষ্টের ৪;১, ৩; আইউব ১:২০; ২:৮)।

১৩:৩৪ পর্বতের পাশ থেকে। হোরনীম এর পাহাড়ের পাশ দিয়ে। এই শহরটি একটি লেবীয়দের জন্য দত্ত শহর বেৎ-হোরণ ইফ্রয়িমে অবস্থিত (দেখুন ইউসা ২১:২০, ২২; ১ খান্দান ৭:২৪), জেরুশালেম শহর থেকে ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

কেশও ভূমিতে পড়বে না।
১২ তখন সে স্ত্রী বললো, নিবেদন করি,
আপনার বাঁদীকে আমার মালিক বাদশাহ্‌র কাছে
একটি কথা বলতে দিন। বাদশাহ্ বললেন, বল।
১৩ সেই স্ত্রী বললো, তবে আল্লাহ্‌র লোকের
বিপক্ষে আপনি কেন সেরকম সঙ্কল্প করছেন? ফলে
এই কথা বলাতে বাদশাহ্ এক রকম দোষী হয়ে
পড়লেন, যেহেতু বাদশাহ্ তাঁর নির্বাসিত সন্তানটি
ফিরিয়ে আনছেন না। ১৪ আমরা তো নিশ্চয়ই
মারা যাব এবং যা একবার ভূমিতে ঢেলে ফেললে
পরে তুলে নেওয়া যায় না, এমন পানির মতই
হব; পরন্তু আল্লাহ্‌ও প্রাণ হরণ করেন না, কিন্তু
নির্বাসিত লোক যাতে তাঁর কাছ থেকে দূরে না
থাকে, তার উপায় চিন্তা করেন। ১৫ এখন আমি
যে আমার মালিক বাদশাহ্‌র কাছে নিবেদন
করতে এলাম, তার কারণ এই; লোকেরা
আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল; তাই আপনার
বাঁদী মনে মনে বললো, আমি বাদশাহ্‌র কাছে
নিবেদন করবো; হতে পারে, বাদশাহ্ তাঁর বাঁদীর
নিবেদন অনুসারে কাজ করবেন। ১৬ আমার
পুত্রের সঙ্গে আমাকে আল্লাহ্‌র অধিকার থেকে
উচ্ছিন্ন করতে যে চেষ্টা করে, তার হাত থেকে
আপনার বাঁদীকে উদ্ধার করতে বাদশাহ্ অবশ্য
মনোযোগ দেবেন। ১৭ আপনার বাঁদী বলছে,
আমার মালিক বাদশাহ্‌র কথা সান্ত্বনাযুক্ত হোক,
কেননা ভাল-মন্দ বিবেচনা করতে আমার মালিক
বাদশাহ্ আল্লাহ্‌র ফেরেশতার মত; আর আপনার
আল্লাহ্ মাবুদ আপনার সহবর্তী থাকুন।
১৮ তখন বাদশাহ্ জবাবে স্ত্রীলোকটিকে
বললেন, আরজ করি, তোমাকে যা জিজ্ঞাসা
করবো, তা আমার কাছ থেকে গোপন করো না।

[১৪:১৩] ২শামু ১২:৭; ১বাদশা ২০:৪০।

[১৪:১৪] আইউ ১০:৮; ১৭:১৩; ৩০:২৩; জবুর ২২:১৫; ইব ৯:২৭।

[১৪:১৬] হিজ ৩৪:৯; ১শামু ২৬:১৯।

[১৪:১৭] ১বাদশা ৩:৯; দানি ২:২১।

[১৪:১৯] আয়াত ৩।

[১৪:২০] ১বাদশা ৩:১২, ২৮; ১০:২৩-২৪; ইশা ২৮:৬।

[১৪:২২] পয়দা ৪৭:৭।

১৯ জবাবে স্ত্রীলোকটি বললো, আমার মালিক
বাদশাহ্ বলুন। বাদশাহ্ বললেন, এ সব
ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কি যোয়াবের হাত আছে?
জবাবে সে বললো, হে আমার মালিক বাদশাহ্,
আপনার জীবন্ত প্রাণের কসম, আমার মালিক
বাদশাহ্ যা বলেছেন, তার ডানে বা বামে ফিরব-
ার কোনও উপায় নেই; আপনার গোলাম
যোয়াবই আমাকে হুকুম করেছেন, এ সব কথা
আপনার বাঁদীকে শিখিয়ে দিয়েছেন। ২০ এই
বিষয়ে বর্তমান অবস্থার একটা পরিবর্তন
আনাবার জন্য আপনার গোলাম যোয়াব এই
কাজ করেছেন; যা হোক, আমার প্রভু দুনিয়ার
সমস্ত বিষয় জানতে আল্লাহ্‌র ফেরেশতার মতই
বুদ্ধিমান।
২১ পরে বাদশাহ্ যোয়াবকে বললেন, এখন
দেখ, আমিই এই কাজ করেছি; অতএব যাও,
সেই যুবক অবশালোমকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে
এসো। ২২ তাতে যোয়াব ভূমিতে উবুড় হয়ে
পড়ে সালাম করলেন এবং বাদশাহ্‌কে দোয়া
করলেন, আর যোয়াব বললেন, হে আমার
মালিক বাদশাহ্, আপনি আপনার গোলামের
নিবেদন রক্ষা করলেন, এতে আমি যে আপনার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেলাম, তা আজ আপনার এই
গোলাম জানতে পারল। ২৩ পরে যোয়াব উঠে
গশূরে গিয়ে অবশালোমকে জেরুশালেমে নিয়ে
আসলেন। ২৪ পরে বাদশাহ্ বললেন, সে ফিরে
তার নিজের বাড়িতে যাক, সে আমার মুখ না
দেখুক। তাতে অবশালোম তার বাড়িতে ফিরে
গেল, বাদশাহ্‌র মুখ দেখতে পেল না।

একটি সূত্র (পয়দা ৪২:১৫; ১ শামু ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট দেখুন) যেটি দাউদকে তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি এককভাবে দায়বদ্ধ করে।

১৪:১৩ তবে আল্লাহ্‌র লোকের বিপক্ষে। স্ত্রীলোকটির পরামর্শ হচ্ছে দাউদ ইসরাইলের প্রতি এমন কিছু করেছেন যা তার পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি করেছে। ইসরাইলের জনগণ তাদের রাজপুত্রকে নিরাপদের তাদের নিকট ফিরে পেতে চায়। **এক রকম দোষী হয়ে পড়লেন।** যুক্তিটি এইরকম যে যখন দাউদ কল্পিত হত্যাকারীকে তার প্রতি রক্তের প্রতিশোধের হাত থেকে রেহাই দিলেন, তখন তিনি নিজেই নিজের কাছে দোষী হলেন কারণ তিনি একই কাজ অবশালোমের ক্ষেত্রে করেন নি। এই সাদৃশ্যটি দাউদকে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীর অবস্থায় দাঁড় করায়।

১৪:১৪ যা একবার ভূমিতে ঢেলে ফেললে পরে। যেমন মাটিতে পানি ঢাললে যেমন তা আর তুলে নেওয়া যায় না তেমনি রক্তের প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে যাকে হত্যা করা হয়েছে সে ফিরে আসবে না। অর্থাৎ রক্তের প্রতিশোধ নেওয়াটি মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র বিচারের বিপরীত। এখানে স্ত্রীলোকটি স্পষ্টতই কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র শিক্ষাকে বিকৃত করেছে (পয়দা ৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র দয়ার বিষয়ে বলেছিলেন, যেখানে তিনি প্রাণ নেওয়ার চেয়ে তা বাঁচিয়ে রাখেন (ইহি ১৮:৩২; ৩৩:১১ এবং নোট)। দাউদের নিজের গুনাহ্ এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাওয়া স্ত্রীলোকটির যুক্তিকে আরও ভারযুক্ত করে তোলে (১২:১৩; ১৩:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:১৫ লোকেরা আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। স্ত্রীলোকটি তার বলা বানানো গল্পে আবারও ফিরে আসে। "লোকেরা" স্পষ্টরূপেই তার পরিবারের লোকেরা যারা রক্তের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে।

১৪:১৭ ভাল-মন্দ বিবেচনা ... ফেরেশতার মত। ভালমন্দ কাজ করার অতিমানবীয় শক্তি ধারণ করা– যেমন একজন বাদশাহ্‌র থাকা আবশ্যক (২০; ১৯:২৭ আয়াত দেখুন)।

১৪:২১ যোয়াবকে। তাকে পুরো সময় ধরেই উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

১৪:২৩ যোয়াব উঠে গশূরে গিয়ে। ১৩:৩৭ আয়াত দেখুন।

১৪:২৪ সে আমার মুখ না দেখুক। দাউদ এখনও দ্বিধাগ্রস্ত (১ আয়াতের নোট দেখুন); তিনি ক্ষমা করেন নি এবং প্রত্যাবর্তনের সুযোগও দেননি।

অবশালোমের প্রতি বাদশাহ্‌ দাউদের ক্ষমা

২৫ সমস্ত ইসরাইলের মধ্যে অবশালোমের মত
এত সুন্দর আর কেউ ছিল না; সে আপদমস্তক
নিখুঁত ও সুন্দর ছিল। ২৬ আর তার মাথার চুল
ভারী বোধ হলে সে তা কেটে ফেলত; বছরের
শেষে সে তা কেটে ফেলত; মাথা মুণ্ডন করার
সময়ে মাথার চুল ওজন করা হত; তাতে
রাজপরিমাণ অনুসারে তা দুই শত শেকল
পরিমিত হত। ২৭ অবশালোমের তিনটি পুত্র ও
একটি কন্যা জন্মেছিল, কন্যাটির নাম তামর; সে
দেখতে সুন্দরী ছিল।
২৮ আর অবশালোম সম্পূর্ণ দু’বছর
জেরুশালেমে বাস করলো, কিন্তু বাদশাহ্‌র মুখ
দেখতে পেল না। ২৯ পরে অবশালোম বাদশাহ্‌র
কাছে পাঠাবার জন্য যোয়াবকে ডেকে পাঠাল,
কিন্তু তিনি তার কাছে আসতে সম্মত হলেন না;
পরে দ্বিতীয়বার লোক পাঠাল, তখনও তিনি
আসতে সম্মত হলেন না। ৩০ অতএব সে তার
গোলামদেরকে বললো, দেখ, আমার ক্ষেতের
পাশে যোয়াবের ক্ষেত আছে, সেই স্থানে তার যে
যব আছে, তোমরা গিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে
দাও। তাতে অবশালোমের গোলামেরা সেই
ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দিল। ৩১ তখন যোয়াব
উঠে অবশালোমের কাছে তার বাড়িতে এসে
তাকে বললেন, তোমার গোলামেরা আমার
ক্ষেতে কেন আগুন দিয়েছে? ৩২ অবশালোম
যোয়াবকে বললো, দেখ, আমি তোমার কাছে
লোক পাঠিয়ে এখানে আসতে বলেছিলাম, ফলত
বাদশাহ্‌র কাছে এই কথা নিবেদন করার জন্য
তোমাকে পাঠাব বলে যে, আমি গশূর থেকে
কেন এলাম? সেই স্থানে থাকলে আমার আরও
ভাল হত। এখন আমাকে বাদশাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে দিন, আর যদি আমার অপরাধ থাকে,
তবে তিনি আমাকে হত্যা করুন। ৩৩ পরে
যোয়াব বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে তাঁকে সেই কথা
জানালে বাদশাহ্‌ অবশালোমকে ডেকে
পাঠালেন; তাতে সে বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে
বাদশাহ্‌র সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে সালাম
করলো, আর বাদশাহ্‌ অবশালোমকে চুম্বন
করলেন।

অবশালোমের ষড়যন্ত্র

১৫ ১ এর পরে অবশালোম তার জন্য রথ,
ঘোড়া ও তার আগে আগে দৌড়াবার
জন্য পঞ্চাশ জন লোক নিযুক্ত করলো। ২ আর
অবশালোম খুব ভোরে উঠে রাজদ্বারের পথের
পাশে দাঁড়াত এবং যদি কেউ বিচারের আশায়
বাদশাহ্‌র কাছে নালিশ উপস্থিত করতে উদ্যত
হত, অবশালোম তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতো,
তুমি কোন্‌ নগরের লোক? সে বলতো, আপনার
গোলাম আমি ইসরাইলের অমুক বংশের লোক।
৩ তখন অবশালোম তাকে বলতো, দেখ,
তোমার নালিশ ন্যায্য ও যথার্থ; কিন্তু তোমার
কথা শুনতে বাদশাহ্‌র কোন লোক নেই।
৪ অবশালোম আরও বলতো, হায়, আমাকে
কেন দেশের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়
নি? তা করলে যে কোন ব্যক্তির নালিশ বা
বিচারের কোন কথা থাকে, সে আমার কাছে

[১৪:২৬] ২শামু ১৮:৯।
[১৪:২৭] ২শামু ১৮:১৮।
[১৪:৩০] হিজ ৯:৩১।
[১৪:৩১] কাজী ১৫:৫।
[১৪:৩২] ১শামু ২০:৮।
[১৪:৩৩] লূক ১৫:২০ ২ ঋধসঁবষ ১৫।
[১৫:১] ১শামু ৮:১১।
[১৫:২] পয়দা ২৩:১০; ২শামু ১৯:৮।
[১৫:৩] মেসাল ১২:২।
[১৫:৪] কাজী ৯:২৯।

১৪:২৫ এত সুন্দর আর কেউ ছিল না। অবশালোমের সৌন্দর্য্য সকলের দৃষ্টি কাড়ত এবং বিখ্যাত করে তুলেছিল– খুব তাড়াতাড়িই সে এর সুযোগ গ্রহণ করবে।

১৪:২৬ মাথার চুল ভারী বোধ হলে। সেই সময়কার লোকেদের কাছে চুল ছিল পুরুষত্বের প্রতীক। বাদশাহ্‌ এবং সাহসী ব্যক্তিদের সাধারণত বিভিন্ন ধরণের পরচুলা পরে থাকতে দেখা যেত, যেখানে টাক মাথা ছিল লজ্জার ব্যাপার (২ বাদশাহ্‌ ২:২৩ এবং নোট দেখুন)। এখানেও অবশালোমকে সিংহাসনের যোগ্য মনে হচ্ছিল। রাজকীয় শেকল সাধারণত ধর্মীয় শেকল থেকে ওজনে ভারী ছিল (দেখুন হিজ ৩০:১৩)।

১৪:২৭ তিনটি পুত্র। তাদের নাম জানা যায় না; ১৮:১৮ আয়াত এই ধারণা দেয় যে তারা তরুন অবস্থায়ই মারা গিয়েছিল।

কন্যাটির নাম তামর। অবশালোম তার বোনের নাম অনুসারে তার মেয়ের নাম রাখলেন (১৩:১)। মাখা (১ বাদশাহ্‌ ১৫:২ এবং নোট দেখুন) সম্ভবত তামরের মেয়ে ছিল, অর্থাৎ অবশালোমের নাতনি (২ খান্দান ১১:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:৩২ যদি আমার অপরাধ থাকে, তবে তিনি আমাকে হত্যা করুন। অবশালোম সম্পূর্ণ ক্ষমা এবং প্রত্যার্বতন অথবা মৃত্যু দাবি করলেন, কিন্তু তিনি কোন অনুতাপ করলেন না।

১৪:৩৩ বাদশাহ্‌ অবশালোমকে চুম্বন করলেন। এটি তাঁর ক্ষমা এবং রাজ পরিবারের সাথে অবশালোমের পুর্নমিলন প্রকাশ করে। দাউদ অনুতাপ এবং বিচার এড়িয়ে গেল এবং এর মধ্য দিয়ে সম্ভবত নাথনের ভাববাণীর পূর্ণতা প্রদান করলেন (দেখুন ১২:১০-১১ এবং নোট)।

রথ, ঘোড়া। যতদূর জানা যায় যে, অবশালোম ছিল প্রথম ইসরাইলের নেতা যার একটি রথ এবং ঘোড়া ছিল (তুলনা করুন ১৭:১৬)।

পঞ্চাশ জন লোক। তারা সম্ভবত দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করত এবং তা সকলের সামনে রাজকীয় শোভা প্রদর্শন করতো। অবশালোম এবং তাঁর ভাই আদোনিয় (১ বাদশাহ্‌ ১:৫ এবং নোট দেখুন) হচ্ছে প্রকাশ্য উদাহরণ যার বিষয়ে শামুয়েল পরিষ্কার ভাবেই সতর্ক করেছিলেন (১ শামু ৮:১১ এবং নোট দেখুন)।

১৫:২ রাজদ্বার। শহরের ফটক ছিল প্রাথমিক স্থান যেখানে আইনী বিষয়গুলো নিস্পত্তি করা হতো (পয়দা ১৯:১; রূত ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:২ তোমার নালিশ ন্যায্য ও যথার্থ। এভাবে লোকেদের কাছে তাদের অভিযোগগুলোর কোন তদন্ত না করেই তাতে সমর্থন করার মধ্য দিয়ে অবশালোম তাদের কাছে নিজেকে অনুগ্রহভাজন করে তুলেছিলেন।

১৫:৪ আমাকে কেন দেশের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় নি? অবশালোম লোকেদের কাছে তাদের আইনি অভিযোগ-

অবশালোম

অবশালোম নামের অর্থ, শান্তির পিতা অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ। বাদশাহ্ দাউদের পুত্র, মাখার গর্ভজাত। সে তার দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং তার মাথার চুল খুবই সুন্দর ছিল। সাধারণ মানুষের চোখে অবশালোমের প্রথম কাজটিই ছিল তার ভাইয়ের অন্যায় কাজের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাকে হত্যা করা, কারণ তার সৎভাই অম্নোন তার আপন বোন তামরের ইজ্জত নষ্ট করেছিল। তার বোনের ইজ্জত নষ্ট হবার দুই বছর পরে আফরাহীমের নিকটে বাল-হাৎসারে মেষ-লোম ছাটাই শুরু করার দিনে বাদশাহ্ দাউদের পুত্রেরা সেখানে দাওয়াত খেতে এলে অবশালোম সেখানে অম্নোনকে হত্যা করার হুকুম দেয়। ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্ক নিয়ে অবশালোম পালিয়ে যাওয়ার পর অম্নোনের মৃত্যুর জন্য দাউদ শোক করতে থাকেন। এই সুযোগে সেনাপতি যোয়াব তকোয়ার একজন মহিলার চালাকির মাধ্যমে বাদশাহ্ দাউদের কাছ থেকে অবশালোমকে জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনবার অনুমতি আদায় করে। অবশালোম জেরুশালেমে ফিরে আসে। অম্নোনের মৃত্যুর পর খুব সম্ভবত অবশালোম তখন বাদশাহ্ দাউদের জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল। সে তার মায়ের দিক থেকে ও পিতার দিক থেকে রাজ বংশীয় ছিল। হয়তো এই কারণেই তার সিংহাসন দখল করার প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছিল। সে লোকদের জনপ্রিয়তা লাভের জন্য বিভিন্ন ছল চাতুরির আশ্রয় নেয় এবং সাধারণ জনগণের মন জয় করে। সে বাদশাহ্ দাউদের ক্ষমা লাভ করার পর বহু লোকজন নিয়ে ইহুদীদের পুরাতন রাজধানী হেবরনে যায়; এবং সেখানে নিজেকে বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করে। তার এই বিদ্রোহ অত্যন্ত সফল হয়েছিল কারণ সমস্ত বনি-ইসরাইলদের অন্তঃকরণ অবশালোমের অনুগামী হয়েছিল। হযরত দাউদ ও তাঁর অনুগত সমস্ত লোক প্রাণ বাঁচানোর জন্য জেরুশালেম থেকে পালিয়ে জর্ডান নদী পার হয়ে মহনিয়মে চলে যান। এদিকে অবশালোম বিনা প্রতিরোধে সহজেই সিংহাসন দখল করে নেয়।

অবশেষে অবশালোম তার পিতা বাদশাহ্ দাউদের অনুগত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং অবশালোম এই যুদ্ধে মারা যায়। এরপর তার দেহ নামিয়ে একটি গর্তে ফেলে তার ওপর পাথরের স্তূপ করে রাখা হয়। দাউদ তাঁর পুত্রের মৃত্যুর কথা শুনে ভীষণ রোদন থাকেন। অবশালোমের তিনটি পুত্র ছিল, যারা তার মৃত্যুর আগেই মারা গিয়েছিল। সে তার এক মাত্র কন্যা তামরকে রেখে যায়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- সে তার পিতা দাউদের মতই খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় পুরুষ ছিল।
- তার বোন তামর ইজ্জত হারালে পর তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল ও তার সঙ্গে রেখেছিল।

তার দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তার বোনের ইজ্জত হারানোর প্রতিশোধে সে তার নিজ সৎভাই অম্নোনকে হত্যা করেছিল।
- সে রাজ-সিংহাসন পাবার জন্য পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।
- সে সব সময়েই ভুল পরামর্শ গ্রহণ করেছিল।
- সে তার পিতার দশ জন উপপত্নির সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল।
- সে তার পিতার কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠেছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- পিতার পাপ প্রায়ই তার সন্তানদের জীবনে পুনরায় দেখা যায় ও তা আরও বড় হয়ে দেখা যায়।
- একজন স্মার্ট লোক অনেক উপদেশ পেতে পারে কিন্তু একজন জ্ঞানী লোক সেগুলোকে মূল্যায়ন করে ভাল উপদেশ গ্রহণ করে।
- আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে করা কাজ একদিন ধ্বংস হবে– সে কিছু দিন আগে বা পরে।
- ষড়যন্ত্র যে ব্যর্থ হয় ও কোন অন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে ভাল প্রতিষ্ঠা করা যায় না সে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** হেবরন
- **কাজ:** রাজপুত্র
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: দাউদ; মা: মীখা; ভাই: অম্নোন, সোলায়মান, অবশালোম, ইত্যাদি ও বোন: তামর
- **সমসাময়িক:** নাথন, যোনাদব, যোয়াব, অহিথোফল, হূশয়।

মূল আয়াত: "কিন্তু অবশালোম ইসরাইলের সমস্ত বংশের কাছ গোয়েন্দা পাঠিয়ে বললো, তূরীধ্বনি শোনামাত্র তোমরা বলো, অবশালোম হেবরনে বাদশাহ্ হলেন" (২ শামু ১৫:১০)।

২ শামুয়েলের ৩:৩ আয়াতে ও ১৩-১৯ অধ্যায়ে এই কাহিনী বর্ণিত আছে।

আসলে আমি তার বিষয়ে ন্যায্য বিচার করতাম।
৫ আর যে কেউ তার কাছে ভূমিতে উবুড় হয়ে
সালাম করতে কাছে আসত, সে তাকে হাত
বাড়িয়ে ধরে চুম্বন করতো। ৬ ইসরাইলের যত
লোক বিচারের জন্য বাদশাহ্‌র কাছে যেত,
সকলের প্রতি অবশালোম এরকম ব্যবহার
করতো। এইভাবে অবশালোম ইসরাইলের
লোকদের অন্তর জয় করে নিল।
৭ পরে চার বছর অতীত হলে অবশালোম
বাদশাহ্‌কে বললো, আরজ করি, আমি মাবুদের
উদ্দেশে যা মানত করেছি, তা পরিশোধ করতে
আমাকে হেবরনে যেতে দিন। ৮ কেননা আপনার
গোলাম আমি যখন অরামস্থ গশূরে অবস্থান
করছিলাম, তখন মানত করে বলেছিলাম, যদি
মাবুদ আমাকে জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনেন,
তবে আমি মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী দেব।
৯ বাদশাহ্‌ বললেন, সহিসালামতে যাও। তখন
সে উঠে হেবরনে গমন করলো। ১০ কিন্তু
অবশালোম ইসরাইলের সমস্ত বংশের কাছ
গোয়েন্দা পাঠিয়ে বললো, তূরীধ্বনি শোনামাত্র
তোমরা বলো, অবশালোম হেবরনে বাদশাহ্‌
হলেন। ১১ আর জেরুশালেম থেকে দুই শত
লোক অবশালোমের সঙ্গে গেল; এরা মেহমান
হিসেবে দাওয়াত পেয়েছিল এবং সরল মনে
গেল, কিছুই জানত না। ১২ পরে অবশালোম
কোরবানী দেবার সময় দাউদের মন্ত্রী গীলোনীয়
অহীথোফলকে তার নগর গীলো থেকে ডেকে
পাঠাল। আর চক্রান্ত দৃঢ় হল, কারণ

[১৫:৬] রোমীয় ১৬:১৮।

[১৫:৮] পয়দা ২৮:২০।

[১৫:১০] ১বাদশা ১:৩৪, ৩৯; ২বাদশা ৯:১৩।

[১৫:১২] আইউ ১৯:১৪; জবুর ৪১:৯; ৫৫:১৩; ইয়ার ৯:৪।

[১৫:১৪] ১বাদশা ২:২৬; জবুর ৩।

[১৫:১৬] ২শামু ১৬:২১-২২; ২০:৩।

[১৫:১৮] ১শামু ৩০:১৪; ২শামু ২০:৭, ২৩; ১বাদশা ১:৩৮, ৪৪; ১খান্দান ১৮:১৭।

[১৫:১৯] ২শামু ১৮:২।

অবশালোমের পক্ষের লোক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
পেতে লাগল।

বাদশাহ্‌ দাউদের পালিয়ে যাওয়া

১৩ পরে এক জন দাউদের কাছে এসে এই
সংবাদ দিল, ইসরাইলদের অন্তঃকরণ
অবশালোমের অনুগামী হয়েছে। ১৪ তখন
দাউদের যেসব কর্মকর্তারা জেরুশালেমে তাঁর
কাছে ছিল, তাদের তিনি বললেন, চল, আমরা
পালিয়ে যাই, কেননা অবশালোমের হাত থেকে
আমাদের কারো বাঁচবার উপায় নেই; শীঘ্র চল,
নতুবা সে দ্রুত আমাদের সঙ্গ ধরে আমাদের
বিপদগ্রস্ত করবে ও তলোয়ারের আঘাতে নগর
আক্রমণ করবে। ১৫ তাতে বাদশাহ্‌র কর্মকর্তারা
বাদশাহ্‌কে বললো, দেখুন, আমাদের মালিক
বাদশাহ্‌র যা ইচ্ছা হবে, তা-ই করতে আপনার
গোলামেরা প্রস্তুত আছে। ১৬ পরে বাদশাহ্‌ প্রস্থান
করলেন এবং তাঁর সমস্ত পরিজন তাঁর পিছনে
পিছনে চললো; আর বাদশাহ্‌ রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে
দশ জন উপপত্নী রেখে গেলেন। ১৭ বাদশাহ্‌
প্রস্থান করলেন ও সমস্ত লোক তাঁর পিছনে
পিছনে চললো, তাঁরা শহরের শেষ সীমানায়
শেষ বাড়িটির কাছে গিয়ে থামলেন। ১৮ পরে
তাঁর সকল কর্মকর্তা তাঁর পাশে পাশে অগ্রসর
হল এবং সমস্ত করেথীয় ও পলেথীয় এবং গাৎ
থেকে আগত ছয় শত লোক যারা আগে
বাদশাহ্‌র সঙ্গে চলে এসেছিল, তারা সকলে
বাদশাহ্‌র সম্মুখে অগ্রসর হল।
১৯ তখন বাদশাহ্‌ গাতীয় ইত্তয়কে বললেন,

গুলোর সমাধান হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করছিলেন। অম্লোনের ক্ষেত্রে তার বিষয়গুলো অবশালোম নিজের হাতে নিতেন তাঁর পিতার দুর্বলতার কারণে। এখন তিনি তাঁর পিতার রাজত্বের দুর্বলতাগুলো বুঝতে পারলেন এবং তিনি তা বিশ্বাসও করলেন এবং তিনি এগুলো রাজনৈতিক চালাকীর মধ্য দিয়ে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে লাগলেন।

১৫:৭ চার বছর অতীত হলে। অবশালোমের রাজপ্রাসাদে ফিরে আসার পর (১৪:৩৩)। এই সময়ের মধ্যে তিনি অবশ্যই ৩০ বছরে পা দিয়েছিলেন, তাই তাঁর বিদ্রোহ অবশ্যই দাউদের রাজত্বে শেষ দশকের শুরুতে ছিল।

হেবরনে। যেখানে দাউদকে প্রথম বাদশাহ্‌ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল (২:১, ৪; ৫:৩, ৫ আয়াতের নোট দেখুন) এবং যেখানে অবশালোম জন্মগ্রহণ করেছিলেন (৩:২-৩)। অবশালোমের এটি বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে রাজধানী জেরুশালেমে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে দাউদের উপর কিছু স্থানীয় অসন্তোষ ছিল। পবিত্র স্থান হিসেবে হেবরনেরও গুরুত্ব ছিল।

আমি মাবুদের উদ্দেশে যা মানত করেছি। অবশালোম ধার্মিক সেজে তাঁর পিতার কাছে মিথ্যা বললেন যাতে তাঁর আসল উদ্দেশ্য গোপন থাকে; উরিয়ের বিষয়ে দাউদের উদ্দেশ্য গোপন করাটি তুলনা করুন (১১:৭-১৫)।

১৫:১২ গীলোনীয় অহীথোফল। বৎসেবার পিতামহ (১১:৩; ২৩:৩৪ এবং নোট দেখুন) এবং একজন জ্ঞানী এবং সম্মানিত পরামর্শদাতা (১৬:২৩)। তিনি পরিকল্পনার সময় অবশালোমের বিদ্রোহে তাঁর সাথে গোপনে নিজেকে জড়িয়েছিলেন, সম্ভবত বৎসেবা এবং উরিয়ের প্রতি দাউদের ব্যবহারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তা করেছিলেন। সন্দেহভাজন নয় এমন লোকের বিশ্বাসঘাতকতা হয়তো তাকে জবুর ৪১:৯; ৫৫:১২-১৪ আয়াতের বিবৃতি দিতে বাধ্য করেছিল।

গীলো। হেবরনের কাছে অবস্থিত (দেখুন ইউসা ১৫:৫১, ৫৪)।

১৫:১৪ অবশালোমের হাত থেকে আমাদের কারো বাঁচবার উপায় নেই। অবশালোমের দায়িত্বভারের উপর অনিশ্চয়তা (১৩ আয়াত দেখুন), দাউদ ভয় পেলেন যে, হয়তো তাদেরকে জেরুশালেমে আটকে ফেলা হবে এবং তিনি রক্তারক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য শহর থেকে পালাতে চাইলেন।

১৫:১৬ বাদশাহ্‌ রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে দশ জন উপপত্নী রেখে গেলেন। ৫:১৩ আয়াত দেখুন; এছাড়াও ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। দাউদ অজান্তেই নাথনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর একটির পূর্ণতার পথে এগিয়ে গেল (১২:১১; ১৬:২২ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়াও ২০:৩ আয়াত দেখুন)।

১৫:১৮ করেথীয় ও পলেথীয়। ৮:১৮; ইয়ার ৪৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

গাৎ থেকে আগত ছয় শত লোক। ফিলিস্তিনী সৈন্য যারা দাউদের ব্যক্তিগত রক্ষীদের সাথে যুক্ত হল। তাদের কমান্ডার ছিল ইত্তয় (১৯ আয়াত; ১৮:২)।

BACIB International Bible CHURCH

আমাদের সঙ্গে তুমিও কেন যাবে? তুমি ফিরে
গিয়ে বাদশাহ্‌ অবশালোমের সঙ্গে বাস কর,
কেননা তুমি বিদেশী এবং নির্বাসিত লোক, তুমি
স্বস্থানে ফিরে যাও। [২০] তুমি গতকাল মাত্র
এসেছ, আজ আমি কি তোমাকে আমাদের সঙ্গে
ভ্রমণ করাব? আমি যেখানে পারি, সেখানে যাব;
তুমি ফিরে যাও; আপন ভাইদেরও নিয়ে যাও,
অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা তোমার সহবর্তী
হোক। [২১] ইত্তয় জবাবে বাদশাহ্‌কে বললেন,
জীবন্ত মাবুদের কসম এবং আমার মালিক
বাদশাহ্‌র প্রাণের কসম, জীবনের জন্য কিংবা
মরণের জন্য হোক, আমার মালিক বাদশাহ্‌ যে
স্থানে থাকবেন, আপনার গোলামও সেই স্থানে
অবশ্য থাকবে। [২২] দাউদ ইত্তয়কে বললেন, তবে
চল, অগ্রসর হও। তখন গাতীয় ইত্তয়, তাঁর সমস্ত
লোক ও সঙ্গী সমস্ত বালক-বালিকা অগ্রসর হয়ে
গেল। [২৩] দেশসুদ্ধ লোক চিৎকার করে কান্নাকাটি
করলো ও সমস্ত লোক অগ্রসর হল। বাদশাহ্‌ও
কিদ্রোণ স্রোত পার হলেন এবং সমস্ত লোক
মরুভূমির পথ ধরে অগ্রসর হল।
[২৪] আর দেখ, সাদোকও আসলেন এবং তাঁর
সঙ্গে লেবীয়েরা সকলে এল, তারা আল্লাহ্‌র
শরীয়ত-সিন্দুক বহন করছিল; পরে নগর থেকে
সমস্ত লোক বের না হওয়া পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র
সিন্দুক নামিয়ে রাখল এবং অবিয়াথর উঠে
গেলেন। [২৫] পরে বাদশাহ্‌ সাদোককে বললেন,
তুমি আল্লাহ্‌র সিন্দুক পুনরায় নগরে নিয়ে যাও,
যদি মাবুদের দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তবে
তিনি আমাকে পুনর্বার এনে তা ও তাঁর নিবাস
দেখতে দেবেন। [২৬] কিন্তু যদি তিনি এই কথা
বলেন, তোমাতে আমার সন্তোষ নেই, তবে
দেখ, এই আমি, তাঁর দৃষ্টিতে যা ভাল, আমার
প্রতি তা-ই করুন। [২৭] বাদশাহ্‌ ইমাম সাদোকে
আরও বললেন, তুমি কি দর্শক নও? তুমি
সহিসালামতে নগরে ফিরে যাও এবং তোমার
পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন,
তোমাদের এই দুই পুত্র তোমাদের সঙ্গে যাক।
[২৮] দেখ, যতদিন তোমাদের কাছ থেকে আমার
কাছে সঠিক সংবাদ না আসে, ততদিন আমি
মরুভূমির পারঘাটায় থেকে বিলম্ব করবো।
[২৯] অতএব সাদোক ও অবিয়াথর আল্লাহ্‌র
সিন্দুক পুনরায় জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে সেই
স্থানে রইলেন।
[৩০] পরে দাউদ জৈতুন পর্বতের পাহাড়ী পথ
বেয়ে উঠতে লাগলেন; তিনি উঠবার সময়ে
কাঁদতে কাঁদতে চললেন; তাঁর মুখ ঢাকা ছিল ও
খালি পায়ে হাঁটছিলেন এবং তাঁর সঙ্গী লোকেরা
প্রত্যেকে নিজ নিজ মুখ ঢেকে রেখেছিল এবং
উঠবার সময়ে কাঁদতে কাঁদতে চললো। [৩১] পরে
কেউ দাউদকে বললো, অবশালোমের সঙ্গে
চক্রান্তকারীদের মধ্যে অহীথোফলও আছে; তখন
দাউদ বললেন, হে মাবুদ, অনুগ্রহ করে
অহীথোফলের মন্ত্রণাকে মূর্খতায় পরিণত কর।

বাদশাহ্‌ দাউদের পক্ষে অর্কীয় হূশয়ের কাজ

[৩২] পরে যে স্থানে লোকেরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে
সেজ্‌দা করতো, দাউদ পর্বতের সেই শিখরে
উপস্থিত হলে দেখ, অর্কীয় হূশয় ছেড়া পোশাক
পরে ও মাথায় ধুলা ছিটিয়ে দাউদের সঙ্গে

[১৫:২০] ১শামু ২২:২।
[১৫:২১] রূত ১:১৬-১৭; মেসাল ১৭:১৭।
[১৫:২৩] ১বাদশা ২:৩৭; ২বাদশা ২৩:১২; ২খান্দান ১৫:১৬; ২৯:১৬; ৩০:১৪; ইয়ার ৩১:৪০; ইউ ১৮:১।
[১৫:২৫] হিজ ১৫:১৩; লেবীয় ১৫:৩১; জবুর ৪৩:৩; ৪৬:৪; ৮৪:১; ১৩২:৭।
[১৫:২৬] কাজী ১০:১৫; ২শামু ২২:২০।
[১৫:২৭] ২শামু ১৭:১৭; ১বাদশা ১:৪২।
[১৫:২৮] ২শামু ১৭:১৬।
[১৫:৩০] শুমারী ২৫:৬; জবুর ৩০:৫।
[১৫:৩২] ২শামু ১৬:১৬; ১৭:৫; ১বাদশা ৪:১৬।

১৫:১৯ তুমি ফিরে গিয়ে বাদশাহ্‌ অবশালমের সঙ্গে বাস কর। দাউদ ফিলিস্তিনী সৈন্যবাহিনীদের ভবিষ্যতের বাধ্যবাধকতাগুলো থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

১৫:২১ জীবন্ত মাবুদের কসম এবং আমার মালিক বাদশাহ্‌র প্রাণের কসম। একটি বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা ইসরাইলের আল্লাহ্‌র নামে নেওয়া হল (১ শামু ১৪:৩৯, ৪৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

জীবনের জন্য কিংবা মরণের জন্য হোক, ... আপনার গোলামও সেই স্থানে অবশ্য থাকবে। একই ধরনের প্রতিশ্রুতির জন্য রূত ১:১৬-১৭ আয়াত দেখুন।

১৫:২৩ কিদ্রোণ স্রোত। জেরুশালেমের পূর্ব দিক (ইশা ২২:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

মরুভূমির পথ। এহুদার মরুভূমির উত্তারাঞ্চল যেটি জেরুশালেম এবং মরুসাগরের মাঝে রয়েছে।

১৫:২৪ সাদোক। ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

অবিয়াথর। ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়াও ১ শামু ২০:২০-২৩ আয়াত এবং ২২:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:২৪ তুমি আল্লাহ্‌র সিন্দুক পুনরায় নগরে নিয়ে যাও। সাক্ষ্য -সিন্দুক এবং আল্লাহ্‌র লোকেদের সাথে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির যে যোগাযোগ তার বিষয়ে দাউদ একটি সত্যিকারে অর্ন্তদৃষ্টি প্রকাশ করলেন। তিনি জানতেন যে, সাক্ষ্য-সিন্দুকটি অধিকারে রাখা আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ সম্পর্কে কোন অঙ্গীকার প্রদান করে না (১ শামু ৪:৩, ২১)। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাক্ষ্য-সিন্দুকটি রাজধানীর বিষয় এবং এই জাতির উপর আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের চিহ্নস্বরূপ (৬:২ আয়াতের নোট দেখুন), এবং সেক্ষেত্রে যিনিই এখানে বাদশাহ্‌ হোন না কেন।

১৫:২৬ তাঁর দৃটিতে যা ভাল, আমার প্রতি তা-ই করুন। দাউদ স্বীকার করলেন যে, সিংহাসনের উপর তাঁর কোন একচেটিয়া দাবি নেই এবং ইসরাইলের ঐশ্বরিক বাদশাহ্‌ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রদান করতে পারেন।

১৫:২৭ তুমি কি দর্শক নও? খুব সম্ভবত এটি মহা-ইমামের জন্য বলা হয়ে থাকবে কারণ তার কাছে উরিম ও তুম্মীম থাকতো যার মধ্য দিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র বার্তা লাভ করতে পারতেন (হিজ ২৮:৩০; ১ শামু ২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)। এছাড়াও ১ শামু ৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:২৮ মরুভূমির পারঘাটায়। এই পারঘাটা দিয়ে পার হয়ে তারা গিল্‌গলে পৌছাত।

১৫:৩০ জৈতুন পর্বতের। জাকা ১৪:৪; মার্ক ১১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর মুখ ঢাকা ছিল। শোক করার চিহ্ন (দেখুন ইষ্টের ৬:১২; ইয়ার ১৪:৩-৪; তুলনা করুন ২শামু ১৯:৪ এবং নোট)।

খালি পায়ে হাঁটছিলেন। শোক (ইহি ২৪:২৭; মিখা ১:৮) এবং লজ্জার চিহ্ন (ইশা ২০:৪ দেখুন)।

১৫:৩২ অর্কীয় হূশয়। অর্কীয়রা ছিল একটি বংশ (কেউ কেউ মনে করে তারা ইসরাইলীয় নয়) যারা বেথেলের দক্ষিণ পশ্চিমে

সাক্ষাৎ করতে আসলেন। ৩৩ দাউদ তাঁকে
বললেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে অগ্রসর হও তবে
আমাকে ভারগ্রস্ত করবে। ৩৪ কিন্তু যদি নগরে
ফিরে গিয়ে অবশালোমকে বল, হে বাদশাহ্‌,
আমি আপনার গোলাম হব, ইতোপূর্বে যেমন
আপনার পিতার গোলাম ছিলাম তেমনি এখন
আপনার গোলাম হব, তা হলে তুমি আমার জন্য
অহীথোফলের মন্ত্রণা ব্যর্থ করতে পারবে।
৩৫ সেই স্থানে সাদোক ও অবিয়াথর, এই দুই
ইমাম কি তোমার সঙ্গে থাকবেন না? অতএব
তুমি রাজপ্রাসাদের যে কোন কথা শুনবে তা
সাদোক ও অবিয়াথর ইমামকে বলবে। ৩৬ দেখ,
সেই স্থানে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের দুই পুত্র,
সাদোকের পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র
যোনাথন আছে; তোমরা যে কোন কথা শুনবে,
তাদের দ্বারা আমার কাছে তার সংবাদ পাঠিয়ে
দেবে। ৩৭ অতএব দাউদের বন্ধু হূশয় নগরে
গেলেন; আর অবশালোম জেরুশালেমে প্রবেশ
করলেন।

বাদশাহ্‌ দাউদ ও সীবঃ

১৬ ১ পরে দাউদ পর্বত-শিখর পিছনে
ফেলে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হলে দেখ,
মফীবোশতের গোলাম সীবঃ সজ্জিত দুই গাধা
সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। সেই গাধার
পিঠে দুই শত রুটি ও এক শত থলুয়া শুকনো
আঙ্গুর ফল ও এক শত চাপ গ্রীষ্মকালের ফল ও
এক কূপা আঙ্গুর-রস ছিল। ২ বাদশাহ্‌ সীবঃকে
বললেন, তুমি এগুলো এনেছ কেন? সীবঃ
বললো, এই দু'টি গাধা বাদশাহ্‌র পরিজনের
বাহন হবে, আর এই রুটি ও ফল যুবকদের
খাওয়ার জন্য এবং আঙ্গুর-রস মরুভূমিতে ক্লান্ত
লোকদের পানীয় হবে। ৩ পরে বাদশাহ্‌ বললেন,

[১৫:৩৩] ২শামু ১৯:৩৫।
[১৫:৩৪] ২শামু ১৭:১৪; মেসাল ১১:১৪।
[১৫:৩৫] ২শামু ১৭:১৫-১৬।
[১৫:৩৬] আয়াত ২৭; ২শামু ১৭:১৭; ১বাদশা ১:৪২।
[১৫:৩৭] ১খান্দান ২৭:৩৩।
[১৬:১] ১শামু ২৫:১৮; ১খান্দান ১২:৪০।
[১৬:২] ২শামু ১৭:২৭-২৯।
[১৬:৩] ২শামু ৯:৯-১০।
[১৬:৪] ২শামু ৪:৪।
[১৬:৫] ২শামু ১৯:১৬-২৩; ১বাদশা ২:৮-৯, ৩৬, ৪৪।
[১৬:৮] ২শামু ১৯:১৯; জবুর ৫৫:৩।
[১৬:৯] ২শামু ৩:৩৯; লূক ৯:৫৪।
[১৬:১০] রোমীয় ৯:২০।

তোমার মালিকের পুত্র কোথায়? সীবঃ
বাদশাহ্‌কে বললো, দেখুন, তিনি জেরুশালেমে
অবস্থান করছেন, কেননা তিনি বললেন,
ইসরাইলের কুল আজ আমার পৈতৃক রাজ্য
আমাকে ফিরিয়ে দেবে। ৪ বাদশাহ্‌ সীবঃকে
বললেন, দেখ, মফীবোশতের সর্বস্ব তোমার।
সীবঃ বললো, হে আমার মালিক বাদশাহ্‌, আমি
আপনার পদধূলিরও যোগ্য নই; আরজ করি,
যেন আমি আপনার দৃষ্টিতে রহমত পাই।

শিমিয়ির দেওয়া বদদোয়া

৫ পরে বাদশাহ্‌ দাউদ বহুরীমে উপস্থিত হলে
দেখ, তালুতের কূলের গোষ্ঠীভুক্ত গেরার পুত্র
শিমিয়ি নামে এক ব্যক্তি সেখান থেকে বের হয়ে
আসতে আসতে বদদোয়া দিল। ৬ আর সে
বাদশাহ্‌ দাউদ ও তাঁর সমস্ত গোলামের দিকে
পাথর নিক্ষেপ করলো; তখন সমস্ত লোক ও
সমস্ত বীর তাঁর ডানে ও বামে ছিল। ৭ শিমিয়ি
বদদোয়া দিতে দিতে এই কথা বললো, যা, যা,
তুই রক্তপাতী, তুই পাষণ্ড। ৮ তুই যার পদে
রাজত্ব করেছিস্‌, সেই তালুতের কুলের সমস্ত
রক্তপাতের প্রতিফল মাবুদ তোকে দিচ্ছেন এবং
মাবুদ তোর পুত্র অবশালোমের হাতে রাজ্য তুলে
দিয়েছেন; দেখ্‌, তুই নিজের দুষ্টতায় আট্‌কা
পড়েছিস্‌, কেননা তুই রক্তপাতী।
৯ তখন সরূয়ার পুত্র অবীশয় বাদশাহ্‌কে
বললেন, ঐ মৃত কুকুর কেন আমার মালিক
বাদশাহ্‌কে বদদোয়া দেয়? আপনি অনুমতি
করলে আমি পার হয়ে গিয়ে ওর মাথা কেটে
ফেলি। ১০ কিন্তু বাদশাহ্‌ বললেন, হে সরূয়ার
পুত্ররা, তোমাদের সঙ্গে আমার বিষয় কি? ও
যখন বদদোয়া দেয় এবং মাবুদ যখন ওকে বলে
দেন, দাউদকে বদদোয়া দাও, তখন কে বলবে,

বাস করতো (ইউসা ৬;২)। যেহেতু হূশয় দাউদের রাজদরবারে বিশস্ত লোক ছিলেন (৩৭ আয়াতের নোট দেখুন), তাঁর উপস্থিতি ছিল দাউদের মুনাজাতের উত্তর পাওয়ার শুরু (৩১ আয়াত)।

১৫:৩৭ দাউদের বন্ধু হূশয়। ১ খান্দান ২৭:৩৩ পদে তাকে "বাদশাহ্‌র বন্ধু", বলা হয়েছে যা বাদশাহ্‌র সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরামর্শকের আনুষ্ঠানিক টাইটেল ছিল বলে বোঝা যায় (১ বাদশাহ্‌ ৪:৫ আয়াত দেখুন, যেখানে হিব্রুতে "বাদশাহ্‌র বন্ধু" অনুবাদ করা হয়েছে "বাদশাহ্‌র পরামর্শদাতা")।

১৬:১ সীবঃ। ৯ অধ্যায় দেখুন।

মফীবোশত। ৪:৪ আয়াত দেখুন।

১৬:২ সীবঃ বললো। যেহেতু দাউদ তালুতের সম্পত্তির দায়িত্বভার নিয়েছিলেন (৯:৭-১০), সীবঃ যে সবসময় সুযোগ সন্ধানী ছিল, সে রাজনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে লাভ খুঁজছিল।

১৬:৩ তোমার মালিকের পুত্র। মফীবোশত (৯:২-৩, ৯ আয়াত দেখুন)।

১৬:৪ মফীবোশতের সর্বস্ব তোমার। যেহেতু বিদ্রোহটি ব্যাপক আকারে ছিল এবং বিশ্বস্ততা অনিশ্চিত ছিল, তাই দাউদ দ্রুত সবচেয়ে খারাপ অবস্থা গ্রহণ করলেন।

১৬:৫ বহুরীম। জৈতুন পাহাড়ের কাছে।

তালুতের কূলের গোষ্ঠীভুক্ত। মট্রীয়ের বংশ (১ শামু ১০:২১ আয়াত দেখুন)। *গেরা।* ১ বাদশাহ্‌ ২:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৬ সমস্ত বীর তাঁর ডানে ও বামে ছিল। করেথীয়, পলেথীয় এবং ৬০০ গাতীয় (১৫:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৬:৬ তুই পাষণ্ড। দ্বিঃবিঃ ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৮ তালুতের কূলের সমস্ত রক্তপাতের। শিমিয়ি হয়তো ২১:১-১৪ আয়াতের মৃত্যুদণ্ডের কথা বলছিলেন, কিন্তু সেই ঘটনার সময় অনিশ্চিত (২১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:৯ অবীশয়। ১ শামু ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

ঐ মৃত কুকুর। একটি চরম অবমাননার অভিব্যক্তি (৯:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:১০ হে সরূয়ার পুত্ররা। অপমানকর ভাবে সম্বোধন করা (১ শামু ২০:২৭, ৩০-৩১ আয়াতের নোট তুলনা করুন)। দাউদ এই সম্ভবনার বিষয়ে খোলামেলা থাকলেন যে, এখানে আল্লাহ্‌ তালুতের রাজত্ব শেষ করাটিকে ঠিক মনে করেছেন– শুধু এখনও রায় দেওয়া হয়নি (১৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

হযরত দাউদের জীবন-রেখার উচ্চগামিতা ও নিম্নগামিতা

কিতাবুল মোকাদ্দসে হযরত দাউদকে আল্লাহ্ মাবুদের মনের মত মানুষ বলা হয়েছে (১ শামু ১৩:১৪; প্রেরিত ১৩:২২) কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাঁর জীবনে কখনও বিপদ নেমে আসে নি। দাউদের জীবনে বহু উচ্চগামিতা ও নিম্নগামিতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবনে যেসব বিপদ ও সমস্য নেমে এসেছে তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর গুনাহে পতিত হওয়া। আবার কোন কোন সমস্যা নেমে এসেছে অন্যদের গুনাহের কারণে। আমরাও আমাদের জীবনের এই উচ্চগামিতা ও নিম্নগামিতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু এর জন্য আমরা প্রতিদিন মাবুদ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করতে পারি। আমরা এটা নিশ্চিত হতে পারি না যে, তিনি সব সময়েই আমাদের বিপদের সময়ে আমাদের সাহায্য করবেন, যেমন তিনি দাউদকে করেছেন। পরিশেষে এই কথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, আমরা যদি আমাদের ঈমানে দৃঢ় থাকি, তবে তিনি আমাদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

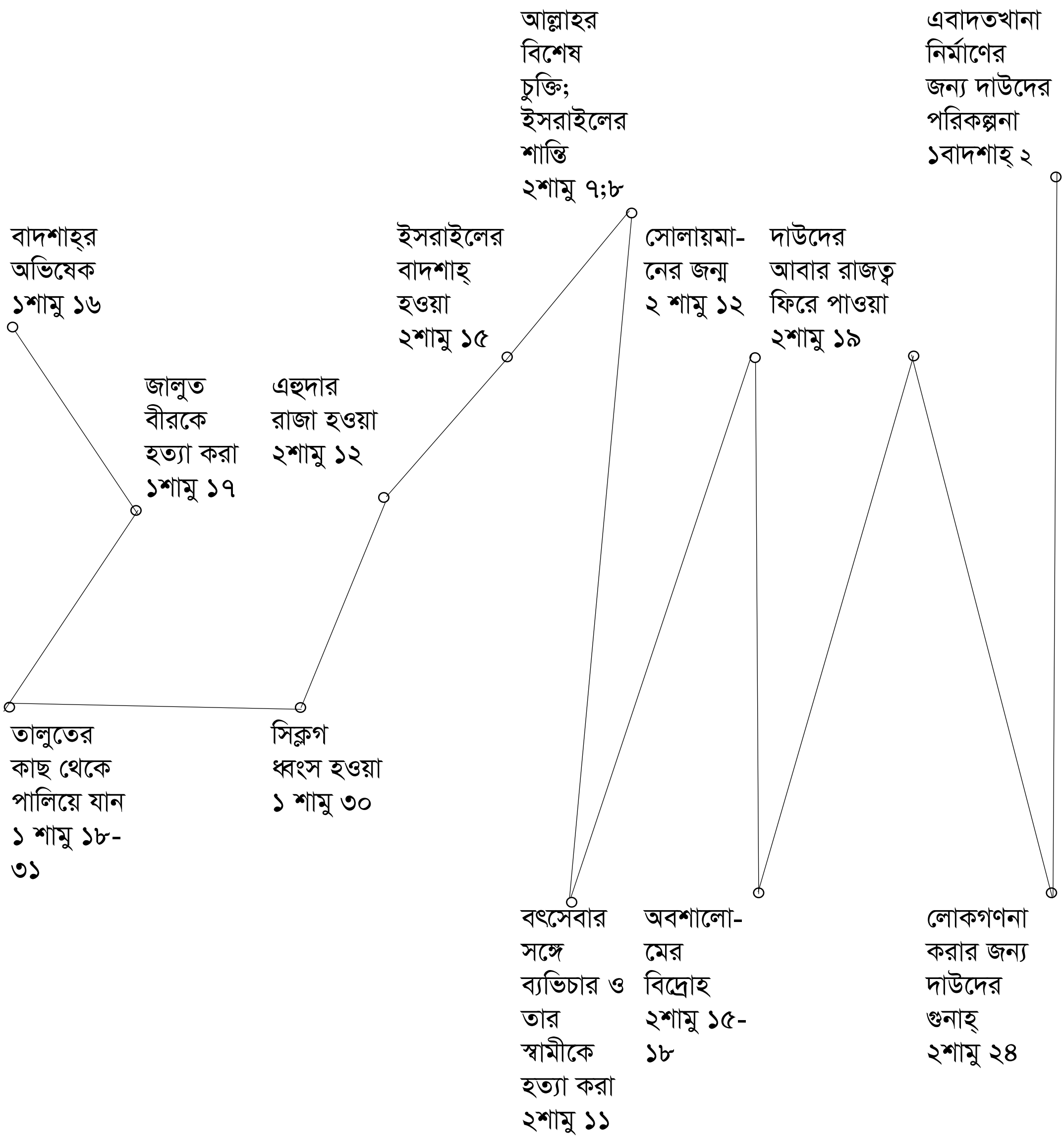

এমন কাজ কেন করছো? ১১ দাউদ অবীশয় ও
তাঁর সমস্ত গোলামকে আরও বললেন, দেখ,
আমার ঔরসজাত পুত্র আমার প্রাণনাশের চেষ্টা
করছে, তবে ঐ বিন্‌ইয়ামীনীয় কি না করবে?
ওকে থাকতে দাও; ও বদদোয়া দিক;, কেননা
মাবুদ ওকে অনুমতি দিয়েছেন। ১২ হয় তো মাবুদ
আমার উপরে কৃত অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত
করবেন এবং আজ আমাকে দেওয়া বদদোয়ার
পরিবর্তে মাবুদ আমার মঙ্গল করবেন। ১৩ এভাবে
দাউদ ও তাঁর লোকেরা পথ দিয়ে যেতে
লাগলেন, আর শিমিয়িও পর্বতের পাশ দিয়ে
চলতে চলতে বদদোয়া দিতে লাগল এবং সেখান
থেকে পাথর নিক্ষেপ করলো ও ধুলা ছড়িয়ে
দিল। ১৪ পরে বাদশাহ্‌ ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে
অয়েফীমে (শ্রান্তদের স্থানে) আসলেন, আর তিনি
সেই স্থানে বিশ্রাম করলেন।

অহীথোফলের পরামর্শ

১৫ আর অবশালোম ও ইসরাইলের সমস্ত
লোক জেরুশালেমে প্রবেশ করলো, অহীথোফলও
তার সঙ্গে এল। ১৬ তখন দাউদের মিত্র অর্কীয়
হূশয় অবশালোমের কাছে আসলেন। হূশয়
অবশালোমকে বললেন, বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন,
বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন। ১৭ অবশালোম হূশয়কে
বললো, এ কি বন্ধুর প্রতি তোমার দয়া? তুমি
তোমার বন্ধুর সঙ্গে কেন গেলে না? ১৮ হূশয়
অবশালোমকে বললেন, তা নয়; কিন্তু মাবুদ, এই
জাতি ও ইসরাইলের সমস্ত লোক যাঁকে মনোনীত
করেছেন আমি তাঁরই হব, তাঁরই সঙ্গে থাকব।
১৯ তাছাড়া আমি কার সেবা করবো? তাঁর পুত্রের
সাক্ষাতে কি নয়? যেমন আপনার পিতার
সাক্ষাতে সেবা করেছি, তেমনি আপনার
সাক্ষাতেও করবো।
২০ পরে অবশালোম অহীথোফলকে বললো,
এখন কি কর্তব্য? তোমরা মন্ত্রণা দাও। ২১ তখন
অহীথোফল অবশালোমকে বললো, আপনার
পিতা প্রাসাদ রক্ষার্থে যাদেরকে রেখে গেছেন,
আপনি আপনার পিতার সেই উপপত্নীদের কাছে

[১৬:১১] পয়দা ৪৫:৫; ১শামু ২৬:১৯।
[১৬:১২] দ্বি:বি ২৩:৫; রোমীয় ৮:২৮।
[১৬:১৪] ২শামু ১৭:২।
[১৬:১৫] ২শামু ১৫:৩৭।
[১৬:১৬] ২শামু ১৫:৩২।
[১৬:১৭] ২শামু ১৯:২৫।
[১৬:১৯] ২শামু ১৫:৩৪।
[১৬:২২] ২শামু ৩:৭; ১২:১১-১২; ১৫:১৬।
[১৬:২৩] ২শামু ১৭:১৪, ২৩।
[১৭:২] ১বাদশা ২২:৩১; জাকা ১৩:৭।
[১৭:৫] ২শামু ১৫:৩২।
[১৭:৮] হোশেয় ১৩:৮।

গমন করুন; তাতে সমস্ত ইসরাইল শুনবে যে,
আপনি পিতার ঘৃণাস্পদ হয়েছেন, তখন
আপনার সঙ্গী সমস্ত লোকের হাত সবল হবে।
২২ পরে লোকেরা অবশালোমের জন্য প্রাসাদের
ছাদে একটা তাঁবু স্থাপন করলো, তাতে
অবশালোম সমস্ত ইসরাইলের সাক্ষাতে তার
পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করলো। ২৩ ঐ
সময়ে অহীথোফল যে মন্ত্রণা দিত, সেই
দৈববাণীকে মনে করা হত যেন তা আল্লাহ্‌র কাছ
থেকে এসেছে; দাউদের ও অবশালোমের,
উভয়ের বিবেচনায় অহীথোফলের যাবতীয় মন্ত্রণা
সেই রকমই ছিল।

১৭ ১ অহীথোফল অবশালোমকে আরও
বললো, আমি বারো হাজার লোক
মনোনীত করে আজ রাতে দাউদের পিছনে
পিছনে তাড়া করে যাই; ২ যখন তিনি শ্রান্ত ও
শিথিলহস্ত হবেন, সেই সময়ে হঠাৎ তাঁকে
আক্রমণ করে ভয় দেখাব; তাতে তাঁর সঙ্গী
সমস্ত লোক পালিয়ে যাবে, আর আমি কেবল
বাদশাহ্‌কে হত্যা করবো। ৩ কনে যেমন বরের
কাছে ফিরে আসে সেভাবে সমস্ত লোককে
আপনার পক্ষে আনবো। আপনি যার খোঁজ
করছেন, তাঁরই মরণ এবং সকলের প্রত্যাগমন
দুইই সম্পন্ন হবে; সমস্ত লোক শান্তিতে
থাকবে। ৪ এই কথা অবশালোম ও ইসরাইলের
সমস্ত প্রধান ব্যক্তিবর্গের তুষ্টিজনক হল।

হূশয়ের পরামর্শ

৫ তখন অবশালোম বললো, একবার অর্কীয়
হূশয়কেও ডাক; তিনি কি বলেন, আমরা তাও
শুনি। ৬ পরে হূশয় অবশালোমের কাছে আসলে
অবশালোম তাকে বললো, অহীথোফল এই
রকম কথা বলেছে, এখন তার কথানুসারে কাজ
করা আমাদের কর্তব্য কি না? ৭ যদি না হয়,
তুমি বল। হূশয় অবশালোমকে বললেন, এবার
অহীথোফল ভাল পরামর্শ দেন নি। ৮ হূশয়
আরও বললেন, আপনি আপনার পিতা ও তাঁর
লোকদের জানেন, তাঁরা বীর ও তিক্তপ্রাণ এবং

শিমিয়ির প্রতি দাউদের পরবর্তী ব্যবহারের জন্য দেখুন ১৯:১৮-২৩; ১ বাদশাহ্‌ ২:৮-৯ আয়াত।

১৬:১৬ দাউদের মিত্র অর্কীয় হূশয়। ১৫:৩২, ৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।

বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন। জবুর ৬২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১৮ তাঁরই সঙ্গে থাকব। হূশয়ের তার বিবৃতিটিকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করেছিলেন। কোথাও বলা হয় নি যে, অবশালোম আল্লাহ্‌র "মনোনীত", কিন্তু দাউদের বিষয়ে প্রায়ই বলা হয়েছে যে, তিনি মাবুদের "মনোনীত" অথবা এর সমতুল্য (দেখুন ৬:২১; ১ শামু ১৬:৮-১৩; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১৬; ১১:৩৪; ১ খান্দান ২৮:৪; জবুর ৭৮:৭০)।

১৬:২১ আপনার পিতার সেই উপপত্নীদের কাছে গমন করুন। এটি অবশালোমের রাজকীয় ক্ষমতা সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করে; এছাড়াও এটি পরিষ্কার এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে বাবা এবং ছেলের মধ্যে ভাঙনের ঘোষণা প্রদান করে (৩:৭; ১২:৮; ১ বাদশাহ্‌ ২:২২ এর নোট দেখুন)।

১৬:২১ তার পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করলো। নবী নাথনের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি পূর্ণতা (১২:১১-১২)। এর বিষয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে দেখতে ১২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:১-৩ অহীথোফলের পরামর্শ অবশালোমকে সহজে ও সস্তায় একটি বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছে যার ফলে জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে না বলে তারা মনে করেছে।

১৭:৪ ইসরাইলের সমস্ত প্রধান ব্যক্তি। ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। এতে বোঝা যায় যে, অবশালোমের বিদ্রোহের পিছনে ইসরাইলের প্রধান ব্যক্তিবর্গের ব্যাপক সমর্থন ছিল।

১৭:৫ অর্কীয় হূশয়। ১৬:১৬-১৯ আয়াত দেখুন; ১৫:৩২, ৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৭-১৩। হূশয় যখন পরামর্শ দিয়েছেন তখন অবশালোমের

BACIB
International Bible
CHURCH

মাঠের বাচ্চা হারানো ভল্লুকীর মত, আর আপনার
পিতা যোদ্ধা; তিনি লোকদের সঙ্গে রাত যাপন
করবেন না। ৯ দেখুন, এখন তিনি কোন গর্তে
কিংবা আর কোন স্থানে লুকিয়ে আছেন; আর
প্রথমে তিনি ঐ লোকদের আক্রমণ করলে যে
কেউ তা শুনবে, সে বলবে, অবশালোমের
অনুগামী লোকদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে। ১০ তা
হলে যে বীর্যবান ব্যক্তি সিংহ-হৃদয়ের মত
হৃদয়বিশিষ্ট, সেও একান্ত গলে যাবে; কারণ
সমস্ত ইসরাইল জানে আপনার পিতা বিক্রমশালী
ও তাঁর সঙ্গীরা বীর্যবান লোক। ১১ কিন্তু আমার
পরামর্শ এই; দান থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত
সমুদ্রতীরস্থ বালির মত অসংখ্য সমস্ত ইসরাইল
আপনার কাছে সংগৃহীত হোক, পরে আপনি স্বয়ং
যুদ্ধে গমন করুন। ১২ তাতে যে স্থানেই তাঁকে
পাওয়া যাবে, সেই স্থানে আমরা তাঁর সমীপে
উপস্থিত হয়ে ভূমিতে শিশির পতনের মত করে
তাঁর উপরে চেপে পড়বো; তাঁকে বা তাঁর সঙ্গী
সমস্ত লোকের মধ্যে এক জনকেও রাখবো না।
১৩ আর যদি তিনি কোন নগরে প্রস্থান করেন,
তবে সমস্ত ইসরাইল সেই নগরে দড়ি বাঁধবে,
আর আমরা স্রোত পর্যন্ত তা টেনে নিয়ে যাব,
শেষে সেখানে একখানি পাথর কুচিও আর পাওয়া
যাবে না। ১৪ পরে অবোশালোম ও ইসরাইলের
সমস্ত লোক বললো, অহিথোফলের মন্ত্রণার চেয়ে
অর্কীয় হূশয়ের মন্ত্রণা ভাল। বস্তুত মাবুদ যেন
অবশালোমের প্রতি অমঙ্গল ঘটান, সেজন্য
অহীথোফলের ভাল মন্ত্রণা ব্যর্থ করার জন্য
মাবুদই তা স্থির করেছেন।

হযরত দাউদের প্রতি হূশয়ের পরামর্শ

১৫ পরে হূশয় সাদোক ও অবিয়াথর নামের দুই
ইমামকে বললেন, অহীথোফল অবশালোমকে ও
ইসরাইলের প্রধান ব্যক্তিদের অমুক অমুক মন্ত্রণা
দিয়েছিল, কিন্তু আমি অমুক অমুক মন্ত্রণা
দিয়েছি। ১৬ অতএব তোমরা শীঘ্র দাউদের কাছ
লোক পাঠিয়ে তাঁকে বল, আপনি মরুভূমিস্থ
পারঘাটায় আজ রাত যাপন করবেন না, কোন
মতে পার হয়ে যাবেন, তা নইলে বাদশাহ্‌ ও
আপনার সঙ্গী সমস্ত লোক মারা পড়বেন।
১৭ সেই সময়ে যোনাথন ও অহীমাস
ঐন্‌রোগেলে ছিল; এক জন বাঁদী গিয়ে তাদের
সংবাদ দিত, পরে তারা গিয়ে বাদশাহ্‌ দাউদকে
সংবাদ দিত; কেননা তারা নগরে গিয়ে দেখা
দিতে পারতো না। ১৮ কিন্তু এক যুবক তাদের
দেখে অবশালোমকে জানালো; আর তারা দু'জন
শীঘ্র গিয়ে বহুরীমে এক লোকের বাড়িতে প্রবেশ
করলো এবং তাঁর প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি কুয়া
থাকাতে সেই কুয়ায় গিয়ে নামল। ১৯ পরে
গৃহিণী কুয়াটির মুখে আচ্ছাদন দিয়ে তার উপরে
মাড়াই করা শস্য বিছিয়ে দিল, তাতে কেউ কিছু
জানতে পারল না। ২০ পরে অবশালোমের
গোলামেরা সেই স্ত্রীলোকটির বাড়িতে এসে
জিজ্ঞাসা করলো, অহীমাস ও যোনাথন কোথায়?
স্ত্রীলোকটি তাদের বললো, তারা ঐ পানির স্রোত
পার হয়ে গেল। পরে তারা খোঁজ করে কাউকেই
না পেয়ে জেরুশালেমে ফিরে গেল।
২১ তারা চলে যাবার পর ঐ দু'জন কুয়া থেকে
উঠে গিয়ে বাদশাহ্‌ দাউদকে সংবাদ দিল; আর
তারা দাউদকে বললো, আপনারা উঠুন, শীঘ্র
পানি পার হয়ে যান, কেননা অহীথোফল
আপনাদের বিরুদ্ধে অমুক মন্ত্রণা দিয়েছে।
২২ তাতে দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক জর্ডান
পার হলেন; জর্ডান পার হন নি, তাদের এমন
এক জনও প্রভাতের আলো পর্যন্ত অবশিষ্ট
থাকলো না।
২৩ আর অহীথোফল যখন দেখলো যে, তার
মন্ত্রণা অনুযায়ী কাজ করা হল না, তখন সে
গাধা সাজাল এবং উঠে তার নগরে নিজের
বাড়িতে গেল এবং তার বাড়ির বিষয়ে ব্যবস্থা
করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো;
পরে তার পিতার কবরে তাকে দাফন করা হল।

অবশালোমের পরাজয় ও মৃত্যু

২৪ পরে দাউদ মহনয়িমে আসলেন এবং সমস্ত
ইসরাইল লোকের সঙ্গে অবশালোম জর্ডান পার

[১৭:৯] ইয়ার ৪১:৯।
[১৭:১০] ইউসা ২:৯, ১১; ইহি ২১:১৫।
[১৭:১১] পয়দা ১২:২; ইউসা ১১:৪।
[১৭:১৩] মীখা ১:৬।
[১৭:১৪] ২শামু ১৫:৩৪; নহি ৪:১৫।
[১৭:১৬] ২শামু ১৫:২৮।
[১৭:১৭] ইউসা ১৫:৭; ১৮:১৬; ১বাদশা ১:৯।
[১৭:১৮] ২শামু ৩:১৬।
[১৭:১৯] ইউসা ২:৬।
[১৭:২০] হিজ ১:১৯।
[১৭:২৩] ২শামু ২শামু ১৬:২৩।
[১৭:২৪] পয়দা ৩২:২।

অনিশ্চয়তা, তার ভয় ও তার আত্মঅহংকার বুঝেই তাকে পরামর্শ দিয়েছেন।

১৭:১১ দান থেকে বের্-শেবা। ১ শামু ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:১২-১৩ আমরা ... আমরা ... আমরা। হূশয় খুব সাবধানে নিজেকে বিদ্রোহের সাথে যুক্ত করেছেন।

১৭:১৪ সেজন্য অহীথোফলের ভাল মন্ত্রণা ব্যর্থ করার জন্য মাবুদই তা স্থির করেছেন। দাউদের মুনাজাতের একটি উত্তর (দেখুন ১৫:৩১; তুলনা করুন জবুর ৩৩:১০; মেসাল ২১:৩০)।

১৭:১৫ সাদোক ও অবিয়াথর। ১৫:২৪-২৯, ৩৫-৩৬ আয়াত দেখুন।

১৭:১৬ মরুভূমিস্থ পারঘাটা। ১৫:২৮ আয়াত এবং নোট দেখুন।

পার হয়ে যাবেন। হূশয় দাউদকে জর্ডান নদী পার হতে বললেন, এটি বুঝে যে, অবশালোম হয়তো তার মন পরিবর্তন করে তাঁর পিছু নিবে।

১৭:১৭ যোনাথন ও অহীমাস। ১৫:৩৬ আয়াত দেখুন।

ঐন্‌রোগেল। এটি কিদ্রোণ উপত্যকার একটি ঝর্ণা ঠিক জেরুশালেমের দেওয়ালের বাইরে।

এক জন বাঁদী। এই বাঁদী সেই ঝর্ণা থেকে পানি আনবার জন্য বাইরে যেত এমন ভাবে যেন তাকে কোউ সন্দেহ না করে।

১৭:১৮ বহুরীম। ১৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:২৩ তার নগরে। গীলো (১৫:১২ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো। অহীথোফল বুঝতে পেরেছিল যে, এই বিদ্রোহ নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং সহ-চক্রান্তকারী হিসেবে বিশ্বাসঘাতকতার দোষে সে দোষী হবে।

১৭:২৪ মহনয়িম। আশ্চর্যভাবে একই জায়গায় তালুতের মৃত্যুর

হল। ২৫ আর অবশালোম যোয়াবের স্থলে
অমাসাকে সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত করেছিল। ঐ
অমাসা ছিল যিথ্র নামে এক জন ইসমাইলীয়
ব্যক্তির পুত্র; সেই ব্যক্তি নাহশের কন্যা
অবীগলের কাছ গমন করেছিল; উক্ত স্ত্রী
যোয়াবের মা সরূয়ার বোন। ২৬ পরে বনি-
ইসরাইল ও অবশালোম গিলিয়দ দেশে শিবির
স্থাপন করলো।
২৭ দাউদ মহনয়িমে উপস্থিত হওয়ার পর
অম্মোনীয়দের রব্বা-নিবাসী রাহশের পুত্র শোবি,
আর লোদবার-নিবাসী অম্মীয়েলের পুত্র মাখীর
এবং রোগলীম-নিবাসী গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়
দাউদের ও তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য বিছানা,
বাটি, মাটির পাত্র এবং ২৮ খাবারের জন্য গম,
যব, সুজি, ভাজা শস্য, শিম, মসুর ডাল, ভাজা
কলাই, ২৯ মধু ও দই এবং ভেড়ার পাল ও গরুর
দুধের পনীর আনলেন; কেননা তাঁরা বললেন,
লোকেরা মরুভূমিতে ক্ষুধিত, শ্রান্ত ও পিপাসিত
হয়েছে।

অবশালোমের পরাজয় ও মৃত্যু

১৮ ১ পরে দাউদ তাঁর সঙ্গী লোকদের
গণনা করে তাদের উপরে সহস্রপতি ও
শতপতিদের নিযুক্ত করলেন। ২ আর দাউদ
যোয়াবের হাতে লোকদের এক তৃতীয়াংশ ও
যোয়াবের ভাই সরূয়ার পুত্র অবীশয়ের হাতে এক
তৃতীয়াংশ এবং গাতীয় ইত্তয়ের হাতে এক
তৃতীয়াংশের ভার দিয়ে প্রেরণ করলেন। আর
বাদশাহ্ লোকদের বললেন, আমিও তোমাদের
সঙ্গে যাব। ৩ কিন্তু লোকেরা বললো, আপনি
যাবেন না; কেননা যদি আমরা পালিয়ে যাই,
তবে আমাদের বিষয়ে তারা কিছু মনে করবে না,
আমাদের অর্ধেক লোক মরলেও আমাদের বিষয়

[১৭:২৫] ২শামু ১৯:১৩; ২০:৪, ৯-১২; ১বাদশা ২:৫, ৩২; ১খান্দান ১২:১৮।
[১৭:২৭] ১শামু ১১:১।
[১৭:২৭] ২শামু ১৯:৩১; উজা ২:৬১।
[১৭:২৯] ২শামু ১৬:২; রোমীয় ১২:১৩।
[১৮:২] কাজী ৭:১৬; ১শামু ১১:১১।
[১৮:৩] ১শামু ১৮:৭।
[১৮:৬] ইউসা ১৭:১৫।
[১৮:৯] ২শামু ১৪:২৬।
[১৮:১১] ২শামু ৩:৩৯।

কিছু মনে করবে না; কিন্তু আপনি আমাদের দশ
হাজারের সমান; অতএব নগর থেকে আমাদের
সাহায্য করার জন্য আপনি প্রস্তুত থাকলে ভাল
হয়। ৪ তখন বাদশাহ্ তাদের বললেন, তোমরা
যা ভাল বোঝ, আমি তা-ই করবো। পরে
বাদশাহ্ নগর-দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং
সমস্ত লোক শত শত ও হাজার হাজার হয়ে বের
হয়ে গেল। ৫ তখন বাদশাহ্ যোয়াব, অবীশয় ও
ইত্তয়কে হুকুম দিয়ে বললেন, তোমরা আমার
অনুরোধে সেই যুবকের প্রতি, অবশালোমের
প্রতি, কোমল ব্যবহার করো। অবশালোমের
বিষয়ে সমস্ত সেনাপতিকে বাদশাহ্র এই হুকুম
দেবার সময়ে সমস্ত লোকই তা শুনতে পেল।
৬ পরে সেসব লোক ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করার জন্য রণক্ষেত্রে গেল; আফরাহীম অরণ্যে
যুদ্ধ হল। ৭ সেই স্থানে ইসরাইল লোকেরা
দাউদের গোলামদের সম্মুখে আহত হল, আর
সেদিন সেখানে মহাসংহার হল, বিশ হাজার
লোকের মৃত্যু হল। ৮ ফলত যুদ্ধ সেখানকার
সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপ্ত হল; এবং সেদিন তলোয়ার
যত লোককে না গ্রাস করলো, অরণ্য তার চেয়ে
বেশি লোককে গ্রাস করলো।
৯ আর অবশালোম হঠাৎ দাউদের গোলামদের
সম্মুখে পড়লো; অবশালোম তার খচ্চরে
চড়েছিল, সেই খচ্চর সেখানকার বড় একটা
এলা গাছের ডালের নিচে দিয়ে গমন করাতে
সেই এলা গাছে অবশালোমের মাথা আটকে
গেল; তাতে সে আসমানের ও দুনিয়ার মধ্যে
ঝুলে রইলো এবং যে খচ্চরটি তার নিচে ছিল,
সেটি প্রস্থান করলো। ১০ আর এক জন লোক তা
দেখে যোয়াবকে বললো, দেখুন, আমি দেখলাম,
অবশালোম এলা গাছে ঝুলছে। ১১ তখন যোয়াব

পর ঈশ্‌বোশত আশ্রয় খুঁজেছিলেন (২:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৭:২৫ অমাসা। দাউদের ভাগ্নে এবং অবশালোম ও যোয়াবের ফুফাতো ভাই। যোয়াব ছিলেন সরুয়ার ছেলে। অবিগল ছিলেন নাহশের মেয়ে এবং সরুয়ার বোন। সরুয়া দাউদের বোন (১ খান্দান ২:১৬)। যেহেতু অবিগল এবং এবং সরুয়ার বাবা ইয়াসির নয় বরং নাহশ, তাদের অনুল্লিখিত মা হয়তো নাহশের মৃত্যুর পর ইয়াসিকে বিয়ে করেছিলেন।

১৭:২৭ রাহশের পুত্র শোবি। স্পষ্টতই হানুনের ভাই (১০:২-৪ দেখুন), যাকে দাউদ তাঁর রাজত্বকালের শুরুতে পরাজিত করেছিলেন (১১:১; ১২:২৬-৩১)।

অম্মোনীয়দের রব্বা-নিবাসী। ১০:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

মাখীর। ৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

বর্সিল্লয়। মহনয়িমে যাবার সময় দাউদের একজন ধনী উপকারী ব্যক্তি ছিলেন (১৯:৩২; ১ বাদশাহ্ ২:৭ দেখুন)। ব্যাবিলনের বন্দিত্বের পরে এই বংশধরেরা দাবী করেছিল যে, তারা ইমামের বংশধর।

১৮:২ গাতীয় ইত্তয়। ১৫:১৮-২২ দেখুন।

১৮:৩ আপনি যাবেন না। এখানে যে কারণ বলা হয়েছে তা ছাড়াও দাউদ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন এবং যোদ্ধা হিসেবে আগের মত আর ছিলেন না। ঠিক একই রকম ধারণা অহীথোফল অবশালোমকে দিয়েছিল (দেখুন ১৭:২)।

১৮:৫ হুকুম দিয়ে বললেন, ... কোমল ব্যবহার করো। দাউদের বড় ছেলের (এখনকার) প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অমর– এবং এটাই তাঁর সর্বনাশের কারণ ছিল (১৯:৫-৭ আয়াত এবং ১৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:৬ ইসরাইলের। অবশালোমের সৈন্যবাহিনী (১৫:১৩; ১৬:১৫; ১৭:৪, ১১, ২৪-২৬ দেখুন)।

আফরাহীম অরণ্যে। এই যুদ্ধটি গিলিয়দে হয়েছিল, যেটি জর্ডানের পূর্বে ছিল (১৭:২৪, ২৬ দেখুন)। "ইফ্রয়িমের বন" নামটি হয়তো এই এলাকায় একটি ইফ্রয়িমীয় দাবি থেকে এসেছে (কাজী ১২:১-৪ দেখুন)।

১৮:৮ যুদ্ধ সেখানকার সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপ্ত হল। সৈন্যরা স্পষ্টতই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল এবং লোকেদের অনেকে বনে হারিয়ে গিয়েছিল।

১৮:৮ তার খচ্চরে চড়েছিল। ১৩:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। অবশালোমের চুল গাছে আটকে গিয়েছিল। তাঁর মাথার সুন্দর চুল (১৪:২৫, ২৫ দেখুন) পরিশেষে আশ্চর্যভাবে তাঁর

সেই সংবাদদাতাকে বললেন, দেখ, তুমি তো দেখেছিলে, তবে কেন সেই স্থানে তাকে মেরে ভূমিতে ফেলে দিলে না? তা করলে আমি তোমাকে দশ শেকল রূপা ও একটি কটিবন্ধ দিতাম। ১২ সেই ব্যক্তি যোয়াবকে বললো, আমি যদি হাজার শেকল রূপা হাতে পেতাম, তবুও রাজপুত্রের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতাম না; কেননা আমাদেরই উপস্থিতিতে বাদশাহ্ আপনাকে, অবীশয় ও ইত্তয়কে এই হুকুম দিয়েছিলেন, তোমরা যে কেউ হও, সেই যুবক অবশালোমের বিষয়ে সাবধান থাকবে। ১৩ আর যদি আমি তাঁর প্রাণের বিরুদ্ধে বেঈমানী করতাম– বাদশাহ্ থেকে তো কোন বিষয় গুপ্ত থাকে না– আর তখন আপনিও আমার বিপক্ষ হতেন। ১৪ তখন যোয়াব বললেন, তোমার সম্মুখে আমার এরকম বিলম্ব করা অনুচিত। পরে তিনি হাতে তিনটি খোঁচা নিয়ে অবশালোমের বক্ষ বিদ্ধ করলেন; তখনও সে এলা গাছের মধ্যে জীবিত ছিল। ১৫ আর যোয়াবের অস্ত্রবাহক দশ জন যুবক অবশালোমকে বেষ্টন করলো ও আঘাত করে হত্যা করলো।

১৬ পরে যোয়াব তূরী বাজালেন, তাতে লোকেরা ইসরাইলের সৈন্যদের তাড়া করা বন্ধ করলো; কেননা যোয়াব লোকদের ফিরিয়ে রাখলেন। ১৭ আর তারা অবশালোমকে নিয়ে অরণ্যের একটি বড় গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপরে পাথরের অতি প্রকাণ্ড একটি ঢিবি করলো। ইতোমধ্যে সমস্ত ইসরাইল নিজ নিজ তাঁবুতে পালিয়ে গেল।

১৮ বাদশাহ্‌র উপত্যকায় যে স্তম্ভ আছে, অবশালোম জীবনকালে তা নির্মাণ করিয়ে নিজের জন্য স্থাপন করেছিল, কেননা সে বলেছিল, আমার নাম রক্ষা করতে আমার কোন পুত্র নেই; এজন্য সে তার নাম অনুসারে ঐ স্তম্ভের নাম রেখেছিল; আজও তা অবশালোমের স্তম্ভ বলে বিখ্যাত হয়ে আছে।

[১৮:১৩] ২শামু ১৪:১৯-২০।
[১৮:১৪] ২শামু ২:১৮।
[১৮:১৫] ২শামু ১২:১০।
[১৮:১৬] ২শামু ২:২৮।
[১৮:১৭] ইউসা ৭:২৬।
[১৮:১৭] ইউসা ৮:২৯।
[১৮:১৮] পয়দা ৫০:৫; শুমারী ৩২:৪২।
[১৮:১৯] কাজী ১১:৩৬।
[১৮:২৪] ১শামু ১৪:১৬; ইয়ার ৫১:১২।
[১৮:২৬] ১বাদশা ১:৪২; ইশা ৫২:৭; ৬১:১।
[১৮:২৭] ২বাদশা ৯:২০।

বাদশাহ্ দাউদের কাছে অবশালোমের মৃত্যুর সংবাদ

১৯ পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস বললো, আমি দৌড়ে গিয়ে, মাবুদ কিভাবে দুশমনদের হাত থেকে বাদশাহ্‌র বিচার নিষ্পত্তি করেছেন, এই সংবাদ বাদশাহ্‌কে দিই। ২০ কিন্তু যোয়াব তাকে বললেন, আজ তুমি সংবাদবাহক হবে না, অন্যদিন সংবাদ দেবে; রাজপুত্রের মৃত্যু হয়েছে, এজন্য আজ তুমি সংবাদ দেবে না। ২১ পরে যোয়াব কূশীয়কে বললেন, যাও, যা দেখলে, বাদশাহ্‌কে গিয়ে বল। তাতে কূশীয় যোয়াবকে উবুড় হয়ে সালাম জানিয়ে দৌড়ে চলে গেল। ২২ পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস আবার যোয়াবকে বললো, যা হয় হোক, আরজ করি, কূশীয়ের পিছনে আমাকেও দৌড়ে যেতে দিন। যোয়াব বললেন, বৎস, তুমি কেন দৌড়ে যাবে? তুমি তো এই সংবাদের জন্য পুরস্কার পাবে না? ২৩ সে বললো, যা হয় হোক, আমি দৌড়ে যাব। তাতে তিনি বললেন, যাও। তখন অহীমাস সমভূমির পথ দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে কূশীয়কে পিছনে ফেলে গেল।

২৪ সেই সময়ে দাউদ দুই নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে বসে ছিলেন। আর প্রহরী নগর-দ্বারের উপরিভাগে, প্রাচীরে উঠলো, আর চোখ তুলে নিরীক্ষণ করলো, আর দেখ, এক জন একা দৌড়ে আসছে। ২৫ তাতে প্রহরী উচ্চৈঃস্বরে বাদশাহ্‌কে তা জানালো; বাদশাহ্ বললেন, সে যদি একা হয়, তবে তার মুখে সংবাদ আছে। পরে সে আসতে আসতে নিকটবর্তী হল। ২৬ প্রহরী আর এক জনকে দৌড়ে আসতে দেখে উচ্চৈঃস্বরে দ্বারীকে বললো, দেখ, আর এক জন একা দৌড়ে আসছে। তখন বাদশাহ্ বললেন, সেও সংবাদ আনছে। ২৭ পরে প্রহরী বললো, প্রথম ব্যক্তির দৌড় সাদোকের পুত্র অহীমাসের দৌড় বলে মনে হয়। বাদশাহ্ বললেন, সে ভাল মানুষ, ভাল সংবাদ নিয়ে আসছে।

সর্বনাশের কারণ হয়েছিল।

১৮:১১ আমি তোমাকে ... দিতাম। যেকেউ অবশালোমকে হত্যা করতে পারলে যে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এই বিষয়ে যোয়াব ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তার কাজ এবং ইচ্ছার সাথে দাউদের ইচ্ছার সবসময় মিল হয় নি (২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:১৫ আঘাত করে হত্যা করলো। এটি সবচেয়ে সহজ এবং নির্দিষ্টভাবে বিদ্রোহ শেষ করার পথ– কিন্তু এইভাবে নির্মম হত্যা এটিই ইঙ্গিত করে যে, দাউদের লোকেদের অবশালোমের প্রতি কতটুকু গভীর বিদ্বেষ ছিল।

১৮:১৭ পাথরের অতি প্রকাণ্ড একটি ঢিবি করলো। পাথরের জড়ো করা ঢিবি অবশালোমের নিজের স্থাপন করা (৯:১৮ আয়াত) স্মৃতিস্তম্ভের প্রতি উপহাস করে।

সমস্ত ইসরাইল। ৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৮ যে স্তম্ভ আছে। যেভাবে তালুতও করেছিলেন (১ শামু ১৫:১২ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

বাদশাহ্‌র উপত্যকায়। জেরুশালেমের কাছে (পয়দা ১৪:১৭; জোসিফাস, অ্যান্টিকুইটিস, ৭.১০.৩ দেখুন)।

আমার কোন পুত্র নেই। ১৪:২৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

অবশালোমের স্তম্ভ। এটি একই নামে অনেক পরে স্থাপন করা হয়েছে যেটি এখনও পূর্ব জেরুশালেমের উপতক্যায় দেখা যায়।

১৮:১৮ সাদোকের পুত্র অহীমাস। ১৫:২৭; ১৭:১৭-২১ দেখুন।

১৮:২০ আজ তুমি সংবাদ দেবে না। সংবাদদাতার পুরস্কার নির্ভর করে সংবাদের বিষয়ের উপর (২৭ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৮:২১ কূশীয়। একজন বিদেশি (শুমারী ১২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২৭ ভাল সংবাদ নিয়ে আসছে। দাউদ ভেবেছিলেন যে, যোয়াব খারাপ সংবাদ নিয়ে আসবার জন্য অহীমাসের মত

২৮ তখন অহীমাস উচ্চৈঃস্বরে বাদশাহ্‌কে
বললো, মঙ্গল। পরে সে বাদশাহ্‌র সম্মুখে
ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে বললো, আপনার আল্লাহ্‌
মাবুদ ধন্য হোন, আমার মালিক বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে
যে লোকেরা হাত তুলেছিল, তাদের তিনি আমাদের
হাতে তুলে দিয়েছেন। ২৯ পরে বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা
করলেন, যুবক অবশালোমের কি মঙ্গল? অহীমাস
বললো, যে সময়ে যোয়াব বাদশাহ্‌র গোলামকে,
আপনার গোলাম আমাকে পাঠান, সেই সময়ে
বড় লোকারণ্য দেখলাম, কিন্তু কি হয়েছিল তা
জানি না। ৩০ বাদশাহ্‌ বললেন, এক পাশে যাও,
এখানে দাঁড়াও; তাতে সে এক পাশে গিয়ে
দাঁড়ালো।
৩১ আর দেখ, কূশীয় এসে বললো, আমার
মালিক বাদশাহ্‌র জন্য সংবাদ এনেছি; যারা
আপনার বিরুদ্ধে উঠেছিল তাদের হাত থেকে
মাবুদ আজ আপনার বিচার নিষ্পত্তি করেছেন।
৩২ বাদশাহ্‌ কূশীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, যুবক
অবশালোমের কি মঙ্গল? কূশীয় বললো, আমার
মালিক বাদশাহ্‌র দুশমনেরা ও যারা অমঙ্গলের
জন্য আপনার বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা সকলে
সেই যুবকের মত হোক। ৩৩ তখন বাদশাহ্‌ অধৈর্য
হয়ে নগর-দ্বারের ছাদের উপরিস্থ কুঠরীতে উঠে
কাঁদতে লাগলেন; এবং গমন করতে করতে
বললেন, হায়! আমার পুত্র অবশালোম! আমার
পুত্র, আমার পুত্র অবশালোম! কেন তোমার
পরিবর্তে আমি মরি নি? হায় অবশালোম! আমার
পুত্র! আমার পুত্র!

বাদশাহ্‌ দাউদের শোক

১৯ ১ পরে কেউ যোয়াবকে বললো, দেখ,
বাদশাহ্‌ অবশালোমের জন্য কান্নাকাটি
করছেন ও শোক করছেন। ২ আর সেই দিনে
সমস্ত লোকের পক্ষে বিজয় শোকের বিষয় হয়ে
পড়লো, কারণ বাদশাহ্‌ তার পুত্রের বিষয়ে
ব্যথিত হয়েছেন এই কথা সৈন্যরা সেদিন শুনতে
পেল। ৩ আর যুদ্ধ থেকে পলায়নকালে লোকেরা
যেমন লজ্জা পেয়ে চোরের মত পালিয়ে যায়,
তেমনি লোকেরা ঐ দিন চোরের মত নগরে
প্রবেশ করলো। ৪ আর বাদশাহ্‌ নিজের মুখ
ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলতে
লাগলেন, হায়! আমার পুত্র অবশালোম! হায়
অবশালোম! আমার পুত্র!
৫ পরে যোয়াব ঘরের ভিতরে গিয়ে
বাদশাহ্‌কে বললেন, যারা আজ আপনার প্রাণ,
আপনার পুত্র কন্যাদের প্রাণ ও আপনার স্ত্রীদের
প্রাণ ও আপনার উপস্ত্রীদের প্রাণ রক্ষা করেছে,
আপনার সেই গোলামদের মুখ আপনি অপমানে
ঢেকে দিয়েছেন। ৬ বস্তুত আপনি আপনার
বিদ্বেষিদেরকে মহব্বত ও আপনাকে যারা প্রেম
করে তাদের ঘৃণা করছেন; ফলে আপনি আজ
প্রকাশ করছেন যে, নেতৃবর্গরা ও গোলামেরা
আপনার কাছে কিছুই নয়; কেননা আজ আমি
দেখতে পাচ্ছি, যদি অবশালোম বেঁচে থাকতো
আর আমরা সকলে মারা যেতাম তা হলে আপনি
সন্তুষ্ট হতেন। ৭ অতএব আপনি এখন উঠে
বাইরে গিয়ে আপনার গোলামদের চিত্ততোষক
কথা বলুন। আমি মাবুদের নামে শপথ করছি,
যদি আপনি বাইরে না যান, তবে এই রাতে
আপনার সঙ্গে এক জনও থাকবে না এবং
আপনার যৌবনকাল থেকে এখন পর্যন্ত যত
অমঙ্গল ঘটেছে, তার চেয়েও আপনার এই
অমঙ্গল বেশি হবে। ৮ তখন বাদশাহ্‌ উঠে নগর-
দ্বারে বসলেন; আর সমস্ত লোককে বলা হল,
দেখ, বাদশাহ্‌ দ্বারে বসে আছেন; তাতে সমস্ত
লোক বাদশাহ্‌র সম্মুখে আসল।

জেরুশালেমে বাদশাহ্‌ দাউদের পুনরাগমন

৯ ইসরাইল লোকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ
তাঁবুতে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে ইসরাইলের
সমস্ত বংশের সকল লোক কলহ করে বলতে
লাগল, বাদশাহ্‌ দুশমনদের হাত থেকে আমাদের

[১৮:৩২] কাজী ৫:৩১; ১শামু ২৫:২৬।
[১৮:৩৩] পয়দা ৪৩:১৪; ২শামু ১৯:৪।
[১৯:৭] মেসাল ১৪:২৮।
[১৯:৮] ২শামু ১৫:২।
[১৯:৯] ২শামু ৮:১-১৪।

কাউকে পাঠাবেন (২০ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৮:২৯ সেই সময়ে বড় লোকারণ্য দেখলাম। অহীমাস দাউদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে, অবশালোম মারা গেছেন।

১৮:৩৩ আমার পুত্র অবশালোম!। সকল সাহিত্যের মাঝে ছেলের মৃত্যুতে বাবার দুঃখ প্রকাশের সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক অভিব্যক্তিগুলোর একটি– এমন কি অবশালোম যা করেছেন তা সত্ত্বেও।

কেন তোমার পরিবর্তে আমি মরি নি? তাঁর ক্রিয়াকলাপ তাঁর সন্তানদের কাছে একটি নেতিবাচক উদাহরণ তৈরি করেছিল এবং একই সময়ে রাজার যেমন বিচার করার সামর্থ থাকা উচিত সেক্ষেত্রে তিনি নিজেকে অসমর্থ প্রমাণ করেছিলেন– এগুলো সবই অবশালোমকে বিদ্রোহের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। যোয়াবের হাতে অবশালোমের নির্মম মৃত্যু, দাউদের রাজকীয় ক্ষমতার পাপময় অপব্যবহার শেষ পর্যন্ত তিক্ত ফলের জন্ম দিয়েছিল।

১৮:৩৩ নিজের মুখ ঢেকে। ১৫:৩০ আয়াতের নোটের সাথে তুলনা করুন।

১৯:৫ যোয়াব ঘরের ভিতরে গিয়ে বাদশাহ্‌কে বললেন। স্পষ্টতই তার এই বিশ্বাস ছিল যে, অবশালোমের মৃত্যুতে যোয়াবের ভূমিকা সম্পর্কে বাদশাহ্‌ অবগত ছিলেন। দাউদ কখনও বুঝতে দেন নি যে, তিনি তা জানতে পেরেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২:৫ আয়াত দেখুন)।

আপনার সেই গোলামদের মুখ আপনি অপমানে ঢেকে দিয়েছেন। যারা দাউদের সিংহাসনকে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন বাজি রেখেছিল সেই বিশ্বস্ততার জন্য তাদের প্রশংসা করার পরিবর্তে দাউদের ব্যক্তিগত দুঃখকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে যোয়াব তাঁকে নির্ভয়ে তিরস্কার করেছিলেন। যোয়াব দাউদকে সাবধান করলেন যে, অবশালোমের প্রতি তাঁর ভালবাসা তাঁর সর্বনাশ ঘটাতে পারে।

১৯:৯ বাদশাহ্‌ দুশমনদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার করেছিলেন। অবশালোমের মৃত্যুর সাথে সাথে উত্তরের

BACIB
International Bible
CHURCH

নিস্তার করেছিলেন ও ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে
আমাদের উদ্ধার করেছিলেন; সম্প্রতি তিনি
অবশালোমের ভয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন।
১০ আর আমরা যে অবশালোমকে অভিষেক
করেছিলাম, তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন; অতএব
তোমরা এখন বাদশাহ্‌কে ফিরিয়ে আনবার
বিষয়ে একটি কথাও বলছো না কেন?
১১ পরে বাদশাহ্‌ দাউদ সাদোক ও অবিয়াথর–
এ দুই ইমামের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন,
তোমরা এহুদার প্রধান ব্যক্তিদের বল, বাদশাহ্‌কে
তাঁর নিজের প্রাসাদে ফিরিয়ে আনতে তোমরা
কেন সকলের শেষে রয়েছ? বাদশাহ্‌কে তাঁর
বাড়িতে ফিরিয়ে আনবার জন্য সমস্ত ইসরাইলের
নিবেদন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে।
১২ তোমরাই আমার ভাই, তোমরাই আমার অস্থি
ও আমার মাংস; অতএব বাদশাহ্‌কে ফিরিয়ে
আনতে কেন সকলের শেষে রয়েছ? ১৩ তোমরা
অমাসাকেও বল, তুমি কি আমার অস্থি ও আমার
মাংস নও? যদি তুমি নিয়মিত ভাবে আমার
সাক্ষাতে যোয়াবের পদে সৈন্যদলের সেনাপতি না
হও, তবে আল্লাহ্‌ আমাকে অমুক ও তার চেয়েও
বেশি দণ্ড দিন। ১৪ এভাবে তিনি এহুদার সমস্ত
লোকের হৃদয়কে এক জনের হৃদয়ের মত জয়
করে নিলেন, তাতে তারা লোক পাঠিয়ে
বাদশাহ্‌কে বললো, আপনি ও আপনার সকল
গোলাম পুনরাগমন করুন। ১৫ পরে বাদশাহ্‌
প্রত্যাগমন করে জর্ডান পর্যন্ত আসলেন। আর
এহুদার লোকেরা বাদশাহ্‌র সঙ্গে দেখা করতে ও
তাঁকে জর্ডান পার করে আনতে গিল্‌গলে গেল।
১৬ তখন দাউদ বাদশাহ্‌র সঙ্গে দেখা করতে

[১৯:১১] ২শামু ১৫:২৪।
[১৯:১৩] ২শামু ১৭:২৫।
[১৯:১৫] ১শামু ১১:১৫।
[১৯:১৬] ২শামু ১৬:৫-১৩।
[১৯:১৭] পয়দা ৪৩:১৬।
[১৯:১৯] ২শামু ১৬:৬-৮।
[১৯:২১] ১শামু ২৬:৬।
[১৯:২১] ১শামু ১২:৩; ২৬:৯।
[১৯:২২] ২শামু ২:১৮; ১৬:১০।

বহূরীম-নিবাসী গেরার পুত্র বিন্‌ইয়ামীনীয়
শিমিয়ি দ্রুত করে এহুদার লোকদের সঙ্গে এল।
১৭ আর বিন্‌ইয়ামীনীয় এক হাজার লোক তার
সঙ্গে ছিল এবং তালুতের কুলের ভৃত্য সীবঃ ও
তার পনের জন পুত্র ও বিশ জন গোলাম তার
সঙ্গে ছিল, তারা বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে পানি ভেঙে
জর্ডান পার হল। ১৮ তখন তারা বাদশাহ্‌র
পরিজনদের পার করতে ও তাঁর বাসনামত
দায়িত্ব পালন করতে হেঁটে পার হওয়ার জায়গা
দিয়ে নদী পার হল। বাদশাহ্‌র জর্ডান পার হবার
সময়ে গেরার পুত্র শিমিয়ি বাদশাহ্‌র সম্মুখে
উবুড় হয়ে পড়লো।

শিমিয়িকে বাদশাহ্‌ দাউদের ক্ষমা করা

১৯ সে বাদশাহ্‌কে বললো, আমার প্রভু আমার
অপরাধ গণনা করবেন না; যেদিন আমার মালিক
বাদশাহ্‌ জেরুশালেম থেকে বের হন, সেদিন
আপনার গোলাম আমি যে অপকর্ম করেছিলাম
তা স্মরণে রাখবেন না, বাদশাহ্‌ কিছু মনে
করবেন না। ২০ আপনার গোলাম আমি জানি,
আমি গুনাহ্‌ করেছি, এজন্য দেখুন, ইউসুফের
সমস্ত কুলের মধ্যে প্রথমে আমিই আজ আমার
মালিক বাদশাহ্‌র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।
২১ কিন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় উত্তর করলেন,
এজন্য কি শিমিয়ির প্রাণদণ্ড হবে না যে, সে
মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তিকে বদদোয়া দিয়েছিল?
২২ দাউদ বললেন, হে সরূয়ার পুত্র! তোমাদের
সঙ্গে আমার বিষয় কি যে, তোমরা আজ আমার
বিপক্ষ হচ্ছ? আজ কি ইসরাইলের মধ্যে কারো
প্রাণদণ্ড হতে পারে? কারণ আমি কি জানি না
যে, আজ আমি ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্‌?

গোষ্ঠীগুলোর জন্য দাউদ যা করেছেন তা তারা স্মরণ করলো (৩:১৭-১৮; ৫:২ দেখুন)।

১৯:১১ তোমরা এহুদার প্রধান ব্যক্তিদের বল। যদিও এহুদার হিব্রোণে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল (১৫:৯-১২ দেখুন), দাউদ তাঁর নিজের বংশের বৃদ্ধ নেতাদের আবেদন করলেন যাতে তারা তাঁকে জেরুশালেমের সিংহাসনে ফিরিয়ে আনে (২:৪ আয়াত; ১ শামু ৩০:২৬ আয়াত এবং নোট দেখুন)। এই আবেদন কাঙ্খিত ফল নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এটি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ঈর্ষাগত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল (৪১-৪৩ আয়াত দেখুন)।

১৯:১৩ অমাসাকেও বল, তুমি কি আমার অস্থি ও আমার মাংস নও?। ১৭:২৫ আয়াত এবং নোট দেখুন। যদিও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অমাসার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য, কিন্তু দাউদ তাকে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হিসেবে যোয়াবের জায়গায় নিযুক্ত করলেন এই আশায় যে, যারা অমাসাকে অনুসরণ করেছিল, বিশেষ করে এহুদার লোকেরা (২০:৪ আয়াত এবং নোট দেখুন) তাদের যেন অধিকারে আনা যায়।

আল্লাহ্‌ আমাকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। অভিশাপ দেওয়ার একটি ফর্মূলা বা সাধারণ রীতি (১ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:১৫ গিল্‌গলে। ইউসা ৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১৭ বিন্‌ইয়ামীনীয় এক হাজার লোক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শিমিয়ি বাদশাহ্‌ দাউদকে যে অভিশাপ দিয়েছিল তার কারণে তিনি বিন্‌ইয়ামীনীয়দের সন্দেহ করেন কিনা।

১৯:১৯ আমি যে অপকর্ম করেছিলাম। ১৬:৫-১৩ আয়াত দেখুন।

১৯:২০ আমি গুনাহ্‌ করেছি। শিমিয়ির দোষ ক্ষমার যে সময়টি বেছে নিয়েছিল তা ছিল সাধারণ জ্ঞান; তিনি শুধু দয়া পাবার জন্য কাকুতি মিনতি করার উপযুক্ত সময়কে লুফে নিয়েছিল।

ইউসুফের সমস্ত কুলের। উত্তরের গোষ্ঠীগুলোকে নির্দেশ করার একটি সাধারণ উপায় (ইউসা ১৮:৫; কাজী ১:২২; ১ বাদশাহ্‌ ১১:২৮; আমোস ৫:৬; জাকা ১০:৬ দেখুন)– যাদের মধ্যে ইফ্রয়িম এবং মানাসা (ইউসুফের ছেলেরা) ছিল বিশিষ্ট (শুমারী ২৬:২৮ দেখুন)।

১৯:২১ অবীশয়। ১৬:৯ দেখুন; এছাড়াও ১ শামু ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তি। ১ শামু ৯:১৬ দেখুন; এছাড়াও ১ শামু ২৪:৬; ২৬:৯; ১১; হিজ ২২:২৮; ১ বাদশাহ্‌ ২১:১০ দেখুন।

১৯:২২ হে সরূয়ার পুত্র। ১৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

আজ কি ইসরাইলের মধ্যে কারো প্রাণদণ্ড হতে পারে? এটি ছিল সাধারণ ক্ষমার দিন (১ শামু ১১:১৩ দেখুন)।

বিদ্রোহ

কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক বিদ্রোহের কথা পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছে। তাদের ব্যর্থতার জন্য তারা ধ্বংস হয়েছে। অন্য জায়গায় দেখা যায় দুষ্ট লোক দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কোন কোন জায়গায় দেখা যায় যে, বিদ্রোহীদের জীবনে কৃতকার্যতা এসেছে কিন্তু তাদের জীবনের শেষ পরিণতি ধ্বংসের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে। অন্য জায়গায় দেখা যায় ভাল লোকেরা দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বা অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই রকম বিদ্রোহ কোন কোন সময় সাধারণ লোকেরা ভালভাবে নিয়েছে এবং অন্যায়-অবিচার থেকে আল্লাহ্‌র পক্ষে জীবন-যাপন করার জন্য এগিয়ে এসেছে।

কে বিদ্রোহ করেছে	কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে	কি ঘটেছে	রেফারেন্স
আদম ও বিবি হাওয়া	আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে	আদোন বাগান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল	পয়দায়েশ ৩ অঃ
বনি-ইসরাইল	আল্লাহ্‌ ও মূসার বিরুদ্ধে	৪০ বছর তাদের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল	শুমারী ১৪ অঃ
ইসরাইলীয়রা ১১ জন গোয়েন্দা	আল্লাহ্‌ ও মূসার বিরুদ্ধে	আল্লাহ্‌ যে বিশেষ সুরক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তুলে নিয়েছিলেন	কাজীগণ ২ অঃ
অবশালোম	দাউদের বিরুদ্ধে	যুদ্ধে মারা পরেছিল	২ শামুয়েল ১৬-১৭ অঃ
সীবা	দাউদের বিরুদ্ধে	যুদ্ধে মারা পরেছিল	২ শামুয়েল ১৫-২০ অঃ
আদনীয় (দাউদের পুত্র)	সোলায়মানের বিরুদ্ধে	সোলায়মান হত্যা করেছিলেন	১ বাদশাহ্‌ ২ অধ্যায়
যোয়াব	সোলায়মানের বিরুদ্ধে	মেরে ফেলা হয়েছিল	১ বাদশাহ্‌ ১:২
ইসরাইলের দশ বংশ	সোলায়মানের পুত্র রহবিয়ামের বিরুদ্ধে	ইসরাইর জাতি দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল	১ বাদশাহ্‌ ১২ অঃ
বাশা, ইসরাইলের বাদশাহ্‌	রহবিয়াম, এহুদার রাজা	দশ বংশ ভাগ হয়ে গিয়ে তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। তারা গুনাহ্‌ করতে থাকে পরিশেষে বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া হয়।	১ বাদশাহ্‌ ১২:১৬-২০
সিম্রি, ইসরাইলের বাদশাহ্‌	নাদব, ইসরাইলের বাদশাহ্‌	তিনি রাজ্যের পট পরিবর্তন করে সিংহাসন দখল করেন। তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তার বংশধরদের শাস্তি দেন।	১ বাদশাহ্‌ ১৫:২৭-১৬:৭
যেহূ, ইসরাইলের বাদশাহ্‌	এলা, ইসরাইলের বাদশাহ্‌	তিনি রাজ্যের পট পরিবর্তন করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু জনগণ তাঁর শাসন গ্রহণ না করার ফলে রাজ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে মারা যান।	১ বাদশাহ্‌ ১৬:৯ -১৬
যোয়াশ, এহুদার বাদশাহ্‌	ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোরাম, এবং এহুদার বাদশাহ্‌ অহসিয়	দুই বাদশাহ্‌কেই হত্যা করেন। পরে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হলে তাঁর পুরো রাজ-বংশ ধ্বংস হয়ে যায়।	২ বাদশাহ্‌ ৯; ১০ অঃ
ইমাম যিহোয়াদা	অথলিয়া, এহুদার রাণী	দুষ্ট রাণী অথলিয়া সিংহাসন হারায়। এটি একটি ভাল বিদ্রোহ ছিল।	২ বাদশাহ্‌ ১১ অঃ
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ শল্লুম	ইসরাইলের বাদশাহ্‌ জাকারিয়া	তিনি রাজ্যের পট পরিবর্তন করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু পরে তাকে হত্যা করা হয়।	২ বাদশাহ্‌ ১৫:৮ -১৫
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ মনহেম	ইসরাইলের বাদশাহ্‌ শল্লুম	তিনি রাজ্যের পট পরিবর্তন করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু পরে আসিরিয়ার রাজা তার রাজ্য আক্রমন করেন।	২ বাদশাহ্‌ ১৫:১৬-২২
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হোশেয়	আসিরিয়ার বাদশাহ্‌	রাজধানী সামেরিয়া ধ্বংস করে দেওয়া হয় ও ইসরাইলদের বন্দি করে বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া হয়।	২ বাদশাহ্‌ ১৭
এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকীয়	ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার	জেরুশালেম শহর ধ্বংস করে দেওয়া হয় এহুদার লোকদের বন্দি করে ব্যাবিলনের বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া হয়।	২ বাদশাহ্‌ ২৪:২৫

[২৩] পরে বাদশাহ্‌ শিমিয়িকে বললেন, তোমার
প্রাণদণ্ড হবে না; ফলত বাদশাহ্‌ তার কাছে শপথ
করলেন।

বাদশাহ্‌ দাউদের সঙ্গে মফীবোশতের সাক্ষাৎ

[২৪] পরে তালুতের পৌত্র মফীবোশৎ বাদশাহ্‌র
সঙ্গে দেখা করতে নেমে আসলেন, বাদশাহ্‌
প্রস্থান করার পর থেকে তাঁর নিরাপদে ফিরে
প্রত্যাগমনের দিন পর্যন্ত সে দাড়ি পরিষ্কার করে
নি ও কাপড়-চোপড়ও ধোয় নি। [২৫] আর যখন
তিনি জেরুশালেমে বাদশাহ্‌র সঙ্গে দেখা করতে
আসলেন, তখন বাদশাহ্‌ তাঁকে বললেন, হে
মফীবোশৎ, তুমি কেন আমার সঙ্গে যাও নি?
[২৬] জবাবে তিনি বললেন, হে আমার মালিক, হে
বাদশাহ্‌, আমার গোলাম আমাকে বঞ্চনা
করেছিল; কেননা আপনার গোলাম আমি
বলেছিলাম, আমি গাধা সাজিয়ে তার উপরে চড়ে
বাদশাহ্‌র সঙ্গে যাব, কেননা আপনার গোলাম
আমি খঞ্জ। [২৭] সে আমার মালিক বাদশাহ্‌র কাছে
আপনার এই গোলামের বিষয়ে নিন্দাবাদ
করেছে; কিন্তু আমার মালিক বাদশাহ্‌ আল্লাহ্‌র
ফেরেশতার মত; অতএব আপনার দৃষ্টিতে যা
ভাল মনে হয়, তা-ই করুন। [২৮] আমার মালিক
বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে আমার সমস্ত পিতৃকুল নিতান্ত
মৃত্যুর পাত্র ছিল, তবুও যারা আপনার খাবার
টেবিলে ভোজন করে, আপনি তাদের সঙ্গে
বসতে আপনার এই গোলামকে স্থান দিয়েছিলেন;
অতএব আমার আর কি অধিকার আছে যে,
বাদশাহ্‌র কাছে পুনর্বার অনুরোধ করবো?
[২৯] বাদশাহ্‌ তাকে বললেন, তোমার বিষয়ে বেশি
কথায় কি প্রয়োজন? আমি বলছি তুমি ও সীবঃ
উভয়ে সেই ভূমি অংশ করে নাও। [৩০] তখন
মফীবোশৎ বাদশাহ্‌কে বললেন, সে সম্পূর্ণ
অংশই গ্রহণ করুক, কারণ আমার মালিক
বাদশাহ্‌ সহিসালামতে তাঁর বাড়িতে ফিরে
এসেছেন।

বর্সিল্লয়ের প্রতি বাদশাহ্‌ দাউদের দয়া

[৩১] আর গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগলীম থেকে
নেমে এসেছিলেন, তিনি বাদশাহ্‌কে জর্ডানের
পারে রেখে যাবার আশায় তাঁর সঙ্গে জর্ডান পার
হয়েছিলেন। [৩২] বর্সিল্লয় অতি বৃদ্ধ, আশি বছর
বয়স্ক ছিলেন; আর মহনয়িমে বাদশাহ্‌র
অবস্থিতিকালে তিনি বাদশাহ্‌র খাদ্য
যুগিয়েছিলেন, কারণ তিনি খুব ধনী এক জন
মানুষ ছিলেন। [৩৩] বাদশাহ্‌ বর্সিল্লয়কে বললেন,
তুমি আমার সঙ্গে পার হয়ে এসো, আমি
তোমাকে জেরুশালেমে আমার সঙ্গে প্রতিপালন
করবো। [৩৪] কিন্তু বর্সিল্লয় বাদশাহ্‌কে বললেন,
আমার আয়ুর আর কত দিন আছে যে, আমি
বাদশাহ্‌র সঙ্গে জেরুশালেমে উঠে যাব? [৩৫] আজ
আমার বয়স আশি বছর; এখন কি ভাল মন্দের
বিশেষ বুঝতে পারি? যা ভোজন করি বা যা পান
করি, আপনার গোলাম আমি কি তার আস্বাদ
বুঝতে পারি? এখন কি আর গায়ক ও
গায়িকাদের গানের আওয়াজ শুনতে পাই? তবে
কেন আপনার এই গোলাম আমার মালিক
বাদশাহ্‌র ভারস্বরূপ হবে? [৩৬] আপনার গোলাম
বাদশাহ্‌র সঙ্গে কেবল জর্ডান পার হয়ে যাবে,
এই মাত্র; বাদশাহ্‌ কেন এমন পুরস্কারে আমাকে
পুরস্কৃত করবেন? [৩৭] মেহেরবানী করে আপনার
এই গোলামকে ফিরে যেতে দিন যাতে আমি
আমার নগরে আমার পিতা-মাতার কবরের কাছে
মরতে পারি। কিন্তু দেখুন, এই আপনার গোলাম
কিম্‌হম; সে-ই আমার মালিক বাদশাহ্‌র সঙ্গে
পার হয়ে যাক; আপনার যা ভাল মনে হয়, তার
প্রতি করবেন। [৩৮] বাদশাহ্‌ উত্তর করলেন,
কিম্‌হম আমার সঙ্গে পার হয়ে যাবে; তোমার যা
ভাল মনে হয়, আমি তার প্রতি তা-ই করবো
এবং তুমি আমাকে যা করতে বলবে, তোমার
জন্য আমি তা-ই করবো। [৩৯] পরে সমস্ত লোক
জর্ডান পার হল, বাদশাহ্‌ও পার হলেন। বাদশাহ্‌
বর্সিল্লয়কে চুম্বন করলেন ও দোয়া করলেন; পরে
তিনি স্বস্থানে ফিরে গেলেন। [৪০] আর বাদশাহ্‌
পার হয়ে গিল্‌গলে গেলেন; এবং কিম্‌হম তাঁর
সঙ্গে গেল এবং এহুদার সমস্ত লোক ও
ইসরাইলের অর্ধেক লোক গিয়ে বাদশাহ্‌কে পার

[১৯:২৩] ১বাদশা ২:৮, ৪২।
[১৯:২৪] ২শামু ৪:৪।
[১৯:২৫] ২শামু ১৬:১৭।
[১৯:২৬] লেবীয় ২১:১৮।
[১৯:২৭] ১শামু ২৯:৯।
[১৯:২৮] ২শামু ১৬:৮।
[১৯:৩১] ২শামু ১৭:২৭-২৯; ১বাদশা ২:৭।
[১৯:৩২] ১শামু ২৫:২।
[১৯:৩৫] ২খান্দান ৩৫:২৫; উজা ২:৬৫; হেদা ২:৮; ১২:১।
[১৯:৩৭] পয়দা ৪৯:২৯।
[১৯:৩৯] পয়দা ৪৭:৭।

১৯:২৩ তোমার প্রাণদণ্ড হবে না। দাউদ তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন; তিনি নিজে তাঁর প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিলেন না (১ শামু ২৫:১-৪৪ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় সোলায়মানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন শিমিয়ির বিষয়টি তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে না দেখেন (১ বাদশাহ্‌ ২:৮-৯, ৩৬-৪৬ দেখুন)।

১৯:২৪ মফীবোশৎ। ৯:৬-১৩ দেখুন।

১৯:২৫ তুমি কেন আমার সঙ্গে যাও নি? দাউদ সীবের পূর্বের অভিযোগের বিষয় স্মরণ করলেন (১৬:৩ দেখুন)।

১৯:২৬ খঞ্জ। ৪:৪; ৯:৩ আয়াত দেখুন।

১৯:২৭ এই গোলামের বিষয়ে নিন্দাবাদ করেছে। ১৬:৩ আয়াত দেখুন।

আল্লাহ্‌র ফেরেশতার মত। ১৪:১৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

যা ভাল মনে হয়, তা-ই করুন। মফীবোশৎ কৌশলে দাউদকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁর সম্পত্তি সীবঃকে দেওয়ার ব্যাপারে পুনরায় বিবেচনা করেন (১৬:৪ দেখুন)।

১৯:২৯ উভয়ে সেই ভূমি অংশ করে নাও। পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্যের বিষয়ে সুনিশ্চিত না হতে পেরে, দাউদ তাঁর বিচার কাজ সংযত করেন এবং তালুতের সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার নির্দেশ দেন (১ বাদশাহ্‌ ৩:২৫ আয়াত তুলনা করুন)।

১৯:৩১ বর্সিল্লয়। ১৭:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৩৫ মেসাল ১২:২-৫ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন। যা উপভোগ করার এবং যা তা নয় তার পার্থক্য সম্বন্ধে সেখানে শিক্ষা আছে। এই বয়সে তিনি রাজপ্রাসাদের সকল ভোগবিলাসের বিষয়ে আবেগহীন ছিলেন।

১৯:৩৭ কিম্‌হম। সম্ভবত বর্সিল্লয়ের একজন পুত্র (১ বাদশাহ্‌

BACIB
International Bible CHURCH

করে নিয়ে এসেছিল।

শেবের বিদ্রোহ ও মৃত্যু

[৪১] আর দেখ, ইসরাইলের সমস্ত লোক
বাদশাহ্‌র কাছে এসে তাঁকে বললো, আমাদের
ভাই এহুদার লোকেরা কেন আপনাকে চুরি করে
আনলো? বাদশাহ্‌কে আপনার পরিজনদের ও
দাউদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত লোককে, জর্ডান পার
করে কেন আনলো? [৪২] তখন এহুদার সমস্ত
লোক ইসরাইল লোকদের বললো, বাদশাহ্‌ তো
আমাদের নিকট আত্মীয়, তবে তোমরা এই
বিষয়ে কেন ক্রুদ্ধ হও? আমরা কি বাদশাহ্‌র কিছু
খেয়েছি? অথবা তিনি কি আমাদের কিছু ভেট
দিয়েছেন? [৪৩] তখন ইসরাইল লোকেরা জবাবে
এহুদার লোকদের বললো, বাদশাহ্‌তে আমাদের
দশ অংশ অধিকার আছে, সুতরাং দাউদের উপর
তোমাদের চেয়ে আমাদের অধিকার বেশি;
অতএব আমাদের কেন তুচ্ছবোধ করলে; আর
আমাদের বাদশাহ্‌কে ফিরিয়ে আনবার প্রস্তাব কি
প্রথমে আমরাই করি নি? তখন ইসরাইল
লোকদের কথার চেয়ে এহুদার লোকদের কথা
বেশি কড়া বলে মনে হল।

বাদশাহ্‌ দাউদের বিরুদ্ধে শেবের বিদ্রোহ

২০ [১] ঐ সময়ে সেই স্থানে বিন্‌ইয়ামীনীয়
বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে এক জন পাষণ্ড
ছিল; সে তূরী বাজিয়ে বললো, দাউদে আমাদের
কোন অংশ নেই, ইয়াসির পুত্রে আমাদের অধিক-
ার নেই; হে ইসরাইল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ
নিজ তাঁবুতে যাও। [২] তাতে ইসরাইলের সমস্ত
লোক দাউদের পিছন থেকে ফিরে বিখ্রির পুত্র
শেবের পিছনে গেল; কিন্তু জর্ডান থেকে
জেরুশালেম পর্যন্ত এহুদার লোকেরা তাদের
বাদশাহ্‌র পক্ষে অনুগত থাকলো।

[১৯:৪১] কাজী ৮:১; ১২:১।
[১৯:৪৩] ২শামু ৫:১।
[২০:১] পয়দা ২৯:১৪; ১বাদশা ১২:১৬।
[২০:৩] ২শামু ১৫:১৬।
[২০:৪] ২শামু ১৭:২৫।
[২০:৬] ২শামু ২১:১৭।
[২০:৭] ১শামু ৩০:১৪; ২শামু ১৫:১৮।
[২০:৮] ইউসা ৯:৩।

[৩] পরে দাউদ জেরুশালেমে তাঁর বাড়িতে
আসলেন। আর রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে তাঁর যে দশ
জন উপপত্নীকে রেখে গিয়েছিলেন তাদের নিয়ে
একটি বাড়িতে আটক করে রাখলেন; এবং
প্রতিপালন করলেন, কিন্তু তাদের কাছে আর
গমন করলেন না; অতএব তারা মরণ দিন পর্যন্ত
বৈধব্য-অবস্থায় আটক রইলো।
[৪] পরে বাদশাহ্‌ অমাসাকে বললেন, আমার
জন্য তুমি তিন দিনের মধ্যে এহুদার লোকদের
ডেকে এনে একত্র কর, আর তুমিও এই স্থানে
উপস্থিত হও। [৫] তখন অমাসা এহুদার
লোকদেরকে ডেকে এনে একত্র করতে গেলেন,
কিন্তু বাদশাহ্‌ যে সময় নির্ধারণ করে
দিয়েছিলেন, সেই নির্দিষ্ট সময় থেকে তিনি বেশি
বিলম্ব করলেন। [৬] তাতে দাউদ অবীশয়কে
বললেন, অবশালোম যা করেছিল, তারচেয়ে
বিখ্রির পুত্র শেবঃ এখন আমাদের বেশি অনিষ্ট
করবে; তুমি তোমার প্রভুর গোলামদের নিয়ে
তার পিছনে পিছনে তাড়া করে যাও, নতুবা সে
প্রাচীরবেষ্টিত কোন কোন নগর অধিকার করে
আমাদের দৃষ্টি এড়াবে। [৭] তাতে যোয়াবের লোক
জন, আর করেথীয় ও পলেথীয়রা এবং সমস্ত
বীর তাঁর সঙ্গে বের হল; তারা বিখ্রির পুত্র
শেবের পিছনে পিছনে তাড়া করার জন্য
জেরুশালেম থেকে প্রস্থান করলো। [৮] তারা
গিবিয়োনস্থ বড় পাথরটির কাছে উপস্থিত হলে
অমাসা তাদের সম্মুখে আসলেন। তখন যোয়াব
সৈনিকের পোশাক পরেছিলেন, তার উপরে
কোমরবন্ধনীতে তলোয়ার ছিল; খাপসহ
তলোয়ারটি তাঁর কোমরে বাঁধা ছিল, পরে বাইরে
আসতে আসতে তিনি তলোয়ারটি খুলে পড়তে
দিলেন। [৯] আর যোয়াব অমাসাকে বললেন, হে
আমার ভাই, তোমার মঙ্গল তো? পরে যোয়াব

২:৭ দেখুন)।
১৯:৪৩ বাদশাহ্‌তে আমাদের দশ অংশ অধিকার আছে। এই কথার ভিত্তি হতে পারে যে, মাবুদ তালুতের জায়গায় দাউদকে বেছে নিয়েছিলেন রাজত্ব করার জন্য (৩:১৭-১৮; ৫:২ দেখুন)।
অধিকার বেশি। এহুদা এবং শিমিয়নকে ছাড়া দশ বংশ (২:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।
২০:১ এক জন পাষণ্ড। দ্বি:বি ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।
বিন্‌ইয়ামীনীয়। বিন্‌ইয়ামীন (তালুতের গোষ্ঠী) থেকে এহুদায় রাজবাড়ী স্থানান্তর করায় গোষ্ঠীগত ঈর্ষা ফুলে ফেঁপে উঠলো।
সেই স্থানে। গিল্‌গলে (১৯:৪০ আয়াত)। শেবঃ ইসরাইলদের মধ্যে এই সন্দেহ তৈরি করল যে, দাউদ অন্যান্য গোষ্ঠীদের বাদ দিয়ে তাঁর নিজের বংশের (এহুদা) বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ১২:১৬ দেখুন)।
ইয়াসিরের পুত্রে। ১ শামু ২০:২৭, ৩০-৩১ আয়াতের নোট দেখুন।
২০:২ ইসরাইলের সমস্ত লোক। ১৯:৪১-৪৩ আয়াতে তাদের বিষয়ে উল্লেখ করা রয়েছে।
২০:৩ দশ জন উপপত্নী। ১৫:১৬; ১৬:২২ আয়াতের নোট দেখুন।
২০:৪ অমাসা। ১৭:২৫; ১৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। দাউদ যোয়াবকে উপেক্ষা করলেন।
২০:৬ অবীশয়। দাউদ যোয়াবকে দ্বিতীয়বার (৭ আয়াত দেখুন) উপেক্ষা করলেন।
তোমার প্রভুর গোলামদের। "যোয়াবের লোকেরা" (৭ আয়াত)।
২০:৭ যোয়াবের লোক জন। ১৮:২ দেখুন। এটি প্রতীয়মান হয় যে, যোয়াবও সৈন্যবাহিনী একত্র করেছিলেন এবং যদিও নির্দেশের ভিত্তিতে নয় (বাদশাহ্‌র আদেশে), তবুও সৈন্যদের কাছে তিনি ছিলেন স্বীকৃত নেতা (৭, ১১, ১৫ আয়াত দেখুন)।
করেথীয় ও পলেথীয়রা। ৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।
সমস্ত বীর। ২৩:৮-৩৯ আয়াত দেখুন। আরও একবার সংকটের সময় দাউদ ক্ষুদ্র পেশাদারীদের (তাদের মধ্যে অনেকে ইসরাইলীয় নয়) উপর নির্ভর করেছিলেন যারা তাদের ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন।
২০:৮ গিবিয়োন। ১:১২ আয়াতের নোট দেখুন।
অমাসা তাদের সম্মুখে আসলেন। স্পষ্টতই কিছু সৈন্যদের সাথে (১১ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

অমাসাকে চুম্বন করার জন্য ডান হাত দিয়ে তাঁর
দাড়ি ধরলেন। ১০ কিন্তু যোয়াবের হস্তস্থিত
তলোয়ারের প্রতি অমাসার লক্ষ্য না থাকাতে
তিনি তা দিয়ে তাঁর উদরে আঘাত করলেন, তাঁর
উদরস্থ নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে ভূমিতে পড়লো;
যোয়াব দ্বিতীয় বার তাঁকে আঘাত করলেন না,
তিনি ইন্তেকাল করলেন। পরে যোয়াব ও তাঁর
ভাই অবীশয় বিখ্রির পুত্র শেবের পিছনে পিছনে
ধাবমান হলেন।
১১ ইতোমধ্যে শেবের কাছে যোয়াবের এক
জন যুবক দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, যে যোয়াবকে
ভালবাসে ও দাউদের পক্ষের, সে যোয়াবের
পিছনে পিছনে আসুক। ১২ তখনও অমাসা
রাজপথের মধ্যে তাঁর রক্তে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন;
অতএব সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে রইলো দেখে ঐ
ব্যক্তি অমাসাকে রাজপথ থেকে ক্ষেতে সরিয়ে
দিয়ে তাঁর উপরে একখণ্ড কাপড় ফেলে দিল;
কেননা সে দেখলো, যে কেউ তাঁর কাছ দিয়ে
যায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। ১৩ তখন অমাসাকে
রাজপথ থেকে সরানো হলে সমস্ত লোক বিখ্রির
পুত্র শেবের পিছনে পিছনে তাড়া করার জন্য
যোয়াবের অনুগামী হল।
১৪ আর তিনি ইসরাইলের যাবতীয় বংশের
মধ্য দিয়ে আবেল ও বৈৎমাখায় এবং বেরীয়দের
সমস্ত অঞ্চল পর্যন্ত গমন করলেন, তাতে
লোকেরা একত্র হয়ে শেবের পিছনে পিছনে
চললো। ১৫ পরে তারা আবেল-বৈৎমাখাতে এসে
তাকে রুদ্ধ করে নগরের কাছে জাঙ্গাল প্রস্তুত
করলো এবং তা প্রাচীরের সমান হল, আর
যোয়াবের সঙ্গী সমস্ত লোক প্রাচীর ভূমিসাৎ করার
জন্য তা ভাঙ্গতে লাগল। ১৬ পরে নগরের মধ্য
থেকে একটি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে
বললো, শোন শোন, মেহেরবানী করে যোয়াবকে
এই স্থান পর্যন্ত আসতে বল, আমি তাঁর সঙ্গে
কথা বলবো। ১৭ পরে যোয়াব তার কাছে গেলে
সে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি
যোয়াব? তিনি উত্তর করলেন, আমি যোয়াব।
সেই স্ত্রীলোকটি বললো, আপনার বাঁদীর কথা
শুনুন; জবাবে তিনি বললেন, শুনছি। ১৮ পরে
স্ত্রীলোকটি বললো, সেকালে লোকে বলতো,
তারা আবেলে মন্ত্রণা জানতে চাইবেই চাইবে,
এভাবে তারা কাজ সমাপন করতো। ১৯ আমি
ইসরাইলের শান্তিপ্রিয় ও বিশ্বস্ত লোকদের এক
জন, কিন্তু আপনি ইসরাইলের মাতৃস্থানীয় একটি
নগর বিনষ্ট করতে চেষ্টা করছেন; আপনি কেন
মাবুদের অধিকার গ্রাস করবেন? ২০ জবাবে
যোয়াব বললেন, গ্রাস করা কিংবা বিনাশ করা
আমার কাছ থেকে দূরে থাকুক, দূরে থাকুক।
২১ ব্যাপার এরকম নয়। কিন্তু বিখ্রির পুত্র শেবঃ
নামে পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশের এক জন
লোক বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে, দাউদের বিরুদ্ধে হাত
তুলেছে; তোমরা কেবল তাকে আমার হাতে
তুলে দাও, তাতে আমি এই নগর থেকে প্রস্থান
করবো। তখন সে স্ত্রী যোয়াবকে বললো, দেখুন,
প্রাচীরের উপর দিয়ে তার মুণ্ড আপনার কাছে
নিক্ষেপ করা যাবে। ২২ পরে সে স্ত্রী বুদ্ধিপূর্বক
সব লোকের কাছে গেল। তাতে লোকেরা বিখ্রির
পুত্র শেবের মাথা কেটে নিয়ে যোয়াবের কাছে
বাইরে ফেলে দিল। তখন তিনি তূরী বাজালে
লোকেরা নগর থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে নিজ নিজ
তাঁবুতে ফিরে গেল এবং যোয়াব জেরুশালেমে
বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে গেলেন।
২৩ ঐ সময়ে যোয়াব ইসরাইলের সমস্ত
সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; এবং
যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয়দের
প্রধান ছিলেন; ২৪ আর অদোরাম (বাদশাহ্‌র)

[২০:১০] কাজী ৩:২১।
[২০:১২] ২শামু ২:২৩।
[২০:১৪] শুমারী ২১:১৬।
[২০:১৫] ১বাদশা ১৫:২০; ২বাদশা ১৫:২৯।
[২০:১৫] ইশা ৩৭:৩৩; ইয়ার ৬:৬; ৩২:২৪।
[২০:১৬] ২শামু ১৪:২।
[২০:১৯] দ্বিঃবি ২:২৬।
[২০:২১] ২শামু ৪:৮।
[২০:২২] হেদা ৯:১৩।
[২০:২৩] ২শামু ২:২৮; ৮:১৬-১৮; ২৪:২।
[২০:২৪] ১বাদশা ৪:৬; ৫:১৪; ১২:১৮; ২খান্দান ১০:১৮।

২০:১০ তাঁর উদরে আঘাত করলেন। ২:২৩; ৩:২৭ দেখুন। দ্বিতীয় বারের মত যোয়াব দাউদের সৈন্যবাহিনীতে তার পদ স্থির রাখার জন্য হত্যাকাণ্ড ঘটালেন। (১ বাদশাহ্‌ ২:৫-৬ দেখুন যোয়াব ও তাঁর ভাই অবীশয়: দাউদ যে হুকুম দিয়েছিলেন যোয়াব সেই হুকুম নিজের কাধে নিয়ে নিজে সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য অগ্রসর হলেন (২৩ আয়াত দেখুন)।

২০:১১ যে যোয়াবকে ভালবাসে ও দাউদের পক্ষের। শেবের চক্রান্তের সাথে যোয়াবের জোট বাধা, এই ধরনের কোন ভাবনার নিরসন করার জন্য, যারা দাউদের প্রতি বিশ্বস্ত তারা যেন যোয়াবকে সমর্থন করে এমন একটি আবেদন করা হল অমাসার সৈন্যসামন্তের কাছে।

২০:১৪ আবেল ও বৈৎমাখা। দানের উত্তরে অবস্থিত (১ বাদশাহ্‌ ১৫:২০; ২ খান্দান ১৬:৪ দেখুন)। শেবের কৌশল ছিল তার বিদ্রোহে যত বেশি সম্ভব ভলান্টিয়ার একত্র করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার উশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীকে দাউদের যোদ্ধাদের ধারে কাছে একত্র করার বিষয়ে ভীত ছিলেন।

২০:১৮ আবেলে মন্ত্রণা জানতে চাইবেই চাইবে। শহরটি তার বাসিন্দাদের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল।

২০:১৯ মাতৃস্থানীয় একটি নগর। একটি শহর যা বিশ্বস্ত ইসরাইলদের জন্য দিত– শহরগুলোকে সাধারণত নারী হিসেবে মূর্ত করা হতো (ইয়ার ৫০:১২; গালা ৪:২৬ দেখুন)।

মাবুদের অধিকার। ১ শামু ১০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২১ পর্বতময় আফরাহীম। শেবঃ অথবা বিন্‌ইয়ামীনীয়রা ইফ্রয়িমের অঞ্চলে বসবাস করতো অথবা গোষ্ঠীগত অঞ্চলের নামের পরিবর্তে এটি একটি ভৌগলিক নাম ছিল।

২০:২২ যোয়াব জেরুশালেমে বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে গেলেন। ৭, ১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২৩-২৬। এই রাজকীয় কর্মকতারা স্পষ্টতই দাউদের রাজত্বের বেশিরভাগ সময় সেবা দান করেছিল (৮:১৫-১৮ আয়াত)।

২০:২৩ যোয়াব ইসরাইলের সমস্ত সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। যদিও কিছু অসন্তোষের মাঝেও আদোনিয়ের চক্রান্তের সাথে হাত মেলাবার আগ পর্যন্ত তিনি এই পদটি ধরে রেখেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১:৭; ২:২৮-৫)।

করেথীয় ও পলেথীয়। ৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

কর্মাধীন গোলামদের প্রধান এবং অহীলূদের পুত্র
যিহোশাফট ইতিহাস লেখক, [২৫] আর শবা লেখক
ছিলেন; এবং সাদোক ও অবিয়াথর ইমাম
ছিলেন; [২৬] আর যায়ীরীয় ঈরাও দাউদের
রাজমন্ত্রী ছিলেন।

গিবিয়োনীয়দের মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ

২১ [১] দাউদের সময়ে পর পর তিন বছর
দুর্ভিক্ষ হয়; তাতে দাউদ মাবুদের কাছে
জিজ্ঞাসা করলে মাবুদ জবাব দিলেন, তালুতের
উপর ও তার কুলের উপর রক্তপাতের দোষ
রয়েছে, কেননা সে গিবিয়োনীয়দের হত্যা
করেছিল। [২] তাতে বাদশাহ্ গিবিয়োনীয়দের
ডেকে এনে তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন।
গিবিয়োনীয়েরা বনি-ইসরাইল নয়, এরা
আমোরীয়দের অবশিষ্টাংশের লোক এবং বনি-
ইসরাইল তাদের ধ্বংস করবে না বলে তাদের
কাছে কসম খেয়েছিল, কিন্তু তালুত ইসরাইল ও
এহুদা-বংশের লোকদের পক্ষে গভীর আগ্রহে
তাদের সবাইকে হত্যা করতে চেষ্টা
করেছিলেন। [৩] দাউদ গিবিয়োনীয়দের বললেন,
আমি তোমাদের জন্য কি করবো? তোমরা যেন
মাবুদের অধিকারকে দোয়া কর, এজন্য আমি কি
দিয়ে কাফ্‌ফারা দেবো? [৪] গিবিয়োনীয়েরা তাঁকে
বললো, তালুতের সঙ্গে কিংবা তার কুলের সঙ্গে
আমাদের রূপা বা সোনা বিষয়ে কোন ঝগড়া
নেই, আবার ইসরাইলের মধ্যে কাউকেও হত্যা
করা আমাদের কাজ নয়। পরে তিনি বললেন,
তবে তোমরা কি বল? আমি তোমাদের জন্য কি
করবো? [৫] তারা বাদশাহ্‌কে বললো, যে ব্যক্তি
আমাদের সংহার করেছে ও আমরা যেন
ইসরাইলের সীমার মধ্যে কোথাও টিকতে না
পারি ও বিনষ্ট হই, এজন্য কুমন্ত্রণা করেছিল,
[৬] তার সন্তানদের মধ্যে সাত জন পুরুষকে
আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক; আমরা
মাবুদের মনোনীত তালুতের গিবিয়াতে মাবুদের
উদ্দেশে তাদের ফাঁশি দেব। তখন বাদশাহ্
বললেন, আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব।
[৭] তবুও দাউদ ও তালুতের পুত্র যোনাথনের
মধ্যে মাবুদের নামে যে শপথ হয়েছিল, সেজন্য
বাদশাহ্ তালুতের পৌত্র, যোনাথনের পুত্র
মফীবোশতের প্রতি করুণা করলেন। [৮] কিন্তু
অয়ার কন্যা রিস্পা তালুতের জন্য অর্মোণি ও
মফীবোশৎ নামে যে দুই জন পুত্র প্রসব করেছিল
এবং মহোলাতীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র অদ্রীয়েলের
জন্য তালুতের কন্যা মীখল যে পাঁচ জন পুত্র
প্রসব করেছিল, তাদের নিয়ে বাদশাহ্
গিবিয়োনীয়দের হাতে তুলে দিলেন; [৯] তাতে

[২০:২৫] ১শামু ২:৩৫; ২শামু ৮:১৭ ২ ঝধসঁবষ ২১।

[২১:১] পয়দা ১২:১০; দ্বি:বি ৩২:২৪।

[২১:২] ইউসা ৯:১৫।

[২১:৩] ১শামু ২৬:১৯।

[২১:৪] শুমারী ৩৫:৩৩-৩৪।

[২১:৬] শুমারী ২৫:৪।

[২১:৭] ১শামু ১৮:৩; ২শামু ৯:৭।

[২১:৮] ১শামু ১৮:১৯।

[২১:৯] রূত ১:২২।

২০:২৪ অদোরাম (বাদশাহ্‌র) কর্মাধীন গোলামদের প্রধান। একটি আয়াত যা দাউদের রাজত্বের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি (৮:১৫-১৬)। অদোনিরাম অবশ্যই দেরীতে দাউদের নিযুক্ত কর্মচারী ছিলেন যিনি সোলায়মানের রাজত্বেও সেবা দান করেছিলেন (১ বাদশাহ্ ৪:৬; ৫:১৪) এবং শেষ পর্যন্ত তাকে রহবিয়ামের রাজত্বের শুরুতে (১ বাদশাহ্ ১২:১৮) মেরে ফেলা হয়েছিল।

কর্মাধীন গোলাম। যুদ্ধে যে সকল জাতিরা হেরে যায় তাদের থেকে বন্দী করা লোকদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো (১২:৩১ আয়াত এবং নোট; ১ বাদশাহ্ ৯:১৫, ২০-২১ আয়াত দেখুন)।

ইতিহাস লেখক। ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২৪ শবা। ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন ("সরায়")।

লেখক। ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

সাদোক ও অবিয়াথর। ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২৬ যায়ীরীয়। এটি হতে পারে মানাসা বংশের যায়ীর অথবা মানাশা বংশের লোক, যারা হব্বোৎ যায়ীর নামে এলাকাটিতে বাস করতো (শুমারী ৩২:৪১; ১ বাদশাহ্ ৪:১৩)।

ইমাম। ৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১ কেননা সে গিবিয়োনীয়দের হত্যা করেছিল। গিবিয়োনীয়দের বিরুদ্ধে তালুতের কর্ম আর অন্য কোন জায়গায় উল্লেখ নেই কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত জাতীয়তাবাদের কারণে তাঁর রাজত্বের শুরুতে তা করেছিলেন। সম্ভবত উপজাতীয়তা এখানে যুক্ত ছিল কারণ গিবিয়নীয়রা বিন্‌ইয়ামীনীয়দের দেওয়া অংশ দখল করে রেখেছিল এবং তালুতের মহান-পিতমহকে বলা হতো "গিবিয়নীয়দের পিতা" (১ খান্দান ৮:২৯; ৯:৩৫)।

২১:২ আমোরীয়দের। ব্যাপকতা অর্থে ব্যবহৃত নাম যা মাঝেমাঝে কেনানে ইসরাইলদের পূর্বে বসবাসকারীদের (পয়দা ১৫:১৬; ইউসা ২৪:১৮; কাজী ৬:১০; আমোস ২:১০) নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। আরও সঠিকভাবে, গিবিয়নীয়দের বলা হতো হিব্বীয় (ইউসা ৯:৭; ১১:১৯)। বনি-ইসরাইল তাদের ধ্বংস করবে না বলে তাদের কাছে কসম খেয়েছিল। প্রভুর নামে একটি শপথ গ্রহণ করা তাদের কাছে একটি বড় ব্যাপার ছিল (ইউসা ৯:১৫, ১৮-২১ দেখুন এবং ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাদের সবাইকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। যে কারণে তালুত ব্যর্থ হয়েছিলেন তা অজানা।

২১:৩ মাবুদের অধিকারকে দোয়া কর। যেহেতু প্রভুর নামে করা শপথ ভঙ্গ করা হয়েছে তাই তারা ন্যায্য ভাবেই ভূমিতে তাঁর অভিশাপ চাইতে পারে। ১ শামু ১০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৫ যে ব্যক্তি। তালুত।

ইসরাইলের সীমার মধ্যে কোথাও টিকতে না পারি। যারা তালুতের আক্রমণ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছিল তাদেরকে তাদের শহর এবং ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল (৪:২-৩ দেখুন)।

২১:৬ সাত জন। যেহেতু এটি একটি পূর্ণ সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে (সাত সংখ্যাটি পূর্ণতার প্রতীক)– যদিও আরও অনেক বেশি গিবিয়নীয়দের হত্যা করা হয়েছিল।

গিবিয়া। তালুতের বাসস্থান (১ শামু ১০:২৬ আয়াত দেখুন)।

২১:৭ দাউদ … যোনাথনের মধ্যে … যে শপথ হয়েছিল। ৯:১-১৩; ১ শামু ১৮:৩; ২০:১৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২১:৮ রিস্পা। ৩:৭ আয়াত দেখুন।

মহোলাতীয় বর্সিল্লয়। এটি বর্সিল্লয় এবং গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়

তারা ঐ পর্বতে মাবুদের সম্মুখে তাদের ফাঁসি
দিল। সেই সাত জন একেবারে মারা পড়লো;
তারা প্রথম ফসল কাটার সময়ে অর্থাৎ যব কাটার
আরম্ভকালে নিহত হল।
১০ পরে অয়ার কন্যা রিস্পা চট নিয়ে ফসল
কাটার আরম্ভ থেকে যে পর্যন্ত আসমান থেকে
তাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষিত না হল, সেই পর্যন্ত
পাথরের উপরে তার বিছানা হিসেবে সেই
চটখানি পেতে রাখল এবং দিনে আসমানের
পাখিদের ও রাতে বন্য পশুদের তাদের উপরে
পড়তে দিত না। ১১ পরে তালুতের উপপত্নী
অয়ার কন্যা রিস্পা যে কাজ করেছে তা বাদশাহ্‌
দাউদকে জানানো হল। ১২ তখন দাউদ গমন
করে যাবেশ-গিলিয়দের গৃহস্থদের কাছ থেকে
তালুতের অস্থি ও তাঁর পুত্র যোনাথনের অস্থি
তুলে আনলেন; কেননা গিল্‌বোয়ে ফিলিস্তিনীদের
দ্বারা তালুতের নিহত হবার সময়ে তাঁদের
দু'জনের লাশ ফিলিস্তিনীরা বৈৎ-শানের চকে
টাঙ্গিয়ে দেবার পর যাবেশ-গিলিয়দের লোকেরা
সেই স্থান থেকে তা চুরি করে নিয়ে এসেছিল।
১৩ তিনি সেখান থেকে তালুতের অস্থি ও তাঁর পুত্র
যোনাথনের অস্থি আনলেন এবং লোকেরা সেই
ফাঁশি দেওয়া লোকদের অস্থিও সংগ্রহ করলো।
১৪ পরে তারা তালুত ও তাঁর পুত্র যোনাথনের
অস্থি বিন্‌ইয়ামীন দেশের সেলাতে তাঁর পিতা

[২১:১০] পয়দা ৪০:১৯; ১শামু ১৭:৪৪।

[২১:১২] কাজী ২১:৮; ১শামু ১১:১।

[২১:১৪] ইউসা ১৮:২৮।

[২১:১৫] ২শামু ৫:২৫।

[২১:১৭] ১বাদশা ১১:৩৬; ১৫:৪; ২বাদশা ৮:১৯; ২খান্দান ২১:৭; জবুর ১৩২:১৭।

[২১:১৮] ১খান্দান ১১:২৯; ২৭:১১।

[২১:১৯] ১শামু ১৭:৪।

কীশের কবরের মধ্যে রাখল; তারা বাদশাহ্‌র
হুকুম অনুসারে সমস্ত কাজ করলো; তারপর
দেশের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ নিবেদন করা হলে
তিনি প্রসন্ন হলেন।

ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ

১৫ ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে ইসরাইলের আবার যুদ্ধ
বাধল; তাতে দাউদ তাঁর গোলামদের সঙ্গে গিয়ে
ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন; আর দাউদ
ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ১৬ তখন তিন শত (শেকল)
পরিমিত ব্রোঞ্জের বর্শাধারী যিশ্‌বী-বনোব নামে
এক জন রফায়ীয় নবসজ্জায় সজ্জিত হয়ে
দাউদকে আঘাত করতে মনস্থ করলো। ১৭ কিন্তু
সরূয়ার পুত্র অবীশয় দাউদকে সাহায্য করে সেই
ফিলিস্তিনীকে আক্রমণ ও হত্যা করলেন। তখন
দাউদের লোকেরা তাঁর কাছে কসম খেয়ে
বললো, আপনি আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবেন
না, ইসরাইলের প্রদীপ নিভিয়ে ফেলবেন না।
১৮ এর পরে আর একবার গোবে
ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; সেই সময়
হূশাতীয় সিব্বখয় সফ নামে এক জন
রফায়ীয়কে হত্যা করলো। ১৯ আবার
ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে গোবে যুদ্ধ হল, আর যারে-
ওরগীমের পুত্র বেথেলহেমীয় ইল্‌হানন তাঁতের
নরাজের মত বর্শাধারী গাতীয় জালুতকে হত্যা
করলো, এর বর্শা ছিল তাঁতের নরাজের মত।

থেকে ভিন্ন (১৭:২৭; ১৯:৩১)।

২১:৯ সেই সাত জন একেবারে মারা পড়লো। এর মধ্য দিয়ে তালুতের পরিবার প্রায়ই নিঃশেষ করে দেয়া হয়, যাকে আল্লাহ্‌ নিজেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (দেখুন ১ শামু ১৩:১৩-১৪; ১৫:২৩-২৬ দেখুন)। ১ খান্দান ৮:২৯-৩৯; ৯:৩৫-৪৪ আয়াতে যোনাথন ছাড়া তালুতের আর কোন বংশধরের তালিকা পাওয়া যায় না।

প্রথম ফসল কাটার সময়ে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় (রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২১:১০ চট নিয়ে। পয়দা ৩৭:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

যে পর্যন্ত আসমান থেকে তাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষিত না হল। এটি নির্দেশ করে যে, দুর্ভিক্ষটি ক্ষরার কারণে হয়েছিল এবং যে বিচার গিবিয়নীয়দের কাছে (১ আয়াত দেখুন) করা শপথ ভঙ্গের মধ্য দিয়ে ইসরাইলদের উপর নেমে এসেছিল তা এখন শেষ হয়েছে।

২১:১২-১৪ তালুতের অস্থি ও তাঁর পুত্র যোনাথনের অস্থি। ১ শামু ৩১:১১-১৩ আয়াত দেখুন। তালুত এবং যোনাথনের প্রতি দাউদের শেষ কার্য ছিল যে বাদশাহ্‌কে তিনি সম্মান করতেন এবং যে বন্ধুকে তিনি ভালবাসতেন (১:১৯ আয়াত এবং নোট দেখুন) তাঁদের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা প্রকাশ।

২১:১৫-২১ ফিলিস্তিনীদের নিয়ে এই চারটি দৃশ্যপট (১৫-১৭, ১৮, ১৯, ২০-১২) সম্পর্কে নিশ্চিত কোন ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি দাউদের কোন এক শক্তিশালী লোকের সাহসী অর্জনের সাথে জড়িত, ফলশ্রুতিতে রফায়ীয়ের একটি বংশধর মারা গিয়েছিল (২২ আয়াত)।

২১:১৬, ১৮, ২০, ২২ রফায়ীয়। রফায়ীদের কমপক্ষে একটি দলের পূর্বপুরুষ (১ খান্দান ২০:৪, ৪)। এই সিরিজে চার ভয়ংকর শত্রু যোদ্ধাদেরকে "রফায়ীয়ের বংশধরদের" (২২ আয়াত) বলার মধ্য দিয়ে লেখক তাদেরকে দানব হিসেবে চিহ্নিত করছেন (২০ আয়াত; দ্বি:বি" ২:১০-১১, ২০-২১ আয়াত দেখুন)। সেই ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই অনাকীয়দের সাথে সম্পর্কীত (শুমারী ১৩:২৮, ৩২-৩৩; ইউসা ১১:২১-২২ দেখুন)। পয়দা ১৫:১৯-২১ আয়াতে উল্লেখ করা দশ কেনানীয় লোকের তালিকায় অনাকীয় নয় বরং রফায়ীয়দের কথা বলা হয়েছে, যদিও অনাকীয় নেতৃত্ব (রফায়ীয়রা নয়) বিজয়ের কাহীনীগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (দ্বি:বি: ৯:২; ইউসা ১৪:১২, ১৫; কাজী ১:২০)।

২১:১৭ অবীশয়। ১ শামু ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

ইসরাইলের প্রদীপ নিভিয়ে ফেলবেন না। এটি নিরাপত্তা এবং জাতি হিসেবে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য দাউদের উপর ইসরাইলের নির্ভরতার একটি লক্ষণীয় রূপক চিত্র– এটি জাতীয় আশা ভরসা (২২:২৯; ২৩:৩-৪; ১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৬ আয়াত এবং নোট দেখুন; তুলনা করুন ২শামু ২২:২৯; ২৩:৩-৪)।

২১:১৮-১৯ গোব। পুরাতন নিয়মের আর কোথাও এই জায়গাটি বিষয়ে উল্লেখ নেই, এটি হয়তো গেষরের কাছে অবস্থিত, যেখানে একই যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে ১ খান্দান ২০:৪ আয়াতে বলা হয়েছে। অপরপক্ষে, অনেক হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে এটি "নোব" হিসেবে উল্লেখ আছে, যা জেরুশালেমের উত্তরে সুপরিচিত একটি শহর (১ শামু ২১:১ এবং নোট দেখুন), দৃশ্যত যার অর্থ হল "নোবের বাসিন্দা"।

২১:১৯ ইল্‌হানন। যেহেতু ১ শামু ১৭ অধ্যায় থেকে এটি পরিষ্কার যে, দাউদ জালুতকে মেরে ফেলেছিলেন। খুব সম্ভবত

২০ আর একবার গাতে যুদ্ধ হল; আর সেখানে
অতি দীর্ঘকায় এক জন ছিল, প্রতি হাতে পায়ে
তার ছয় করে আঙ্গুল, সবসুদ্ধ চব্বিশটি আঙ্গুল
ছিল, সেও এক জন রফায়ীয়। ২১ সে
ইসরাইলকে টিট্‌কারি দিলে দাউদের ভাই
শিমিয়ের পুত্র যোনাথন তাকে হত্যা করলো।
২২ এই চার জনই ছিল গাতে বাসকারী রফায়ীয়।
এরা দাউদ ও তাঁর গোলামদের হাতে মারা
পরেছিল।

বাদশাহ্‌ দাউদের প্রশংসা-কাওয়ালী

২২ ১ যেদিন মাবুদ সমস্ত দুশমন এবং
তালুতের হাত থেকে দাউদকে উদ্ধার
করলেন, সেদিন তিনি মাবুদের উদ্দেশে এই
গজল নিবেদন করলেন। ২ তিনি বললেন,
মাবুদ মম শৈল, মম দুর্গ ও মম উদ্ধারকর্তা,
৩ মম শৈলরূপ আল্লাহ্‌, আমি তাঁর মধ্যে
আশ্রয় নিই;
মম ঢাল, মম উদ্ধার-শৃঙ্গ, মম উঁচু দুর্গ, মম
আশ্রয়স্থান,
মম ত্রাতা, জুলুম থেকে আমার নিস্তারকারী।
৪ আমি কীর্তনীয় মাবুদকে ডাকব,
এভাবে আমার দুশমনদের কাছ থেকে
উদ্ধার পাব।
৫ কেননা আমি মৃত্যুর তরঙ্গে বেষ্টিত,
ধ্বংসের বন্যাতে আশঙ্কিত ছিলাম
৬ আমি পাতালের দড়িতে বেষ্টিত, মৃত্যুর পাশে
জড়িত ছিলাম;
৭ সঙ্কটে আমি মাবুদকে ডাকলাম,
আমার আল্লাহ্‌কে আহ্বান করলাম;
তিনি তাঁর এবাদতখানা থেকে আমার
নিবেদন শুনলেন,
আমার আর্তনাদ তাঁর কর্ণগোচর হল।
৮ তখন দুনিয়া টলল, কাঁপতে লাগল,
আসমানের সমস্ত ভিত্তি বিচলিত হল,
ও ভয়ে কাঁপতে লাগল, কারণ তিনি ক্রোধে
জ্বলে উঠলেন।
৯ তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে ধোঁয়া বের হল,
তাঁর মুখনির্গত আগুন গ্রাস করলো;
তা দ্বারা সমস্ত অঙ্গার প্রজ্বলিত হল।
১০ তিনি আসমান নুইয়ে নামলেন,
অন্ধকার তাঁর পদতলে ছিল;
১১ তিনি কারুবীতে চড়ে উড়ে আসলেন
হলেন,
বায়ুর ডানায় ভর করে দর্শন দিলেন।
১২ তিনি তাঁবুর মত তাঁর চতুর্দিকে অন্ধকার,
বিপুল জলরাশি ও ঘন মেঘমালা স্থাপন
করলেন।
১৩ তাঁর সম্মুখবর্তী তেজ থেকে জ্বলন্ত সমস্ত
অঙ্গার প্রজ্বলিত হল।
১৪ মাবুদ আসমান থেকে বজ্রনাদ করলেন,
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাঁর বাণী শোনালেন।
১৫ তিনি তীর মারলেন, তাদের ছিন্নভিন্ন
করলেন,
বজ্র দ্বারা তাদের উদ্বিগ্ন করলেন।
১৬ তখন মাবুদের তর্জনে,
তাঁর নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে সমুদ্রের সমস্ত
প্রণালী প্রকাশ পেল,
দুনিয়ার সমস্ত মূল অনাবৃত হল।
১৭ তিনি উপর থেকে হাত বাড়ালেন, আমাকে
ধরলেন,

[২১:২১] ১শামু ১৭:১০।
[২১:২১] ১শামু ১৬:৯।
[২২:১] হিজ ১৫:১।
[২২:২] জবুর ৩১:৩; ৯১:২।
[২২:৩] মেসাল ১০:২৯।
[২২:৪] জবুর ৪৮:১।
[২২:৫] ইউ ২:৩।
[২২:৬] প্রেরিত ২:২৪।
[২২:৭] ইশা ২৬:১৬।
[২২:৮] জবুর ৬৮:৮।
[২২:৯] প্রকা ১১:৫।
[২২:১০] জবুর ১০৪:৩।
[২২:১১] পয়দা ৩:২৪।
[২২:১২] হিজ ১৯:৯।
[২২:১৩] আইউ ৩৭:৩।
[২২:১৪] ১শামু ২:১০।
[২২:১৫] দ্বি:বি ৩২:২৩।
[২২:১৬] জবুর ৬:১; ৫০:৮, ২১।
[২২:১৭] জবুর

প্রাচীন কালে যারা শাস্ত্র কপি করতেন তারা ভুল ভাবে পাঠ করে, ভুল কপি করেছিলেন।

যারে-ওরেগীম। হিব্রুতে "ওরেগীম" এই আয়াতের শেষেও রয়েছে, যেটি অনুবাদ করা হয়েছে "তাঁতীদের"। সম্ভবত অনুকরণকারী নামের বদলে এটি ভুলে যুক্ত করেছিলেন, যেহেতু ১ খান্দান ২০:৫ আয়াতে "জায়িরি-ওরেগীম" এর বদলে "জায়ির" (স্পষ্টত সঠিকভাবেই) বলা হয়েছে।

২১:২১ ইসরাইলকে টিট্‌কারি দিলে। যেভাবে জালুত টিককারী দিয়েছিলেন (১ শামু ১৭:১০, ২৫ দেখুন)।

শিমিয়। শামাহ বলেও ডাকা হয় (১ শামু ১৬:৯; ১৭:১৩)।

২১:২১ সমস্ত দুশমন এবং তালুতের হাত থেকে। ৮:১-১৪; ১ শামু ১৮-২৭ অধ্যায় দেখুন।

২২:২ শৈল। দাউদ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেই বিষয়ে তিনি একজন উপযুক্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন (৩, ৩২, ৪৭; ২৩:৩ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন দ্বি:বি: ৩২:৪,১৫, ১৮, ৩১; জবুর ২৮:১; ৩২:১; ৬১:২; ৭৮:৩৫; ৮৯:২৬; ৯৪:২২; ৯৫:১)। তিনি প্রায়ই মরুভূমিতে পাথরগুলোর মাঝে আশ্রয় নিতেন (১ শামু ২৩:২৫; ২৪:২), কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্যিকারের নিরাপত্ত প্রভুতেই পাওয়া যায়।

দুর্গ। এই শব্দটির হিব্রু শব্দ ৫:১৭; ২৩:১৪; ১ শামু ২২:৪-৫; ২৪:২২ আয়াতে পাওয়া যায়, যেখানে দেখা যায় দাউদ রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় খুঁজেছিলেন।

২২:৩ ঢাল। ৩১ আয়াত; জবুর ১৫:১ এবং নোট দেখুন।

শৃঙ্গ। দেখুন দ্বি:বি: ৩৩:১৭; ইয়ার ৪৮:২৫।

২২:৫ মৃত্যুর তরঙ্গে বেষ্টিত। ৫-৬ আয়াতে দাউদ তাঁর মৃত্যুতুল্য বিপদসমূহ কবিতার ভাষায় চিত্রায়িত করেছিলেন।

২২:৬ মৃত্যুর পাশে। জবুর ৩০:৩; ইউনুস ২:২ আয়াতের নোট দেখুন ("মৃতদের রাজ্য")।

২২:৭ নিজের এবাদতখানা। বেহেশত, যেখানে প্রভু সিংহাসনে বসে আছেন (জবুর ১১:৪; ইশা ৬:১ এবং নোট দেখুন; আরও দেখুন ইউনুস ২:৭)।

২২:৮-১৬। জবুর ১৮:৭-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৯ নাসারন্ধ্র থেকে ধোঁয়া বের হল। জবুর ১৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১০ তিনি আসমান নুইয়ে নামলেন। ইশা ৬৪:১ এবং নোট দেখুন।

২২:১১ তিনি কারুবীতে চড়ে উড়ে আসলেন হলেন। ১ শামু ৪:৪; পয়দা ৩:২৪; জবুর ১৮:১০; ইহি ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১৪ মাবুদ আসমান থেকে বজ্রনাদ করলেন। সাধারণত পুরাতন নিয়মে আকাশের গর্জনকে আল্লাহ্‌র স্বরের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে (জবুর ২৯; আইউব ৩৭:২-৫)। আকাশের

মহাজলরাশি থেকে আমাকে টেনে তুললেন;
১৮ আমাকে উদ্ধার করলেন, আমার বলবান
দুশমন থেকে,
আমার বিদ্বেষীদের থেকে, কারণ তারা
আমার চেয়ে শক্তিমান।
১৯ আমার বিপদের দিনে তারা আমার কাছে
এল,
কিন্তু মাবুদ আমার অবলম্বন হলেন।
২০ তিনি আমাকে বাইরে প্রশস্ত স্থানে
আনলেন,
আমাকে উদ্ধার করলেন, কেননা তিনি
আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।
২১ মাবুদ আমার ধার্মিকতা-অনুযায়ী পুরস্কার
দিলেন,
আমার হাতের পবিত্রতা অনুযায়ী ফল
দিলেন।
২২ কেননা আমি মাবুদের পথে চলেছি,
দুষ্টতাপূর্বক আমার আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিই
নি।
২৩ কারণ তাঁর সমস্ত অনুশাসন আমার সম্মুখে
ছিল,
আমি তাঁর বিধিপথ থেকে দূরে সরে যাই
নি।
২৪ আর আমি তাঁর উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম,
নিজের অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা কর-
তাম।
২৫ তাই মাবুদ আমাকে আমার ধার্মিকতা
অনুসারে,
তাঁর সাক্ষাতে আমার পবিত্রতা অনুযায়ী ফল
দিলেন।
২৬ তুমি দয়াবানের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে,
সিদ্ধ লোকের সঙ্গে সিদ্ধ ব্যবহার করবে।
২৭ তুমি খাঁটির সঙ্গে খাঁটি ব্যবহার করবে,
কুটিলের সঙ্গে চতুর ব্যবহার করবে।
২৮ তুমি দুঃখীদের নিস্তার করবে,

১৪৪:৭।
[২২:১৮] লূক ১:৭১।
[২২:১৯] জবুর ২৩:৪।
[২২:২০] জবুর ২২:৮; ইশা ৪২:১; মথি ১২:১৮।
[২২:২১] আইউ ১৭:৯; জবুর ২৪:৪।
[২২:২২] পয়দা ১৮:১৯; জবুর ১২৮:১; মেসাল ৮:৩২।
[২২:২৩] দ্বিঃবি ৬:৪-৯।
[২২:২৪] পয়দা ৬:৯; ইফি ১:৪।
[২২:২৫] ১শামু ২৬:২৩।
[২২:২৭] মথি ৫:৮।
[২২:২৮] জবুর ১৩১:১; মেসাল ৩০:১৩।
[২২:২৯] প্রকা ২১:২৩; ২২:৫।
[২২:৩১] মথি ৫:৪৮।
[২২:৩২] ২শামু ৭:২২।
[২২:৩৪] ইশা ৩৫:৬।
[২২:৩৫] জাকা ৯:১৩।
[২২:৩৬] ইফি ৬:১৬।
[২২:৩৭] মেসাল ৪:১১।

কিন্তু দাম্ভিকদের উপরে তোমার দৃষ্টি আছে,
তুমি তাদের অবনত করবে।
২৯ হে মাবুদ, তুমি আমার প্রদীপ;
মাবুদই আমার অন্ধকার আলোকময়
করেন।
৩০ কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্যদলের
বিরুদ্ধে ধাবিত হই,
আমার আল্লাহ্‌র সাহায্যে প্রাচীর লাফ দিয়ে
পার হই।
৩১ তিনিই আল্লাহ্, তাঁর পথ সিদ্ধ;
মাবুদের কালাম পরীক্ষাসিদ্ধ,
যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয় তিনি তাদের
ঢাল।
৩২ কারণ মাবুদ ছাড়া আর আল্লাহ্ কে আছে?
আমাদের আল্লাহ্ ছাড়া আর শৈল কে
আছে?
৩৩ আল্লাহ্ আমার দৃঢ় দুর্গ;
তিনি সিদ্ধকে তাঁর পথে চালান;
৩৪ তিনি তার চরণ হরিণীর চরণের মত
করেন;
আমার উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন
করেন।
৩৫ তিনি আমার হাতকে যুদ্ধ করতে শিক্ষা
দেন,
তাই আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া
দেয়।
৩৬ তুমি আমাকে তোমার উদ্ধারকারী ঢাল
দিয়েছ,
তোমার কোমলতা আমাকে মহান করেছে।
৩৭ তুমি আমার নিচে পাদসঞ্চারের স্থান প্রশস্ত
করেছ,
আর আমার পা বিচলিত হয় নি।
৩৮ আমি আমার দুশমনদের পিছনে দৌড়ে
তাদের বিনষ্ট করেছি,
সংহার না করে ফিরে আসি নি।

গর্জন বিশেষ করে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা এবং জাঁকজমক প্রকাশ করে।

২২:১৭ তিনি উপর থেকে হাত বাড়ালেন। ১৭-২০ আয়াতে দাউদ তার উদ্ধারকে রূপক শব্দাবলিতে প্রকাশ করেছেন (১৭) এর ফলে এতে আরও আক্ষরিক শব্দ প্রকাশ পেয়েছে ৯১৮-২০)।

২২:২০ বাইরে প্রশস্ত স্থানে। জবুর ১৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

সন্তুষ্ট ছিলেন। হিব্রুতে এই ভাবটি প্রকাশ করা ১৫:২৬ আয়াতে ("সন্তুষ্ট হলেন") হিসেবে; জবুর ২২:৮ (তুলনা করুন, মথি ৩:১৭ আয়াত "...খুবই সন্তুষ্ট") এবং এই অর্থ প্রকাশ করে যে, সার্বভৌম আল্লাহ্‌র অভিষিক্তের প্রতি তাঁর আনন্দ এবং অনুগ্রহ (৫১ আয়াত)।

২২:২১, ২৫ আমার ধার্মিকতা-অনুযায়ী। ১ বাদশাহ্ ১৫:৫ দেখুন। ২১-২৫ আয়াতে দাউদ আল্লাহ্‌র উদ্ধার করা বিষয়টিকে তাঁর ধার্মিকতার পুরস্কার হিসেবে উল্লেখ করে। এই বিবৃতিটি স্ব-ধার্মিকতায় গর্ব করা এবং প্রশংসার যোগ্যতার মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের বিষয়ে ধারণা দেয়, কিন্তু এটি এর পেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে: (১) প্রভুর অভিষিক্ত হিসেবে তাঁকে দাউদের সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা (৫১ আয়াতের নোট দেখুন); (২) তাঁর বুঝতে পারা যে, যারা প্রভুর সেবা করার জন্য বিশ্বস্তভাবে তাঁর খোঁজ করে তাদের তিনি পুরস্কৃত করেন।

২২:২৬-৩০ জবুর ১৮:২৫-২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২৯ তুমি আমার প্রদীপ। প্রভু দাউদের জীবন এবং তাঁর কার্যকলাপের উন্নতি দান করলেন (আইউব ১৮:৫-৬; ২১:১৭ দেখুন; এছাড়াও জবুর ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৩১ তাঁর পথ সিদ্ধ। গীতটি স্মরণ করার মধ্য দিয়ে (৩৫-৫১ আয়াত) আল্লাহ্‌র উদ্ধারের প্রতি দাউদের প্রশংসা আরও জোড়ালো হয়েছে।

২২:৩৪ দেখুন হাবা ৩:১৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

অবীশয়

অবীশয় নামের অর্থ, উপহারের আকাঙ্খার পিতা। বাদশাহ্‌ দাউদের বোন সরূয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি যোয়াব ও অসাহেলের ভাই। যে সমস্ত বড় নেতৃবৃন্দ জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন ও তার সঙ্গে যে সব অনুসারীগণ থাকে তারাও সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। দাউদের পক্ষে অবীশয় সেরকম একজন অনুসারী ছিলেন। দাউদের প্রতি তাঁর নির্ভীক আনুগত্য তাকে ধ্বংসের পথে যেতে অনুৎসাহিত করেছে। দাউদও অবীশয়ের আনুগত্যকে কখনও বাঁধা দেন নি বরং তার এই শক্তিশালী আনুগত্যকে ধর্য্যের সঙ্গে পরিচালিত করেছেন।

হযরত দাউদ যখন বাদশাহ্‌ তালুতের শিবিরে গিয়ে সেখান থেকে পানির পাত্র ও বর্শা নিয়ে এসেছিলেন, সেই দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় শুধুমাত্র অবীশয় দাউদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অবশালোমের সঙ্গে বাদশাহ্‌ দাউদের যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে তিনটি বাহিনীর একটির প্রধান ছিলেন অবীশয়। ফিলিস্তিনীদের শক্তিশালী বীর যিশ্‌বী-বনোবকে তিনি হত্যা করেন, যে বাদশাহ্‌ দাউদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। তিনি “তিনজন বীর” এর দ্বিতীয় জন (২ শামু ২৩:১৮,১৯; ১ খান্দান ১১:২০,২১)। একবার তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ৩০০ জনকে তাঁর বর্শা দিয়ে মেরে ফেলেন, ২ শামু ২৩:১৮। অবীশয় নামটি সেমেটিকদের প্রধানদের নাম, যিনি বেনী হামানের প্রভুকে উপহার হিসাবে কোরবানী দেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- দাউদের যোদ্ধাদের মধ্যে তিনি একজন হিরো।
- এক জন নির্ভীক যোদ্ধা যিনি স্বেচ্ছায় দাউদকে সাহায্য করেছেন ও তাঁর প্রতি অনুগত থেকেছেন।
- দাউদের জীবন রক্ষা করেছেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- চিন্তা-ভাবনা না করেই তিনি কাজে ঝাপিয়ে পরতেন।
- অবনের ও অমাশাকে যখন যোয়াব হত্যা করেন তখন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যিনি সবচেয়ে কার্যকরী অনুসারী তাকে চিন্তা-ভাবনা সহকারে কাজে কাজে অগ্রসর হতে হয়।
- অন্ধ আনুগত্য অনেক সময় অনেক বড় মন্দতার জন্ম দেয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কাজ:** একজন নির্ভীক সৈন্য
- **আত্মীয়-স্বজন:** মা: সরূয়া; ভাই: যোয়াব ও অসাহেল; মামা: দাউদ
- **সমসাময়িক:** দাউদ, তালুত

মূল আয়াত: “আর সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভাই অবীশয় সেই তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি তিন শত লোকের উপর তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করলেন ও নরত্রয়ের মধ্যে খ্যাতনামা হলেন। তিনি কি সেই তিন জনের মধ্যে বেশি মর্যাদাপন্ন ছিলেন না? এজন্য তাঁদের সেনাপতি হলেন, তবুও প্রথম নরত্রয়ের মত ছিলেন না” (২ শামু ২৩:১৮,১৯)।

২ শামুয়েলের ২:১৮-২৩:১৯ আয়াতে তার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, ১ শামুয়েল ২৬:১-১৩; ১ খান্দান ২:১৬; ১১:২০; ১৮:১২; ১৯:১১, ১৫ আয়াতে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

[৩৯] আমি তাদের সংহার করে চূর্ণ করেছি,
তাই তারা উঠতে পারে না, তারা আমার
পায়ের তলায় পড়েছে।
[৪০] কারণ তুমি যুদ্ধ করবার শক্তি দিয়ে আমার
কোমরবন্ধনী পরিয়ে দিয়েছ,
যারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল,
তাদেরকে তুমি আমার অধীনে নত করেছ।
[৪১] তুমি আমার দুশমনদের আমা থেকে
ফিরিয়ে দিয়েছ;
আমি আমার বিদ্বেষীদের সংহার করেছি।
[৪২] তারা চেয়ে রইলো, কিন্তু উদ্ধারকর্তা কেউ
নেই;
তারা মাবুদের কাছে চিৎকার করলো,
কিন্তু তিনি তাদের জবাব দিলেন না।
[৪৩] তখন আমি দুনিয়ার ধূলির মত তাদের চূর্ণ
করলাম,
পথের কাদার মত তাদের দলিত করলাম,
এবং ছড়িয়ে ফেললাম।
[৪৪] তুমিও আমাকে লোকদের বিদ্রোহ থেকে
উদ্ধার করেছ;
জাতিদের কর্তা হবার জন্য রেখেছ,
আমার অপরিচিত জাতি আমার গোলাম
হবে।
[৪৫] বিজাতি-সন্তানেরা আমার কর্তৃত্ব স্বীকার
করবে,
শোনামাত্র তারা আমার হুকুম পালন
করবে।
[৪৬] বিজাতি-সন্তানেরা ম্লান হবে,
সকম্পে স্ব স্ব গোপনীয় স্থান থেকে আসবে।
[৪৭] মাবুদ জীবিত, মম শৈল প্রশংসিত হোন;
মম উদ্ধারকারী শৈল আল্লাহ্‌ উন্নত হোন।
[৪৮] সেই আল্লাহ্‌ আমার পক্ষে প্রতিশোধ দেন,
জাতিদেরকে, আমার অধীনে নত করেন;
[৪৯] আমার দুশমনদের থেকে আমাকে উদ্ধার
করেন;
যারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়,
তুমি তাদের উপরেও আমাকে উন্নত
করছো;
তুমি দুর্বৃত্ত লোক থেকে আমাকে উদ্ধার
করে থাক।
[৫০] এই কারণ, হে মাবুদ, আমি নানা জাতির
মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
তোমার নামের উদ্দেশে প্রশংসা কাওয়ালী
গাইব।
[৫১] তিনি তাঁর বাদশাহ্‌র জন্য উদ্ধারের
উচ্চগৃহ,
তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি অটল মহব্বত
প্রকাশ করেন,
যুগে যুগে দাউদ ও তার বংশের প্রতি রহম
করেন।

বাদশাহ্‌ দাউদের শেষ কথা

২৩ [১] দাউদের শেষ বাণী এই:
ইয়াসির পুত্র দাউদের দৈববাণী,
আল্লাহ্‌ যাঁকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন তাঁর
দৈববাণী,
যিনি ইয়াকুবের আল্লাহ্‌ কর্তৃক অভিষিক্ত,
যিনি ইসরাইলের মধুর গায়ক তিনি
বলছেন,
[২] আমার দ্বারা মাবুদের রূহ্‌ বলেছেন,
তাঁর বাণী আমার জিহ্বাগ্রে রয়েছে।
[৩] ইসরাইলের আল্লাহ্‌ বলেছেন,
ইসরাইলের শৈল আমাকে বলেছেন,
যিনি মানুষের উপরে ধার্মিকতায় কর্তৃত্ব
করেন,
যিনি আল্লাহ্‌ ভয়ে কর্তৃত্ব করেন,
[৪] তিনি সকাল বেলার, সূর্যোদয় কালের,
মেঘমুক্ত সকাল বেলার আলোর মত হবেন;
যখন বৃষ্টির পরবর্তী সূর্যের আলোর জন্য
ভূতল থেকে নবীন ঘাস বের হয়।
[৫] আল্লাহ্‌র কাছে আমার কুল কি সেই রকম
নয়?
হ্যাঁ, তিনি আমার সঙ্গে একটি চিরস্থায়ী

[২২:৩৯] জবুর ৪৪:৫; ১১০:৬; মালা ৪:৩।
[২২:৪০] ইউসা ১০:২৪; ১বাদশা ৫:৩।
[২২:৪১] হিজ ২৩:২৭।
[২২:৪২] ইশা ১:১৫।
[২২:৪৩] ইশা ৪১:২৫; মীখা ৭:১০; জাকা ১০:৫।
[২২:৪৪] হিজ ১১:৩; ২শামু ৩:১।
[২২:৪৫] জবুর ৬৬:৩; ৮১:১৫।
[২২:৪৬] মীখা ৭:১৭।
[২২:৪৭] জবুর ১৮:৩১; ৮৯:২৬; ৯৫:১।
[২২:৪৮] জবুর ১৪৪:২।
[২২:৪৯] জবুর ১৪০:১, ৪।
[২২:৫০] রোমীয় ১৫:৯।
[২২:৫১] জবুর ৮৯:২০; প্রেরিত ১৩:২৩।
[২৩:১] ইশা ৪৫:১।
[২৩:২] মথি ২২:৪৩; ২পিতর ১:২১।
[২৩:৩] দ্বি:বি ৩২:৪।
[২৩:৪] জবুর ১১৯:১৪৭; ১৩০:৬; মেসাল ৪:১৮।
[২৩:৫] পয়দা

২২:৪৭ মাবুদ জীবিত। জবুর ১৮:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৫০ হে মাবুদ, আমি নানা জাতির মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো। হযরত পৌলও একইভাবে মাবুদের প্রশংসা করেছেন, দেখুন রোমীয় ১৫:৯।

২২:৫১ তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি। ১ শামু ২:১০; ১০:২৫; ১২:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন। দাউদ এখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর চুক্তির রাজত্বের বৈশিষ্ট তুলে ধরেছেন। দাউদকে যে প্রভু অভিষেক করেছেন তাই তাঁরই শক্তিতে এই পুরো গানটির অর্থ বুঝতে হবে (২১, ২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

যুগে যুগে দাউদ ও তার বংশের প্রতি রহম করেন। দাউদ নাথনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার কথা বলছেন (দেখুন ৭:১২-১৬)।

২৪:১ দাউদের শেষ বাণী। সম্ভবত এটি বুঝতে হবে দাউদের শেষ কাব্যিক সাক্ষ্য হিসেবে (তাঁর গীতগুলোর মাধ্যমে), বোধহয় এটি রচনা করা হয়েছিল যখন তিনি সোলায়মানকে শেষ নির্দেশনা এবং সর্তকবাণী দিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২:১-১০)।

২৩:২ ২তীম ৩:১৬; ২পিতর ১:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩ ইসরাইলের শৈল। ২২:২ আয়াতের নোট দেখুন; ১ শামু ২:২ এবং নোট দেখুন; দ্বি:বি: ৩২:৪, ১৫, ১৮, ৩০-৩১। সংক্ষেপে এবং পরিষ্কারভাবেই দাউদ আদর্শ ঐশতন্ত্রের বাদশাহ্‌কে চিত্রায়িত করেছেন– এবং এটি শুধুমাত্র বুঝতে হবে দাউদের মহান পুত্র ঈসা মসীহের রাজত্বের মধ্য দিয়ে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ৭:১২-১৬ আয়াতেরই পরিপূরক এবং ইশা ৯:৭; ১১:১-৫; ইয়ার ২৩:৫-৬; ৩৩:১৫-১৬; জাকা ৯:৯ আয়াতের বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা দান করে।

২৩:৪ সকাল বেলার সূর্যোদয় কালের। জবুর ২৭:১; ৩৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

নিয়ম করেছেন;
তা সমস্ত বিষয়ে সুসম্পন্ন ও সুরক্ষিত;
এই তো আমার সম্পূর্ণ নাজাত ও সম্পূর্ণ
অভীষ্ট;
তিনি কি তা অঙ্কুরিত করাবেন না?
৬ কিন্তু পাষণ্ডেরা সকলে উৎপাটনীয় কাঁটা;
কাঁটা তো হাতে ধরা যায় না।
৭ যে পুরুষ তাদের স্পর্শ করবেন,
তিনি পেরেক ও বর্শাদণ্ডে পূর্ণ হবেন;
পরে তারা স্বস্থানে আগুনে ভস্মীভূত হবে।

বাদশাহ্‌ দাউদের প্রধান প্রধান বীরের তালিকা

৮ দাউদের বীরদের নামাবলী। তখমোনীয়
যোশেব-বশেবৎ সেনানীবর্গের নেতা ছিলেন;
ইস্‌নীয় আদীনো, তিনি এককালে নিহত আটশত
লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন।
৯ তাঁর পরে এক অহোহীয়ের সন্তান দোদয়ের
পুত্র ইলিয়াসর; তিনি দাউদের সঙ্গী বীরত্রয়ের এক
জন; তাঁরা ফিলিস্তিনীদের টিটকারী দিলে
ফিলিস্তিনীরা যুদ্ধ করার জন্য সেখানে একত্র হল
এবং ইসরাইল লোকেরা কাছে আসছিল,
১০ ইতোমধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে যে পর্যন্ত তাঁর হাত
শ্রান্ত না হল, ততক্ষণ ফিলিস্তিনীদের আঘাত
করলেন; শেষে তলোয়ারের আঘাতে তাঁর হাত
জোড়া লেগে গেল; আর মাবুদ সেই দিনে
মহানিস্তার করলেন এবং লোকেরা কেবল লুট
করার জন্য তাঁর পেছন পেছন গেল।
১১ তাঁর পরে হরারীয় আগির পুত্র শম্ম;
ফিলিস্তিনীরা একটি মসুর ডালের ক্ষেতের কাছে
একত্র হয়ে দল বাঁধলে যখন লোকেরা
ফিলিস্তিনীদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, ১২ তখন
শম্ম সেই ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা উদ্ধার
করলেন এবং ফিলিস্তিনীদের হত্যা করলেন; আর
মাবুদ মহানিস্তারে তাদের নিস্তার করলেন।

৯:১৬; জবুর ৮৯:২৯।
[২৩:৬] ইশা ৫:৬; ৯:১৮; ১০:১৭; ২৭:৪; ৩৩:১২; মীখা ৭:৪; নহূম ১:১০; মথি ১৩:৪০-৪১।
[২৩:৮] ২শামু ১৭:১০।
[২৩:৯] ১খান্দান ২৭:৪।
[২৩:১৩] পয়দা ৩৮:১; ইউসা ১২:১৫।
[২৩:১৪] ১শামু ২২:৪-৫; ২শামু ৫:১৭।
[২৩:১৬] পয়দা ৩৫:১৪।
[২৩:১৭] লেবীয় ১৭:১০-১২।
[২৩:১৮] ১শামু ২৬:৬।
[২৩:২০] ২শামু ৮:১৮; ১খান্দান ২৭:৫।

১৩ আর ত্রিশ জন প্রধানের মধ্যে তিন জন
ফসল কাটার সময়ে অদুল্লম গুহাতে দাউদের
কাছে আসলেন; তখন ফিলিস্তিনীদের সৈন্য
রফায়ীম উপত্যকাতে শিবির স্থাপন করেছিল।
১৪ আর দাউদ দুর্গম স্থানে ছিলেন এবং
ফিলিস্তিনীদের প্রহরী সৈন্যদল বেথেলহেমে ছিল।
১৫ পরে দাউদ পিপাসাতুর হয়ে বললেন, হায়! কে
আমাকে বেথেলহেমের দ্বারের নিকটস্থ কূপের
পানি এনে পান করতে দেবে? ১৬ তাতে ঐ
বীরত্রয় ফিলিস্তিনী সৈন্যদের মধ্য দিয়ে গিয়ে
বেথেলহেমের দ্বারের নিকটস্থ কুয়ার পানি তুলে
নিয়ে দাউদের কাছে আসলেন, কিন্তু তিনি তা
পান করতে সম্মত হলেন না, মাবুদের উদ্দেশে
ঢেলে ফেললেন; ১৭ তিনি বললেন, হে মাবুদ,
এমন কাজ যেন আমি না করি; এ কি সেই
মানুষের রক্ত নয়, যারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে
গিয়েছিল; অতএব তিনি তা পান করতে সম্মত
হলেন না। ঐ বীরত্রয় এসব কাজ করেছিলেন।
১৮ আর সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভাই অবীশয়
সেই তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি তিন
শত লোকের উপর তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করে
তাদের হত্যা করলেন ও নরত্রয়ের মধ্যে
খ্যাতনামা হলেন। ১৯ তিনি কি সেই তিন জনের
মধ্যে বেশি মর্যাদাপন্ন ছিলেন না? এজন্য তাঁদের
সেনাপতি হলেন, তবুও প্রথম নরত্রয়ের মত
ছিলেন না।
২০ আর অনেক বিক্রমের কার্যকারী কব্‌সেলীয়
এক বীরের সন্তান যিহোয়াদার পুত্র যে বনায়,
তিনি মোয়াবীয় অরীয়েলের দুই পুত্রকে হত্যা
করলেন; এছাড়া তিনি হিমানীর সময়ে গিয়ে
গর্তের মধ্যে একটা সিংহকে মেরে ফেলেছিলেন।
২১ আর তিনি এক জন সুপুরুষ মিসরীয়কে হত্যা
করলেন। সেই মিসরীয়ের হাতে একটি বর্শা

২৩:৫ আল্লাহ্‌র কাছে আমার কুল কি সেই রকম নয়? দাউদ তাঁর এবং তাঁর রাজবংশের সাথে আল্লাহ্‌র (৭:১২-১৬ দেখুন) নিয়মের কথা স্মরণ করলেন।

চিরস্থায়ী নিয়ম করেছেন। দাউদ তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার কথা বলছেন, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা কখনও বাতিল করা হবে না (৭:২০, ২৮, ইশা ৫৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়াও জবুর ৮৯:৩-৪, ২৮-২৯, ৩৪-৩৭; ১৩২:১১-১২ আয়াত দেখুন)।

তিনি কি তা অঙ্কুরিত করাবেন না? দাউদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা বংশধরের মধ্য দিয়ে।

২৩:৬ পাষণ্ডেরা সকলে উৎপাটনীয় কাঁটা। আল্লাহ্‌ বিহীন লোকেরা যাদের সেই ধার্মিক বাদশাহ্‌র প্রতি কোন আগ্রহ নেই তাদের ধ্বংস করা হবে (জবুর ২:৮-৯; ১১০:৫-৬ আয়াত দেখুন)।

২৩:৮ বীরত্রয়। তিনজন যোদ্ধার দুটি দল (৮-১২ এবং ১৩-২৩ আয়াত) এবং ত্রিশজন যোদ্ধার একটি দলের (২৪-৩৯) বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে (সকল যোদ্ধাদের সংখ্যা জানতে ৩৯ আয়াত দেখুন)।

২৩:১৩ ফসল কাটার সময়ে। ১১:১ আয়াত এবং নোট দেখুন। এই ঘটনার পরিস্থিতি থেকে বুঝা যায় যে, এটি যখন দাউদ তালুতের কাছ থেকে পালিয়েছিলেন তার পরপরই ঘটেছিল যখন লোকেরা তাঁকে ঘিরে তাঁর কাছে একত্রিত হচ্ছিল (১ শামু ২২:১-৪), অথবা তাঁর জেরুশালেম জয় করার পরপরই ঘটেছিল।

অদুল্লম গুহা। ১ শামু ২২:১ আয়াত দেখুন।

রফায়ীম উপত্যকা। ৫:১৮ আয়াত দেখুন।

২৩:১৪ দুর্গম স্থান। ১ শামু ২২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১৫-১৭। ১ খান্দান ১১:১৫-১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১৫ বেথেলহেম। দাউদের শহর (১ শামু ১৭:৫৮)।

২৩:১৮ অবীশয়। ১০:১০, ১৪, ১৮:২ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ১ শামু ২৬:৬ আয়াতের নোট।

নরত্রয়। সম্ভবত ১৩-১৭ আয়াতের তা উল্লেখ করা রয়েছে।

২৩:২০ যিহোয়াদার পুত্র যে বনায়। করেথীয় এবং পলেথীয়দের (৮:১৮ এবং নোট; ২০:২৩ আয়াত দেখুন) এবং বছরের তৃতীয় মাসের জন্য সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন (১ খান্দান ২৭:৫)। তিনি সিংহাসনে সোলায়মানের ধারাবাহিকতা

এবং এঁর হাতে একটি দণ্ড ছিল; পরে ইনি গিয়ে
সেই মিসরীয়ের হাত থেকে বর্শাটি কেড়ে নিয়ে
তারই বর্শা দ্বারা তাকে হত্যা করলেন।
২২ যিহোয়াদার পুত্র বনায় এসব কাজ করলেন,
তাতে তিনি বীরত্রয়ের মত বিখ্যাত হলেন।
২৩ তিনি ঐ ত্রিশ জনের চেয়ে মর্যাদাপন্ন, কিন্তু
প্রথম নরত্রয়ের মত ছিলেন না; দাউদ তাকে তাঁর
রক্ষীসেনার নেতা করলেন।
২৪ যোয়াবের ভাই অসাহেল ঐ ত্রিশের মধ্যে
এক জন ছিলেন; বেথেলহেমস্থ দোদয়ের পুত্র
ইল্‌হানন, ২৫ হরোদীয় শম্ম, হরোদীয় ইলীকা,
২৬ পল্টীয় হেলস, তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা,
২৭ অনাথোতীয় অবীয়েষর, হূশাতীয় মবুন্নয়,
২৮ অহোহীয় সল্‌মোন, নটোফাতীয় মহরয়,
২৯ নটোফাতীয় বানার পুত্র হেলব, বিন্‌ইয়ামীন
সন্তানদের গিবিয়া-নিবাসী রীবয়ের পুত্র ইত্তয়,
৩০ পিরিয়াথোনীয় বনায়, গাশ উপত্যকা-নিবাসী
হিদ্দয়, ৩১ অর্বতীয় অবি-অলবোন, বরহূমীয়
অস্‌মাবৎ, ৩২ শালবোনীয় ইলিয়হবা, যাশেনের
পুত্র যোনাথন, ৩৩ হরারীয় শম্ম, হরারীয় সাররের
পুত্র অহীয়াম, ৩৪ মাখাথীয়ের পৌত্র অহস্‌বয়ের
পুত্র ইলীফেলট, গীলোনীয় অহীথোফলের পুত্র
ইলীয়াম, ৩৫ কর্মিলীয় হিষ্রয়, অর্বীয় পারয়,

[২৩:২৪] ২শামু ২:১৮।
[২৩:৩১] ২শামু ৩:১৬।
[২৩:৩৪] দ্বি:বি ৩:১৪।
[২৩:৩৫] ইউসা ১২:২২।
[২৩:৩৬] ১শামু ১৪:৪৭।
[২৩:৩৭] ইউসা ৯:১৭।
[২৩:৩৮] ১খান্দান ২:৫৩।
[২৩:৩৯] ২শামু ১১:৩।
[২৪:১] আইউ ১:৬; জাকা ৩:১।
[২৪:২] ২খান্দান ২:১৭; ১৭:১৪; ২৫:৫।
[২৪:৩] দ্বি:বি ১:১১।

৩৬ সোবা-নিবাসী নাথনের পুত্র যিগাল, গাদীয়
বানী, ৩৭ অম্মোনীয় সেলক, সরূয়ার পুত্র
যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোতীয়, নহরয়,
৩৭ গাদীয় বাণী, অম্মোনীয় সেলক, সরূয়ার পুত্র
যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরতীয়, ৩৮ নহরয়, যিত্রীয়
ঈরা, যিত্রীয় গারেব, ৩৯ হিট্টিয় ঊরিয়; সর্ব মোট
সাঁইত্রিশ জন।

বাদশাহ্‌ দাউদের আদমশুমারী

২৪ ১ আর ইসরাইলের প্রতি মাবুদ আবার
ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, তিনি তাদের
বিরুদ্ধে দাউদকে প্রবৃত্তি দিলেন, বললেন, যাও,
ইসরাইল ও এহুদার লোকদেরকে গণনা কর।
২ তখন বাদশাহ্‌ তাঁর সৈন্যদলের সেনাপতি
যোয়াব, যিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে হুকুম
করলেন, তুমি দান থেকে বের্‌-শেবা পর্যন্ত
ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্যে গিয়ে লোকদের
গণনা কর, আমি লোকদের সংখ্যা জানবো।
৩ যোয়াব বাদশাহ্‌কে বললেন, এখন যত লোক
আছে, আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ তার শত গুণ বৃদ্ধি
করুন এবং আমার মালিক বাদশাহ্‌ তা স্বচক্ষে
দেখুন; কিন্তু এই কাজে আমার মালিক বাদশাহ্‌র
অভিরুচি কেন হল? ৪ তবুও যোয়াবের উপরে ও
সেনাপতিদের উপরে বাদশাহ্‌র কথাই প্রবল

সমর্থন করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১-২) এবং শেষে যোয়াবের জায়গায় তাকে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ২:৩৫)।

২৩:২৪ ত্রিশের মধ্যে। ২৪-৩৯ আয়াতে কমপক্ষে ৩০টি নাম উল্লেখ করা রয়েছে। যেহেতু ১৩-১৭ আয়াতের তিন এই ত্রিশের মধ্যে রয়েছে (১৩ আয়াত দেখুন), তাই উল্লেখ করা যোদ্ধারের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৩৩ জন। ১ খান্দান ১১:৪১-৪৭ এই দলের জন্য আরও ১৬ জনের নাম তালিকাভুক্ত করে এবং সম্পষ্টতই যখন কোন যোদ্ধা সরে যায় অথবা মারা যায় তখন তাদের জায়গায় নাম অর্ন্তভুক্ত করে।

২৩:৩৪ ইলীয়াম। বৎসেবার বাবা (১১:৩ আয়াত এবং নোট দেখুন) এবং দাউদের পরামর্শদাতা অহীথফলের ছেলে, যিনি অবশালোমের চক্রান্তে নিজেকে জড়িয়েছিলেন (১২:১২ আয়াত এবং নোট দেখুন; ১৬:২০-২৩; ১৭:১-২৩ আয়াত)।

২৩:৩৯ হিট্টিয় উরিয়। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সম্ভবত তালিকায় শেষবারের মত এদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে যে উরিয়ের বিরুদ্ধে দাউদের গুনাহ্‌ কত ভয়ানক ছিল (১১:১৭; ১ বাদশাহ্‌ ১৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:১ আবার। আগের ঘটনাটি ছিল ২১:১ আয়াতের দুর্ভিক্ষ।

ইসরাইলের প্রতি ... জ্বলে উঠলেন। প্রভুর অসন্তুষ্টির পরিষ্কার কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। কারণ ক্রোধের কারণ ছিল ইসরাইল, দাউদ নয়, অনেকে উপসংহার টানেন যে, এটি ঘটেছিল বেহেশতীভাবে অভিষিক্ত এবং ঐশতান্ত্রিক বাদশাহ্‌ দাউদের বিরুদ্ধে অবশালোম এবং শেবের বিদ্রোহকে লোকেদের সুদূপ্রসারী সমর্থনের জন্য (১৫:১২; ১৭:১১, ২৪-২৬; ১৮:৭; ২০:১-২)। এর মানে এই অধ্যায়ের ঘটনাগুলো কালানুক্রমিকভাবে ১৫-২০ অধ্যায়ের ঠিক পরেই রাখা উচিত এবং এর অর্থ ৯৮০ খ্রী:পূ পরে ঘটেছিল (১৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাউদকে প্রবৃত্তি দিলেন। ১ খান্দান ২১:১ আয়াত অনুসারে শয়তান এই আদমশুমারীটি করতে "প্রনোদিত" করেছিল। যদিও পাক-কিতাব এই বিষয়ে পরিষ্কার যে, আল্লাহ্‌ কখনও গুনাহ্‌ করতে প্রলুব্ধ করেন না (ইয়াকুব ১:১৩-১৪), আবার এটাও পরিষ্কার যে, মানুষের এবং শয়তানের করা খারাপ কাজ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনে রয়েছে (হিজ ৪:২১; ৭:৩; ৯:১২; ১০:১, ২০, ২; ১১:১০; ১৪:৪, ৮; ইউসা ১২:২০; ১ বাদশাহ্‌ ২২:২২-২৩; আইউব ১:১২; ২:৬; ইহি ৩:২০; ১৪:৯; প্রেরিত ৪:২৮)। দাউদের সৈন্যবাহিনীর আদমশুমারী করা (২-৩ আয়াত) থেকে বুঝা যায় যে, এটি বাইরের কোন হুমকির ফলে করা হয় নি। যেহেতু তিনি জানতে চেয়েছিলেন "ইসরাইলের লোকসংখ্যা কত", তাই এটি পরিষ্কার যে, তাঁর এই অহংকার এসেছিল যে, তিনি যে রাজ্যের বাদশাহ্‌, তাঁর নিরাপত্তার জন্য কোন জরুরী সময়ে তিনি কি পরিমাণ সংরক্ষিত লোকবল জড় করতে পারবেন তা তাঁর জানা দরকার। শুধুমাত্র লোক গণণা করা কোন গুনাহের কাজ ছিল না (শুমারী ১:২-৩; ২৬:২-৪), কিন্তু এই ঘটনায় দেখা যায় প্রভুর পরিবর্তে লোকবলের মধ্য গৌরবান্বিত হওয়া এবং নির্ভর করা (ইসরাইলদের প্রাথমিক ইচ্ছার মতই, যেখানে তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একজন বাদশাহ্‌ চেয়েছিল; ১ শামু ৮-১২ আয়াত দেখুন)। এই কাজটি দাউদের চারিত্রিক বৈশিষ্টের বিরোধী ছিল (২২:২-৪, ৪৭-৫১; ১ শামু ১৭:২৬, ৩৭, ৪৫-৪৭ আয়াত দেখুন)।

২৪:২ দান থেকে বের্‌-শেবা পর্যন্ত। ১ শামু ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

যোয়াব

যোয়াব নামের অর্থ, *ইয়াহ্‌ওয়েহ্ আমার পিতা*। বাদশাহ্ দাউদের বোন সরূয়ার তিন পুত্রের একজন, তিনি দাউদের শাসনামলের পুরো সময় জুড়ে সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, যদিও বেথেলহামে তার সমাধি ফলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবীশয় এবং অসাহেল ছিলেন তাঁর দুই ভাই। অসাহেল দ্রুতগামী ছিলেন; অবনের তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে যোয়াব অবনেরকে প্রতারণা পূর্বক হত্যা করেন। যোয়াব সিয়োন কেল্লায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালান এবং এই কাজের জন্য পদোন্নতি পেয়ে তিনি রাজকীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি হন। সেনাবাহিনীতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলো ছিল: (১) সিরিয়া এবং অম্মোনীয়দের যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে; (২) ইদোমের বিরুদ্ধে এবং (৩) অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে। উরিয়ার হত্যাকাণ্ডে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করায় তাঁর চরিত্র গভীরভাবে কলুষিত হয়। তিনি সজ্ঞানে বাদশাহ্ দাউদের পুত্র অবশালোমকে হত্যা করেন (২ শামু ১৮:১-১৪)। তিনি দাউদকে আদমশুমারীর কাজে বাধা দিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে, দাউদ এই কাজ করে গুনাহ্ করছেন। যোয়াব বাদশাহ্ দাউদের পক্ষে যে সব কাজ করেন তার প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে বাদশাহ্ দাউদ অমনোযোগী ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি যোয়াবের কাকাতো ভাই অমাসাকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ভার দেন। হযরত দাউদের মৃত্যুর সময়ে যোয়াব বাদশাহ্ সোলায়মানের বদলে আদোনিয়কে সমর্থন করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ্ দাউদের নির্দেশ অনুসারে বাদশাহ্ সোলায়মানের আদেশে বনায় কোরবানগাহের সামনে তাকে হত্যা করে, যেখানে তিনি পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এভাবে সেই বৃদ্ধ ষড়যন্ত্রকারীর স্বপক্ষে কেউ মুখ খোলার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে মরুভূমিতে, সম্ভবত জেরুশালেমের উত্তর পূর্বে কোন স্থানে তাঁর নিজের বাড়িতে দাফন করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে বনায় তার স্থলাভিষিক্ত হন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- শক্তিশালী সামরিক পরিকল্পনাবিদ ও সামরিক নেতা।
- নির্ভীক নেতা ও সামরিক কমাণ্ডার।
- সাহসী নেতা যিনি বাদশাহ্‌র সামনেও তাঁর বিরোধিতা করতে ভয় করতেন না।
- তিনি দাউদকে অনুপ্রাণীত করেছিলেন যেন তিনি অবশালোমকে গ্রহণ করেন।
- জেরুশালেম জয় করে নেবার জন্য তিনিই প্রধান পরিকল্পনাবিদ ছিলেন।

তার দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তিনি নিষ্ঠুর, ও নির্দয় ও প্রতিশোধস্পৃহা সম্পন্ন লোক ছিলেন।
- উরিয়কে হত্যার ব্যাপারে তিনি দাউদের চাওয়া-পাওয়াকে কাজে লাগিয়েছিলেন।
- ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অবনেরকে হত্যা করেছিলেন।
- দাউদের হুকুমের বিরুদ্ধে গিয়ে অবশালোমকে হত্যা করেছিলেন।
- দাউদের পুত্র সোলায়মানের বিপক্ষে গিয়ে অদোনীয়কে বাদশাহ্ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা জীবনে নির্দয়তার কাজ করে তারা নির্দয়ভাবেই মৃত্যুবরণ করে।
- বুদ্ধিমান নেতারও পরিচালার প্রয়োজন হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কাজ:** কমান্ডার, দাউদের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি
- **আত্মীয়-স্বজন:** মা: সরূয়া; ভাই: অবিশয়; অসাহেল, মামা: দাউদ
- **সমসাময়িক:** তালুত, অবনের, অবশালোম

মূল আয়াত: "তখন বাদশাহ্ বললেন, সে যা বলেছে, সেই অনুসারে কর, তাকে আক্রমণ করে হত্যা কর, আর তাকে দাফন কর; তা হলে যোয়াব অকারণে যে রক্তপাত করেছে, তার অপরাধ তুমি আমার ও আমার পিতৃকুল থেকে দূর করবে" (১ বাদশাহ্ ৩:৩১)।

২ শামুয়েলের ২ - ১ বাদশাহ্ ২ অধ্যায়ে তার কথা লেখা আছে। এছাড়া, ১ খান্দান ২:১৬; ১১:৫-৯, ২০, ২৬; ১৯:৮-১৫; ২০:১; ২১:২-২৬; ২৬:২৮; এবং জবুর ৬০ এর শিরোনামে তার কথা পাওয়া যায়।

হল। পরে যোয়াব ও সেনাপতিরা ইসরাইল
লোকদের গণনা করার জন্য বাদশাহ্‌র সম্মুখ
থেকে বের হয়ে গেলেন। ৫ তাঁরা জর্ডান পার
হয়ে গাদ দেশস্থ উপত্যকার মধ্যস্থিত নগরের
দক্ষিণ পাশে অরোয়েরে এবং যাসেরে শিবির
স্থাপন করলেন। ৬ পরে তাঁরা গিলিয়দে ও
তহতীম-হদ্‌শি দেশে আসলেন; তারপর দান-
যানে গিয়ে ঘুরে সীদোনে উপস্থিত হলেন। ৭ পরে
টায়ার-দুর্গে এবং হিব্বীয়দের ও কেনানীয়দের
সমস্ত নগরে গমন করলেন, আর শেষে এহুদার
দক্ষিণাঞ্চলে বের-শেবাতে উপস্থিত হলেন।
৮ এইভাবে সমস্ত দেশ পর্যটন করার পর তাঁরা
নয় মাস বিশ দিনের শেষে জেরুশালেমে ফিরে
আসলেন। ৯ পরে যোয়াব গণনা-করা লোকদের
সংখ্যা বাদশাহ্‌র কাছে দিলেন; ইসরাইলে
তলোয়ারধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর
এহুদার লোক ছিল পাঁচ লক্ষ।

বাদশাহ্‌ দাউদের গুনাহের শাস্তি

১০ দাউদ লোকদের গণনা করানোর পর তাঁর
হৃদয় ধুক্‌ ধুক্‌ করতে লাগল। দাউদ মাবুদকে
বললেন, এই কাজ করে আমি মহা গুনাহ্‌
করেছি; এখন হে মাবুদ, আরজ করি, নিজের
গোলামের অপরাধ মাফ কর, কেননা আমি বড়ই
অজ্ঞানের কাজ করেছি। ১১ পরে যখন দাউদ খুব
ভোরে উঠলেন, তখন দাউদের দর্শক গাদ নবীর
কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল হল, ১২ তুমি
গিয়ে দাউদকে বল, মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
তোমার সম্মুখে তিনটি শাস্তি ঠিক করেছি, তার
মধ্যে তুমি একটি মনোনীত কর, আমি তা-ই
তোমার প্রতি করবো। ১৩ পরে গাদ দাউদের
কাছে এসে তাঁকে জানালেন, বললেন, আপনার
দেশে সাত বছর ব্যাপী কি দুর্ভিক্ষ হবে? না
আপনার দুশমনরা যতদিন আপনার পিছনে
পিছনে তাড়া করে, ততদিন আপনি তিন মাস
পর্যন্ত তাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে বেড়াবেন? না
তিন দিন পর্যন্ত আপনার দেশে মহামারী হবে?
যিনি আমাকে পাঠালেন, তাঁকে কি উত্তর দেব তা
এখন বিবেচনা করে দেখুন। ১৪ দাউদ গাদকে
বললেন, আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত হলাম; আসুন,
আমরা মাবুদের হাতে পড়ি, কেননা তাঁর করুণা
প্রচুর; কিন্তু আমি মানুষের হাতে পড়তে চাই না।
১৫ পরে সকাল থেকে নিরূপিত সময় পর্যন্ত
মাবুদ ইসরাইলে মহামারী পাঠালেন; আর দান
থেকে বের-শেবা পর্যন্ত লোকদের মধ্যে সত্তর
হাজার লোক মারা গেল। ১৬ আর যখন
ফেরেশতা জেরুশালেম বিনষ্ট করতে তার প্রতি
হাত বাড়ালেন তখন মাবুদ সেই ভীষণ শাস্তি
দেওয়া থেকে মন ফিরালেন। সেই লোক-
বিনাশক ফেরেশতাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে,
এখন তোমার হাত গুটিয়ে নাও। তখন মাবুদের
ফেরেশতা যিবূষীয় অরৌণার খামারের কাছে
ছিলেন। ১৭ পরে দাউদ সেই লোক-বিনাশক
ফেরেশতাকে দেখে মাবুদকে বললেন, দেখ,
আমিই গুনাহ্‌ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি,
কিন্তু এই মেষগুলো কি করলো? আরজ করি,
আমারই বিরুদ্ধে ও আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে
তোমার হাত প্রসারিত কর।

বাদশাহ্‌ দাউদের কোরবানগাহ্‌

১৮ সেই দিন গাদ দাউদের কাছে এসে তাঁকে
বললেন, আপনি গিয়ে যিবুষীয় অরৌণার খামারে

[২৪:৫] ইউসা ১৩:৯।
[২৪:৬] পয়দা ১০:১৯; কাজী ১:৩১।
[২৪:৭] ইউসা ১৯:২৯।
[২৪:৯] শুমারী ১:৪৪ -৪৬।
[২৪:১০] শুমারী ১২:১১।
[২৪:১১] ১শামু ২২:৫।
[২৪:১৩] দ্বি:বি ২৮:৩৮-৪২, ৪৮; ৩২:২৪; ইহি ১৪:২১।
[২৪:১৪] নহি ৯:২৮; জবুর ৪:১; ইশা ৫৪:৭; ৫৫:৭; ইয়ার ৩৩:৮; ৪২:১২; দানি ৯:৯।
[২৪:১৫] ১খান্দান ২৭:২৪।
[২৪:১৬] পয়দা ১৬:৭; ১৯:১৩; হিজ ১২:২৩; প্রেরিত ১২:২৩।
[২৪:১৭] জবুর ৭৪:১; ১০০:৩; ইয়ার ৪৯:২০।
[২৪:১৮] পয়দা ২২:২; ২খান্দান ৩:১।

২৪:৩ অভিরুচি কেন হল? দাউদের নির্দেশনার কারণ যোয়াবের জানা ছিল না। কিন্তু দাউদ তার কোন প্রশ্নের উত্তর দেন নি। এর থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, তিনি জানতেন কারণগুলো বড়ই প্রশ্নবোধক। যেকোন ঘটনায়, যোয়াবের দেওয়া চ্যালেঞ্জ দাউদকে আরও বেশি দোষী করতো।

২৪:৫-৮ লোক গণনার কাজ দক্ষিণের ট্রান্স জর্ডান থেকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে তা অগ্রসর হতে থাকে, এর পর পশ্চিমের এলাকা হয়ে জর্ডান, পরে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে গণনার কাজ সমাপ্ত হয়।

২৪:৫-৮ আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর এহুদার লোক ছিল পাঁচ লক্ষ। ২১:৫ আয়াতের সংখ্যাগুলো থেকে এই সংখ্যাগুলো ভিন্ন (১ খান্দান ২১:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:১০ আমি মহাগুনাহ্‌ করেছি। ১ আয়াত দেখুন।

২৪:১০ দর্শক গাদ নবীর কাছে। ১ শামু ৯:৯; ২২:৫ আয়াত দেখুন।

২৪:১২ তুমি গিয়ে দাউদকে বল। ১২:১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

তিনটি শাস্তি ঠিক করেছি। তিনটি বিকল্প বিচার (১৩ আয়াত) যা অভিশাপের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত, যেটি হযরত মূসা বলেছিলেন যে, যখন আল্লাহ্‌র লোকেরা শরীয়তের নিয়ম-কানুনের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারবে না তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসবে (দ্বি:বি: ২৮:১৫-২৫)।

২৪:১৪ কিন্তু আমি মানুষের হাতে পড়তে চাই না। দাউদ, যিনি আল্লাহ্‌ এবং যুদ্ধ উভয়কেই জানতেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষ যারা নিজেদেরকে যুদ্ধের মাঝে হারিয়ে ফেলে তাদের চেয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর ক্রোধের মধ্যেও দয়ালু থাকেন (জবুর ৩০:৫)।

২৪:১৬ ফেরেশতা। পাক-কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্‌র বিচারের হাতিয়ার হিসেবে দেখা যায় (হিজ ৩৩:২; ২বাদশাহ্‌ ১৯:৩৫; জবুর ৩৫:৫-৬; ৭৮:৪৯; মথি ১৩:৪১; প্রেরিত ১২:২৩ আয়াত দেখুন)।

সেই ভীষণ শাস্তি দেওয়া থেকে মন ফিরালেন। ১ শামু ১৫:২৯ আয়াত দেখুন।

অরৌণার খামার। মরিয়া পর্বতে অবস্থিত, দাউদের নগর থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত যা সেখান থেকে দেখা যায়। পরে এটি বায়তুল মোকাদ্দসের স্থান হয় (১ খান্দান ২১:২৮-২২:১; ২ খান্দান ৩:১ আয়াত দেখুন)।

যিবূষীয়। ৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:১৭ আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে তোমার হাত প্রসারিত কর। যদিও ইসরাইলের লোকেরা দোষবিহীন ছিল না (১ আয়াত),

BACIB International Bible CHURCH

মাবুদের উদ্দেশে একটি কোরবানগাহ্ স্থাপন
করুন। ১৯ অতএব দাউদ মাবুদের হুকুম মত
গাদের সান্ত্বনা অনুসারে গেলেন। ২০ তখন
অরৌণা দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেল, বাদশাহ্ ও
তাঁর গোলামেরা তার কাছে আসছেন; তাতে
অরৌণা বাইরে এসে বাদশাহ্‌র সম্মুখে ভূমিতে
উবুড় হয়ে পরে সালাম করলো। ২১ আর অরৌণা
বললো, আমার মালিক বাদশাহ্ তাঁর গোলামের
কাছে কি জন্য এসেছেন? দাউদ বললেন,
লোকদের উপর থেকে মহামারী যেন নিবৃত্ত হয়,
এজন্য মাবুদের উদ্দেশে একটি কোরবানগাহ্
তৈরি করবো বলে আমি তোমার কাছ থেকে এই
খামার ক্রয় করতে এসেছি। ২২ তখন অরৌণা
দাউদকে বললো, আমার মালিক বাদশাহ্‌র
দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয়, তা-ই নিয়ে কোরবানী
করুন; দেখুন, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এই

[২৪:২১] শুমারী ১৬:৪৪-৫০।
[২৪:২২] ১শামু ৬:১৪।
[২৪:২৩] পয়দা ২৩:১১।
[২৪:২৪] মালা ১:১৩-১৪।
[২৪:২৫] ১শামু ৭:১৭।

ষাঁড়গুলো এবং কাঠের জন্য এই মাড়াই-যন্ত্র ও
ষাঁড়গুলোর সজ্জা আছে; ২৩ হে বাদশাহ্, অরৌণা
বাদশাহ্‌কে এ সমস্ত দিচ্ছে। অরৌণা বাদশাহ্‌কে
আরও বললো, মাবুদ আপনার আল্লাহ্ আপনাকে
গ্রাহ্য করুন।
২৪ কিন্তু বাদশাহ্ অরৌণাকে বললেন, তা নয়,
আমি অবশ্য মূল্য দিয়ে তোমার কাছ থেকে এ
সমস্ত ক্রয় করবো; আমি আমার আল্লাহ্ মাবুদের
উদ্দেশে বিনামূল্যে পোড়ানো-কোরবানী করবো
না। পরে দাউদ পঞ্চাশ শেকল রূপা দিয়ে সেই
খামার ও ষাঁড়গুলো ক্রয় করে নিলেন। ২৫ আর
দাউদ সেই স্থানে মাবুদের উদ্দেশে এই
কোরবানগাহ্ তৈরি করে পোড়ানো-কোরবানী ও
মঙ্গল-কোরবানী করলেন। এভাবে দেশের জন্য
মাবুদের কাছে নিবেদন করলে তিনি প্রসন্ন হলেন
এবং ইসরাইল থেকে মহামারী নিবৃত্ত হল।

তবুও দাউদ তাঁর নিজ কর্মের জন্য সমস্ত দোষ নিজের উপর নিলেন এবং আল্লাহ্‌র লোকেদের মঙ্গলের জন্য বাদশাহ্ হিসেবে তাঁর দায়িত্বেও কথা স্বীকার করলেন (৫:২; ৭:৭-৮)।

২৪:১৯ মাবুদের হুকুম মত। দাউদের মুনাজাত অনুসারে প্রভু নিজেই কাফ্‌ফারার ব্যবস্থা করলেন।

২৪:২১ এই খামার ক্রয় করতে এসেছি। দাউদ শুধুমাত্র তাঁর রাজকীয় উদ্দেশ্যে জমিটি দখল করতে চান নি (১ শামু ৮:১৪)।

২৪:২২ মাড়াই-যন্ত্র। দেখুন আমোস ১:৩ আয়াত এবং রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:২৪ পোড়ানো-কোরবানী। লেবী ১:১-১৭ আয়াত এবং ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

ক্রয় করে নিলেন। এভাবে পরবর্তীতে আসা বায়তুল মোকাদ্দসের জায়গাটি (১৬ আয়াতের নোট দেখুন) দাউদের এবাদতখানার রাজকীয় জমি হয়ে উঠলো।

ষাঁড়গুলো। দাউদের তাড়াহুড়ার জন্য ষাঁড়গুলো কিনে ফেললেন যেখানে কিছু দূরে তাঁর নিজের পশুপালের জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না।

পঞ্চাশ শেকল। ১ খান্দান ২১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:২৪ মঙ্গল-কোরবানী। ১ শামু ১১:১৫; লেবী ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন লেবী ৭:১১-৩৬ আয়াতের নোট। বাদশাহ্‌র অনুতাপ, মধ্যস্থতার মুনাজাত এবং কোরবানী করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে ব্যবস্থার সম্পর্কের মিলন ও পুনরুদ্ধার অর্জিত হয়েছে।

তিনি প্রসন্ন হলেন এবং ইসরাইল থেকে মহামারী নিবৃত্ত হল। ২১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH